পুরুষ-পরীক্ষা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞানুসারে

শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি লিখিত মূল সংস্কৃত

হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক বঙ্গ

ভাষান্তরিত হইল।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রেসে

শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

... সাল—ভাদ্র মাস

১৩২১

মূল্য এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। পণ্ডিত মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার "প্রবোধচন্দ্রিকা" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। প্রায় একশত বৎসর হইল এই বাঙ্গালা "পুরুষ-পরীক্ষা" গ্রন্থ বিরচিত। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এগ্রন্থ যেরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই আমরা এ গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। কমা, পূর্ণচ্ছেদ, সেমি-কোলন প্রভৃতি চিহ্ন এ গ্রন্থে নাই। পূর্ব্বকালের গদ্য বাঙ্গালা যে কিরূপ ছিল, তাহারই আদর্শ পাঠকগণ এ গ্রন্থে দেখিবেন।

"পুরুষ-পরীক্ষা" শিক্ষাপ্রদ অথচ কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতবর্ষে সমাগত ইংরেজ-রাজ-কর্ম্মচারীকে সেকালে বাঙ্গালাভাষা শিখাইবার জন্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের এক একটী গল্প এক একটী কোহিনূর তুল্য। গ্রন্থে বাহান্নটী গল্প আছে। "পুরুষ-পরীক্ষা" বাহান্ন কোহিনূরের এক অপূর্ব্ব মালা। এই মালা বঙ্গবাসী গলদেশে ধারণ করুন।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
কলিকাতা,—ভাদ্র, ১৩১১ সাল। } প্রকাশক।

সূচীপত্র।

পুরুষ পরীক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যেয় হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরম দেবতা তাঁহার চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি। শূরসমূহের মান্য ও মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিতসমুদায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয় যে শ্রীদেবসিংহ রাজার পুত্র শ্রীশিবসিংহ রাজা তিনি জয়যুক্ত হউন॥

অভিনবপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলাকৌতুকবিশিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যে রসজ্ঞানদ্বারা নির্ম্মল-বুদ্ধি যে পণ্ডিতসকল তাঁহারা নীতিবোধানু-রোধক যে এই সকল বাক্যের গুণ তন্নিমিত্তে কি আমার রচিত এই গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন। যে গ্রন্থের সতত্ত্বোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোজ্ঞ হয় সেই পুরুষপরীক্ষা নামক পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।

ইন্দ্রকোলা নামক পুরীতে সহস্র নরপতি-দিগের শিরোমণিশোভাতে যাঁহার পাদপদ্ম শোভিত এবং অর্থিপাত্রীর্থের সমুদ্রস্বরূপ ও সসাগরা পৃথিবীর পতি ইন্দ্রকোল নামক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্তা এক কন্যা ছিল। রাজা সেই কন্যার যৌবনসময়ারম্ভ দেখিয়া তত্তুল্য অথচ নিজ কুলযোগ্য বরের অনুসন্ধান করত চিন্তাযুক্ত হইলেন যে হেতুক কুকর্ম্মেতে পরাঙ্মুখ ও ন্যায়-পূর্ব্বক ধনোপার্জনকারী এবং পথ্যভোক্তা যোগাদিযোগবেত্তা আর সুস্থ এতাদৃশ ব্যক্তির যদি কন্যা থাকে তবে সে যোগ্য অথবা অযোগ্য বরের অনুসন্ধান করত প্রার্থনাজন্য যে স্বকীয় অভ্যর্থনা তজ্জন্য সে তাহার হৃদয়ে চিন্তা বিস্তার করে। তদনন্তর রাজা কি কর্ত্তব্য ইহা চিন্তা করিয়া সুবুদ্ধি নামক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতেরা সেইরূপ কহিয়াছেন যে মনুষ্য একাকী বাঞ্ছিত কার্য্যে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেক না যেহেতু পণ্ডিতেরও বেধাবেধ-ভ্রমাদি দোষ জন্মে অতএব রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি আমার পদ্মাবতী নামে এক কন্যা আছে কোন্ ব্যক্তিকে ইহার বর করিব তাহা কহ। মুনি উত্তর করিলেন মহারাজ এক পুরুষকে বর করহ, রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি আজ্ঞা করিলেন এক পুরুষকে বর করহ ইহাতে এই অনুভব হয়

যে পুরুষ ব্যতিরেকেও বর হইতে পারে অতএব পুরুষ ব্যতিরেকে কি প্রকারে বরের সম্ভব হয় তাহা কহ। মুনি উত্তর করিলেন রাজন্ পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর কর আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে। কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি। বীর এবং সুধী ও বিদ্বান আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারিপ্রকার পুরুষ। তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছ রহিত। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই বীরাদি পুরুষ সকলকে কিরূপে জানিব। মুনি উত্তর করিলেন রাজন্ শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই সকল গুণেতে যুক্ত এবং মাতা পিতার কার্য্যকরণক্ষম এমত যে তিনি বীর পুরুষ তিনি কোন বংশেতে জন্মেন। শৌর্য্যাদির লক্ষণ এই কার্পণ্য রাহিত্যের নাম শৌর্য্য এবং হিতাহিতবিষয়িকা যে বুদ্ধি তাহার নাম বিবেক ও ক্রিয়াতে যে প্রবৃত্তি সেই উৎসাহ। এই সম্দায় গুণেতে যুক্ত যে পুরুষ তিনিই বীররূপে খ্যাত হন। সেই বীর চারিপ্রকার দানবীর এবং দয়াবীর ও যুদ্ধবীর আর সত্যবীর। তাহার উদাহরণ রাজা হরিশ্চন্দ্র দানবীর শিবিরাজা দয়াবীর অর্জ্জুন যুদ্ধবীর রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবীর ছিলেন। রাজা কহিলেন হে মুনি তাঁহারদিগের গুণশিক্ষাকরণেও তত্তুল্য হইতে পারে না যেহেতুক কলিকালেতে তাদৃশ উপদেষ্টা নাই এবং সত্যযুগজাত পুরুষসকলের ব্যাপারের দৃষ্টান্ত কলিসময়সম্ভূত পুরুষদিগের ক্রিয়াতে সঙ্গত হয় না। তাহার কারণ এই কলিকালজাত মনুষ্যদের তাদৃশ বুদ্ধি নাই এবং শরীরে তাদৃশ বল নাই ও সম্প্রতি তদ্রূপ সত্ত্বগুণ নাই অতএব সময়কৃত বিশেষ কি হয় না অর্থাৎ সত্যাদিযুগেতে উৎপন্ন লোক হইতে কলিকালজাত মনুষ্যদের অবশ্যই ন্যূনতা আছে, তন্নিমিত্তে নিবেদন করি যে কলিকালসম্ভূত পুরুষদিগের কথার দ্বারা তুমি আমাকে বীরাদি পুরুষের পরিচয় দেও। ঋষি কহিলেন প্রাচীন পণ্ডিতেরা সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের রাজবংশের বর্ণনা করিয়াছেন। সম্প্রতি আমি কলিকালজাত রাজসন্তানদের বর্ণনা করিতেছি। প্রথমতঃ দানবীরের প্রসঙ্গ প্রস্তাব করি।

দানবীর কথা।

দানবীরের নাম স্মরণে এবং নামোচ্চারণে ও যত্নপূর্ব্বক নাম শ্রবণে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় তাহার উদাহরণ এই। উজ্জয়িনী নামে রাজধানী তাহাতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক সময়ে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কোন বৈতালিক কর্ত্তৃক পঠ্যমান এক শ্লোক শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই। সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণসমূহ এবং প্রফুল্লচিত্ত বন্দিগণ আর অভিলষিতবস্তুপ্রাপ্ত দাসবর্গ ও স্ববশীভূত চতুর্দ্দিকস্থ মহীপাল সকল এবং ধনপ্রাপ্ত পণ্ডিতবর্গ আর উত্তম ভট্টগণ এই সকল মনুষ্য কর্ত্তৃক স্তূয়মান যে দানবীর রাজা বড়াহ তিনি জয়যুক্ত হউন। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য শ্লোকোচ্চারণকারি বৈতালিককে কহিলেন হে বৈতালিক তুমি কি অহঙ্কারেতে আমার সাক্ষাতে তোমার বড়াহ রাজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছ। বৈতালিক কহিল রাজন আমি বৈতালিক আমার এই ধর্ম্ম যে বীরদিগের যশোবর্ণনা করি তাহা শ্রবণ করুন। বৈতালিক শূরসকলকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করায় ও প্রমত্ত ব্যক্তিদিগকে সদুপদেশ করে এবং কাপুরুষ সকলকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে আর ভূপালদের সাক্ষাতে তদ্বিপক্ষের প্রশংসা করে। ইহাতে যদি বৈতালিকের প্রাণত্যাগ হয় সেও উত্তম তথাপি বৈতালিক ক্ষুদ্রতাপ্রাপ্ত হয় না। অতএব বীরসকল আমাকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করেন আমি তাঁহাদিগের অঙ্কুরিত যশকে পল্লবযুক্ত করি অর্থাৎ অল্প কীর্ত্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করি।

মহারাজ যদি ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হয়েন তবে তদধিক কিম্বা তত্তুল্য পুরুষার্থ প্রকাশ করুন নতুবা কোপযুক্ত হউন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন রাজা বড়াহের কি পৌরুষ। বৈতালিক কহিতেছে মহারাজ রাজার দ্বারে প্রতিরাত্রিতে এক সুবর্ণগৃহ নির্ম্মিত হয় রাজা প্রত্যহ সেই গৃহ ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতবর্গ ও দরিদ্রসকলকে বিতরণ করেন। সেই দানেতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র রাজার কীর্ত্তি গান করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে বৈতালিক ইহা তথ্য বটে। বৈতালিক কহিল হে মহারাজ কে মিথ্যা কহে যদি তুমি প্রত্যয় না কর তবে আপন চর দ্বারা নিরূপণ কর। রাজা কহিলেন হে বৈতালিক যে পর্য্যন্ত আমি এই কথা নিরূপণ না করিব তাবৎ তুমি এই নগরে থাক যদি এই সংবাদ তথ্য হয় তবে আমি তোমাকে বহু রত্ন দিয়া সম্মানিত করিব। ইহা কহিয়া বৈতালিককে বাহিরে বিদায় করিয়া রাজা অন্তঃপুর মধ্যে গিয়া নির্জ্জনে চিন্তা করিলেন অহো বড়াহ রাজার বড় আশ্চর্য অথবা বিধাতার ব্যাপারই অদভুত যে হউক সেখানে গিয়া কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া মন্ত্রীকে রাজ্য-ভার সমর্পণ করিয়া অগ্নি এবং কোকিল নামে দুই বেতালকে ডাকিয়া তাহারদের স্কন্ধা-রোহণ করিয়া বড়াহ রাজার রাজধানীতে উপ স্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া এবং উত্তম বীরবেশ ধারণ করিয়া ঐ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন রাজন্ রণে অনুপম সাহসযুক্ত যে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা তাহার দ্বারী আমি তোমার কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া তোমাকে সেবা করিতে আসিয়াছি. ইহা কহিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা বড়াহ কহিলেন হে দ্বারী তুমি প্রধান রাজার দ্বারপাল সম্প্রতি আমার দ্বারে অবস্থিতি কর।

তদবধি বিক্রমাদিত্য সেই দ্বারে থাকিয়া উৎপন্ন সুবর্ণমন্দির এবং স্বর্ণ দানরূপ মহাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন যে কি রূপে রাজার এই কনকমন্দির হয় আমার এতদ্রূপ হয় না। সে যে হউক পুরুষসাধ্য ব্যাপারে মনুষ্য ঔদাস্য করিবেক না অতএব ইহার কারণ নিরূপণ করা উপযুক্ত। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য তাহার কারণ বোধের নিমিত্ত এক রাত্রিতে মহানিশা সময়ে সকল গৃহস্থ এবং রাজপুরস্থ লোকেরা নিদ্রিত হইলে আপনি লুক্কায়িত হইয়া বড়াহ রাজার পশ্চাৎ গমন করিলেন। রাজা বড়াহ নদী-তীরে নর্ত্তক বেতালের পাদাস্ফালনযুক্ত এবং ভয়ঙ্কর ডাকিনীর ডমরুধ্বনিসহিত ও সহস্র সহস্র শিবার ঘোর রাবসংযুক্ত এবং রাক্ষসীর ক্রীড়াযুক্ত আর নৃকপালসহিত এবং কৃষ্ণ চিতাঙ্গারকরণক বিচিত্রিত মহাভয়ানক শ্মশান-স্থান প্রাপ্ত হইলেন। সেই স্থলে নদীতে স্নান করিয়া ভৈরব কর্ত্তৃক মনুষ্যচর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জু করণক বদ্ধ হইয়া জলদগ্নিতে সন্তপ্ত তৈল-পুরিত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রচুর দুঃখানুভব করিয়া অতিশয় ক্লেশেতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভগবতী চামুণ্ডা দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া মৃত শরীরের মাংস ভোজন করিলেন মাংস-ভোজনে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী রাজার অস্থি সকল অমৃতাভিষিক্ত করিয়া রাজাকে পুনর্জীবিত করিলেন। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক এই বর প্রার্থনা করিলেন যে হে দেবি দান করিবার নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছ যে পুরুষকে তাহার যাচক ব্যক্তির মনস্কামনা সম্পূর্ণ করিতে যে অক্ষমতা সে মরণ হইতেও অতি-রিক্ত দুঃখ তন্নিমিত্তে আপনার মরণ স্বীকার করিয়া অর্থিরদিগের বাঞ্ছা পূরণে ইচ্ছা করিয়া নিজ মাংসেতে তোমাকে অর্চ্চনা করিলাম হে দেবি আমার মনোরথ সিদ্ধ করহ। দেবি আজ্ঞা করিলেন হে বড়াহ প্রভাত সময়ে তোমার দ্বারে স্বর্ণাগার হইবে। বড়াহ রাজা দেবীর বর-প্রাপ্ত হইলে চরিতার্থ হইয়া নিজালয়ে আগমন করিলেন। বিক্রমাদিত্য রাজা এই

সকল ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে বৈতালিক যাহা কহিয়াছে সে সত্য বটে বড়াহ রাজাই দানবীর আপনার প্রাণের পরিবর্ত্তে ধনোপার্জ্জন করিয়া বিতরণ করেন কিন্তু দেবী স্বভাবতো দয়াশীলা তবে কেন একবার প্রাণত্যাগজন্য সাহসে রাজাকে চরিতার্থ না করেন সে যাহা হউক আগামী রজনীতে যাহা উপযুক্ত হয় তাহাই করিব ইহা নিশ্চয় করিয়া রাজদ্বারে গিয়া স্বাধিকার ব্যাপার করিতে লাগিলেন পরে নিশাতে মন্ত্রী সামন্ত ভৃত্য পরিবৃত্ত বড়াহ রাজা যখন নির্জ্জন অপেক্ষা করিতেছেন তখন নগরস্থ লোকও সুপ্ত হইল। বিক্রমাদিত্য একাকী সেই শ্মশানে গিয়া ঐ নদীতে স্নান করিয়া তৈলপূর্ণ কটাহে ঝম্প দিলেন। পরে আর্দ্র মাংসসংযোগে তপ্ত তৈলের কটকটা শব্দে চামুণ্ডা দেবী সেই স্থানে আগমন করিয়া বিক্রমাদিত্যকে সজীব করিলেন এবং বড়াহ রাজজ্ঞানে যখন অনুগ্রহপূর্ব্বক বর দানেচ্ছা করিলেন তখন বিক্রমাদিত্য রাজা পুনর্ব্বার ঐ কটাহে ঝম্প দিলেন। দেবীও পুনশ্চ তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিলেন। রাজা পুনঃপুন তৈল কটাহে ঝম্প দেন দেবীও বারংবার তদামিষ ভোজন করিয়াও জীবন দান করিয়া এই ব্যক্তি সাত্ত্বিকস্বভাব রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা জানিলেন। পরে দেবী আজ্ঞা করিলেন হে বিক্রমাদিত্য আমি তোমার প্রতি অনুকূলা হইলাম তোমার অষ্টসিদ্ধি আছে তবে কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সাহস করিতেছ। আমি তোমার কিম্বা বড়াহ রাজার মাংস ভোজনেতে তৃপ্তা হই এমত নহে কিন্তু পুরুষের সাহস পরীক্ষার্থে কৃত্রিম ক্ষুধার তৃপ্তি করাই। সম্প্রতি তোমার সাহস পরীক্ষার্থে কৃত্রিম ক্ষুধার তৃপ্তি দর্শন করাই সংপ্রতি তোমার সাহসে সন্তুষ্টা হইলাম তুমি বর প্রার্থনা কর। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীকে প্রণাম করিয়া বরপ্রার্থনা বাসনাতে এই নিবেদন করিলেন যে হে ভগবতি তুমি ভক্তবৎসলা এবং বড়াহের প্রতি অনুকূলা এবং আমিও তোমার যৎকিঞ্চিৎ আরাধনা করিলাম ইহাতে আমি বর প্রার্থনা করি যে মরণ সাহস ব্যতিরেকে বড়াহ রাজার দ্বারে প্রত্যহ কনক মন্দির উৎপন্ন করুন। দেবী ইহা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তাহাই হউক। রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীপ্রসাদ বর প্রাপ্ত হইয়া তৈলকটাহ দূরে ফেলিয়া নিজ নগরে প্রস্থান করিলেন এবং সত্যবাদী বৈতালিককে আহ্বান করিয়া নানা রত্ন ও অশ্ব এবং বসন আর হস্তী এই সকল সামগ্রী দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। সেখানে বড়াহ রাজা নগরস্থ লোক সুপ্ত হইলে শ্মশান-স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে কিছুই দেখিতে পাইলেন না এবং সেই সময় এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন যে হে বড়াহ রাজা বিক্রমাদিত্য তোমার দুঃখ দূর করিয়াছে। বড়াহ রাজা এই অমোঘ বাক্য শুনিয়া চিন্তিত হইলেন যে প্রভাতে যাচকদিগকে কি দান করিব এতদ্রূপ চিন্তা ব্যাকুল হইয়া নিজালয়ে পুনরাগমন করিয়া উত্তম খট্টাতে শয়ন করিয়াও নিদ্রিত হইতে পারিলেন না তন্দ্রাবৃত্ত হইয়া রাত্রি যাপন করিয়া দ্বারী কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া বহির্দ্বারে পূর্ব্বমত হেমমন্দির দেখিয়া এই অনুভব করিলেন হে রাজা বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহে আমার মরণ যন্ত্রণা ব্যতিরেকে কার্য্যসিদ্ধি হইল। পরে সেই বৈতালিক বড়াহ রাজার সভায় কহিল যে সিংহের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট রাজা বিক্রমাদিত্য ইনি কল্পবৃক্ষের ন্যায় দানবীর।

ইতি দানবীরকথা সমাপ্তা।

অথ দয়াবীর কথা।

দয়ালু যে পুরুষ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবের উপকারক তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়। তাহার বিবরণ এই।

কালিন্দী নদীতীরে যোগিনীপুর নামে এক নগর তাহাতে অলাবুদ্দীন নামে এক যবনরাজ ছিল। সে এক সময়ে কোন কারণে মহিমাসাহ নামে আপন সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণগ্রাহক জানিয়া এই চিন্তা করিল যে সক্রোধ নরপতিকে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে। ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন রাজা এবং শূচক সর্প ইহারা কখন বিশ্বাসযোগ্য হয় না যে হেতুক সম্ভ্রম দর্শন করাইয়া নষ্ট করে তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না অতএব যাবৎ আমি বদ্ধ না হই তাহার মধ্যেই কোন স্থানে গিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করি। এই বিবেচনা করিয়া নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল এবং পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল যে আমার পরিজনের দূরগমন সাধ্য হইবে না এবং পরিজন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অকর্ত্তব্য তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। যে লোক নিজ কুল ত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে অতিদূরে পলায়ন করে সে স্বজনত্যাগী পরলোকগত প্রায় হয় তাহার জীবনেই বা কি প্রয়োজন। অতএব এই স্থানে হম্বীরদেব নামক রাজা দয়াবীর আছেন তাঁহার আশ্রয়ে থাকি। এই পরামর্শ করিয়া যবনসেনাপতি রাজা হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ বিনাপরাধে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত যে প্রভু তাঁহার ত্রাসেতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম যদি আমাকে রক্ষা করিতে পার তবে আশ্বাস দান কর নতুবা এখান হইতে অন্যত্র গমন করি। রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে যবন তুমি আমার শরণাগত আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমাকে যমও পরাভব করিতে পারিবেন না। যবনরাজ কোন্ তুচ্ছ হইবে অতএব নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। মহিমাসাহ রাজার অভয় বাক্যেতে রণস্তম্ভন নামক দুর্গেতে নিঃশঙ্ক হইয়া বাস করিতে লাগিল। তদনন্তর যবনরাজ মহিমাসাহ ঐ দুর্গেতে আছে ইহা জানিয়া ঐ হম্বীরদেব রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী ও অশ্ব এবং পদাতিদিগের পদাঘাতে পৃথিবীকে কম্পায়মানা করত এবং বাহনসমূহের কোলাহলেতে দিক্‌স্থ লোক সকলকে বধির করত এক দিবসে তাবদ্দূরোল্লঙ্ঘন করিয়া হম্বীরদেব রাজার দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রলয়কালের মেঘের বৃষ্টির ন্যায় বাণ বর্ষণ করিলেন। হম্বীরদেব রাজা গম্ভীর পরিখাযুক্ত চতুর্দ্দিক্ এবং নাগদন্ত সহিত প্রাচীরযুক্ত ও পতাকাতে শোভিত দ্বার সকল এই মত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া শ্রবণাসহ্য এমত ধনুর্গুণের শব্দপূর্ব্বক বাণ নিক্ষেপ দ্বারা গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত অন্ধকার করিলেন। প্রথম যুদ্ধের পর যবনরাজ রাজা হম্বীরদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া কহিল রাজন্ শ্রীযুক্ত যবনেশ্বর তোমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে আমার অপ্রিয় কার্য্যকারক মহিমাসাহকে ছাড়িয়া দেও যদি না দেও তবে আগামী প্রভাতে তোমার দুর্গ চূর্ণ করিয়া মহিমাসাহের সহিত তোমাকে যমালয়ে প্রস্থান করাইব। রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে দূত আমি একথার উত্তর তোরে কি দিব তোর প্রভুকে খড়্গাধারদ্বারা উত্তর দিব কেবল বাক্যেতে উত্তর করিব না। শুন আমার শরণাগত লোককে যমও শত্রুভাবে দর্শন করিতে পারেন না। যবনরাজ কি করিতে পারিবে। অনন্তর তিরস্কৃত দূত নিকটাগত হইলে যবনাধিপতি উন্মাদিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল। পরে উভয় সৈন্যের সংগ্রামে কোন কোন বীর সম্মুখ যুদ্ধ করিতেছে কেহ কেহ পলায়ন করিতেছে কেহ কেহ বা নষ্ট হইতেছে কোন কোন যোদ্ধারা বৈরি সংহার করিতেছে এতদ্রূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি দিন সংগ্রাম হইল। যবনরাজ অর্দ্ধাবশিষ্টসৈন্য হইয়া এবং দুর্গ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নিজ নগরে গমনোদ্যোগী হইলেন। সেই সময়ে রায়মল্ল এবং রায়পাল নামে হম্বীরদেব

রাজার দুই দুষ্ট মন্ত্রী যবনেশ্বরের নিকটে গিয়া একবাক্যে কহিল হে যবনাধীশ আপনি কোন স্থানে যাইবেন না। আমাদের দুর্গে সংপ্রতি দুর্ভিক্ষোপস্থিত হইয়াছে আমরা দুই জন দুর্গের তথ্য সংবাদ জানি কল্য কিম্বা পরশ্ব তোমার দুর্গ গ্রহণ যাহাতে হয় তাহা করিব। যবনরাজ ইহা শুনিয়া ঐ দুই মন্ত্রীকে পুরস্কার করিয়া দুর্গদ্বার রোধ করিল। রাজা হম্বীরদেব অত্যন্ত বিপদ দেখিয়া আপনার সৈন্যগণকে কহিলেন অরে যাজদেশসম্ভূত যোদ্ধাসকল আমি পরিমিত সৈন্যকরণক প্রচুর সেনাযুক্ত যবনেশ্বরের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব এবং যুদ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে অতএব তোমরা দুর্গ হইতে দূরে যাও। যোদ্ধারা নিবেদন করিল হে মহারাজ তুমি করুণাপ্রযুক্ত যবনানুরোধে যুদ্ধে আপনার মরণ স্বীকার করিতেছ আমরা তোমার জীবনানুগত সংপ্রতি এতাদৃশ উত্তম স্বামী যে তুমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ কাপুরুষের পথে গমন করিব এ অকর্ত্তব্য। যবনরাজ অতি ক্ষুদ্র ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইব। তাহাতেই আশ্রিতদিগের রক্ষা হইবে অতএব এই আরম্ভই রক্ষণীয় লোকের রক্ষার নিমিত্তে হউক। পশ্চাৎ যবন সেনাপতি কহিল হে মহারাজ আমি বিদেশীয় এক সামান্য লোক আমার রক্ষার নিমিত্তে কেন স্ত্রী এবং পুত্র ও রাজ্য আর আত্ম প্রাণ নষ্ট করিবা আমাকে ত্যাগ কর। হম্বীরদেব রাজা কহিলেন হে মহিমাসাহ তুমি আমাকে একথা কহিও না নশ্বর যে ভৌতিক শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ি যশ লভ্য হয় তবে কোন্ জন তাহা ত্যাগ করিতে বাসনা করে। যদি তুমি আমার কথা মান্যকর তবে তোমাকে নির্ভয়স্থানে পাঠাইতে পারি। যবন সেনাপতি উত্তর করিল যে আপনি আমাকে এ প্রকার আজ্ঞা করিবেন না আমি সর্ব্বাগ্রে বিপক্ষের মস্তকে খড়্গ প্রহার করিব কিন্তু স্ত্রীলোক দিগকে দুর্গের বাহির করুন। স্ত্রী সকল প্রত্যুত্তর করিলেন আমাদের স্বামী শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গযাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন আমরা তাহা ব্যতিরেকে কি প্রকারে পৃথিবীতে থাকিব। যেমন লতা সকল বৃক্ষ ব্যতিরেকে অবস্থিত করে না সেইরূপ স্ত্রীলোক পতি ব্যতিরেকে জীবদ্দশায় থাকিবে না। সংসারের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীদিগের প্রাণ স্বামীর জীবনানুগত হয় তন্নিমিত্তে আমরা বীরপত্নীর উপযুক্ত কার্য্য যে অগ্নিপ্রবেশ তাহাই করিব যে হেতুক হম্বীরদেব রাজার পরার্থে প্রাণত্যাগ স্বীকৃত হইয়াছে এবং বীরগণের সংগ্রাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে তদ্রূপ যোষিদ্বর্গেরও অগ্নি প্রবেশ অভিমত হইয়াছে। অনন্তর প্রভাতে উপস্থিত যুদ্ধে রাজা হম্বীরদেব সন্নাহযুক্ত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া উত্তম যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাক্রম করত দুর্গ হইতে বহির্গমন করিলেন। পরে খড়্গপ্রহারে বিপক্ষের সৈন্য এবং হস্তী ও অশ্ব সমূহকে নিপাত করিয়া এবং পদাতিদিগকে সংহার করিয়া সেনাগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কবন্ধ-বর্গকে নৃত্য করাইলেন। এবং রুধিরধারা-প্রবাহে পৃথিবী ভূষিতা করিয়া এবং বাণেতে বিক্ষতশরীর হইয়া সম্মুখযুদ্ধে হস্তিপৃষ্ঠে হইতে ভূমিতে পড়িলেন এবং শরীর ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্যমণ্ডলে লীন হইলেন। সেই কালে পণ্ডিতেরা কহিলেন যে উত্তম প্রাসাদ ও অনুপম গুণবশীভূত যুবতি স্ত্রী আর বহু সম্পত্তির সহিত রাজ্য ইহার এক বস্তুও কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। রাজা হম্বীর দেখ এই সকল সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে পতিত হইলেন।

ইতি দয়াবীরকথা সমাপ্তা।

যুদ্ধবীর কথা।

যুদ্ধবীরের কথা শ্রবণ করিলে কাতর লোক বীরত্ব পায় এবং অলসযুক্ত লোক ক্রিয়াবান্ হয় ও সকল লোক জয়যুক্ত হয়। তাহার ইতিহাস।

মিথিলা নগরীতে কর্ণাট-কুলোদ্ভব মাল্যদেব নামক রাজার পুত্র মল্লদেব তিনি স্বভাবতঃ সিংহের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট ছিলেন কোন সময়ে এই বিবেচনা করিলেন যে আমি পিতৃ-শাসিত রাজ্যেতে ইন্দ্রের ন্যায় সুখ ভোগ করিতেছি ইহাতে আমার পৌরুষ নাই যে সকল লোক নিজোপার্জ্জনে জীবী হন তাঁহারাই বীর। যে হেতুক বালক এবং স্ত্রী ও অযোগ্য লোক ইহারা পরভাগ্যোপজীবী সিংহ এবং সৎপুরুষ ইহারা নিজোপার্জ্জনজীবী হন স্বকীয় বাহুবলেতে উপার্জ্জিত যে ধন তাহা ব্যতিরেকে পিতৃভক্তি প্রকাশ হয় না। প্রাচীনেরা সেই-রূপ কহিয়াছেন অনেক পুত্রের যে জনক তিনি যে পুত্রের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করেন এবং যশ শ্রবণ করেন সেই পুত্রেতেই পিতা পুত্রবান্ হন। তন্নিমিত্তে আমি কোন স্থানে গিয়া নিজ ভুজসামর্থ্যে ধনোপার্জ্জন করি। রাজপুত্র এই পরামর্শ করিয়া কান্যকুব্জ নগরে গেলেন এবং উৎকৃষ্ট বীরবেশ ধারণ করিয়া রাজা জয়-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ইঁনি কাশী-নগরীর রাজা ছিলেন তন্নিমিত্তে রাজার আর এক নাম কাশীশ্বর। রাজা জয়চন্দ্র মল্লদেবকে সমাদরপূর্ব্বক আপনার সহচর করিলেন। মল্লদেব রাজার সেবা করত ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। পরে এক সময়ে নিজ সম্মানের ন্যূনতা বুঝিয়া এই চিন্তা করিলেন যে ঈষদ্গুণযুক্ত বস্তুতে যে ভূপালদের অনুগ্রহ হওয়া সে অত্যন্ত কঠিন এবং সম্যক্ গুণশালি বস্তুও যদি অনায়াসলব্ধ হয় তবে তাহাতেও রাজার অনাদর হয় অন্য প্রকার আশাযুক্ত লোকের ধনই প্রাণ কামুক ব্যক্তির স্ত্রীই প্রাণ মানী ব্যক্তির মানই প্রাণ ইহা বিবেচনা করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে রাজন্ তোমার প্রভুধর্ম্ম শুনিয়া এখানে আসিয়াছিলাম এখন অন্যত্র গমনেচ্ছা করি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে কুমার তোমার কি চিন্তা এবং কি নিমিত্তেই বা তুমি অন্য স্থানে যাইতে চাহ সেই কারণ কহ। মল্লদেব কহিলেন মহারাজ আপনকার নিকটে আমার মর্য্যাদা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতেছে এই শঙ্কা প্রযুক্ত আমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি। ভূপতি কহিলেন কি প্রকারে ইহা জানিলা। মল্লদেব নিবেদন করিলেন আমরা শূরত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেই আমা-দিগের প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ হইতে পারে অতএব আমাদের প্রতি যে ভূপতির অনুগ্রহ হওয়া সে শৌর্য্যমূলক। কেবল বাগ্যুদ্ধেতে শৌর্য্য প্রকাশ হইতে পারেনা এবং আপনকার অধিকারে অস্ত্রযুদ্ধও দেখি না। নরপতি কহিতেছেন আমি সকল স্থানের করগ্রাহী রাজা এই কারণ কোন রাজা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না এবং যুদ্ধে শত্রু হইতে ইচ্ছা করে না অতএব কাহার সহিত যুদ্ধ হইবে। মল্লদেব কহিলেন ভূস্বামীর বিজয় জন্য যে সুখ সেই সুখই রাজ্যকরণের ফল। যুদ্ধব্যতিরেকে কি প্রকারে জয় হইতে পারে এবং জয়ব্যতিরেকে কেই বা কি প্রকারে তজ্জন্য সুখ লাভ হইতে পারে। হে স্বামিন্ যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে আমি এখান হইতে অন্যত্র গমন করি আমি যে রাজার নিকটে যাইব তিনি আপনার প্রতিযোদ্ধা হইবেন। নরপতি কুপিত হইয়া কহিলেন হে কুমার মল্লদেব তুমি কি অহঙ্কারে এই প্রকার কহিতেছ তোমার যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাও আমিও সেই স্থানে যাইব। পরে মল্লদেব কহিল আমি এই গমন করি-তেছি ইহা কহিয়া চিক্কোর রাজার অধিকারে উপস্থিত হইয়া রাজসন্নিধানে নিযুক্ত হইলেন। রাজা কাশীশ্বর মল্লদেব এখান হইতে গিয়া চিক্কোর রাজার নিকটে আছে ইহা শুনিয়া সকল সৈন্যের সহিত চিক্কোর রাজার নগরীতে

আগমন করিলেন। সেই সময় চিক্কোর রাজা কাশীশ্বরকে নিকটোপস্থিত জানিয়া অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিলেন যে রাজা কাশীশ্বর আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিতেছেন সংপ্রতি কি কর্ত্তব্য হয়। মন্ত্রীরা কহিলেন যে সেনাসমূহেতে বেষ্টিত রাজা কাশীশ্বর যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন তুমি অল্প সৈন্যকরণক কি প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবা অতএব সংগ্রাম অকর্ত্তব্য এবং তিনি অতিশয় ধনবান্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করণের উপযুক্ত সম্পত্তিও তোমার নাই অতএব এখন দুর্গাশ্রয়ে থাকা অকর্ত্তব্য। পশ্চাৎ মল্লদেব চিক্কোর রাজাকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভূপাল তুমি কি পলায়ন করিবা কাশীশ্বর নরপতি তোমার নিমিত্তে আগমন করেন নাই এবং কখন আগমন করিবেনও না আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে আমি তাঁহার আগমনের কারণ কহিতে পারি আপনি কিছু ভয় করিবেন না। চিক্কোর রাজা কহিলেন কি কারণ তাহা কহ। মল্লদেব কহিতেছেন রাজা জয়চন্দ্র কেবল আমার উদ্দেশে আসিতেছেন। অতএব আপনি পলায়ন করিবেন না আমার সহিত তাঁহার যোদ্ধাগণের যে প্রকার যুদ্ধ হইবে তাহাই দেখিবেন। রাজা চিক্কোর উত্তর করিলেন হে মল্লদেব সেই অপরিমিত সেনাযুক্ত রাজা কাশীশ্বরের সহিত একাকী তোমার যে যুদ্ধ এ নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম। মল্লদেব কহিলেন রাজন্ শূরদিগের যে কর্ম্ম সে পরামর্শ অপেক্ষা করে না। রাজা চিক্কোর উত্তর করিলেন যে কার্য্য কখন দৃষ্টিগোচর হয় না এমত অসম্ভব কার্য্যকারক লোকের যে আরম্ভ সে অবশ্য বিপদ্গর্ভ হয়। মল্লদেব কহিলেন এই প্রকার বিবাদে কিছু ফল নাহি আমি যে কর্ম্ম করিব তাহার ফল আমি স্বয়ং ভোগ করিব স্বীয়াপরাধে বিপদ্গ্রস্ত লোকের আপদ্বিষয়ে অন্য লোকের শোক করিতে হইবেক না। রাজা পুনশ্চ কহিলেন সংগ্রাম মাত্রে জয়ের সংশয় আছে তথাপি তুল্য বলেতেই সংগ্রাম উপযুক্ত হয় প্রবলের সহিত যুদ্ধ করণ আর অগ্নিতে পতঙ্গের পতন এই দুই তুল্য জানিবা। রাজকুমার উত্তর করিলেন যে লোক যশঃসঞ্চয়েচ্ছাতে যুদ্ধেতে আপনার মরণ স্বীকার করে তাহার আর কি অধিক ভয়স্থান আছে এবং প্রবল শত্রুতেইবা কি ভয় আছে অন্য প্রকার যে পুরুষ কীর্ত্তিলাভেচ্ছাতে রণে মৃত্যু স্বীকার করে তাহার শত্রু প্রবল হইলেও তাহার স্বর্গদ্বার রোধ করিতে পারে না এবং যে পুরুষেরা আপন প্রাণবিয়োগভয়েতে সংগ্রাম হইতে পলায়ন করে তাহাদিগের মরণই উপযুক্ত নতুবা অতি ক্ষুদ্রতা প্রকাশ হয়। রাজা কহিলেন হে কুমার মল্লদেব তুমি একাকী অত্যন্ত সাহসী রাজা কাশীশ্বর অসংখ্যের সেনা সহিত এবং মহাবীর তোমাদিগের দুই জনের যে যুদ্ধকৌতুক আমরা তাহা শ্রবণেও সমর্থ হই না দর্শন কি অর্থাৎ কোন প্রকারেই দর্শন করিতে পারি না। পরে মল্লদেব নিবেদন করিলেন যদি সমর দর্শন করা তোমার অনভিমত হইল তবে তুমি অন্য কোন স্থানে যাত্রা কর এবং শত্রুর অদৃশ্য স্থানে থাকিয়া সুখেতে বাস কর আমাকে এক হস্তী দিয়া শীঘ্র প্রস্থান কর আমি একাকী বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমার নগর রক্ষা করিব। চিক্কোর রাজা মল্লদেবের বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর আগামী প্রভাতে রাজা কাশীশ্বর ভেরি নির্ঘোষ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া এবং ভগ্ন কূর্ম্মপৃষ্ঠাস্থি সম অশ্বখুরকোটির আঘাতে পৃথিবী কুট্টিতা করিয়া সেই নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মল্লদেব কাশীশ্বর রাজাকে নিকটোপস্থিত জানিয়া আপনি বর্ম্ম পরিধান করিয়া এবং গৃহীতাস্ত্র ও গজারূঢ় হইয়া রাজার সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। রাজা কাশীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন হে গজারূঢ় তুমি কি অনুসন্ধানার্থী চিক্কোর রাজার দূত অথবা যুদ্ধার্থী মল্লদেব মল্লদেব উত্তর করিলেন আমি

অনুসন্ধানার্থী দূত নহি কিন্তু আমি তোমার প্রতিযোদ্ধা মল্লদেব। কাশীশ্বর রাজা উপহাস করিয়া কহিলেন ভাল তুমি আমার তুল্য যোদ্ধাই বট কিন্তু সংপ্রতি আমার নিকটে আইস। মল্লদেব কহিলেন রাজন্ তুমি কেন আমার নিকটে না আইস তুমি হয়ারূঢ় আমি গজারূঢ় তুমি অস্ত্র ধারণ কর আমিও অস্ত্র ধারণ করি সংপ্রতি সম্যক্ প্রকারে প্রহার হউক বাক্য প্রয়োগে কি ফল। রাজা জয়চন্দ্র এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ সেনা সকলকে কহিলেন হে বীর সকল তোমরা কেবল জীবনাবিশিষ্ট মল্লদেবকে আনিয়া দেও সেই সময় মল্লদেব কহিলেন হে দিক্পাল সকল ও মুনিগণ এবং সিদ্ধগণ আর অমরবৃন্দ এবং খেচর সকল তোমারা সকলে সাক্ষী হইয়া কৌতুক দেখ হে রাক্ষসসকল তোমরা মনুষ্যমাংস ভোজন করিয়া তৃপ্ত হও আর শূরদিগের অনুরাগেতে উৎসুক যে অপ্সরঃ সকল তাহারা শীঘ্র এখানে আসিয়া আমোদ করুন মল্লদেব রণস্থলে একাকী বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ইহা কহিয়া সেই মল্লদেব আপনার চতুর্দ্দিক ব্যাপক বিপক্ষবর্গকে নারাচাস্ত্রদ্বারা সংহার করিলেন। তখন রাজা কাশীশ্বর ভূমিতে পতিত নিজ সেনাগণকে দেখিয়া অবশিষ্ট সেনাগণকে কহিলেন যদি তোমারা আমার সেনা বিনাশকারি মল্লদেবকে নিবারণ করিতে না পার তবে শর বর্ষণ দ্বারা তাহাকে ভূমিতে শয়ন করাও। তদনন্তর বীর সকল রাজাজ্ঞা পাইয়া ধনুর্গুণের ভাবণ শব্দ পূর্ব্বক এককালে বাণবর্ষণেতে মল্লদেবকে অভিষেক করিলে মল্লদেব শরাহত হইয়া কুঞ্জর পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পড়িলেন যে অশীতিবৎসর পর্য্যন্ত তদ্দেশবাসী চিক্কোর রাজা পলায়ন করিলেন ষোড়শবর্ষীয় কর্ণাট কুলোদ্ভব মল্লদেব সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন পশ্চাৎ রাজা কাশীশ্বর নারাচাস্ত্র প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর মল্লদেবকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে কর্ণাটকুলের প্রতিষ্ঠার বীজাঙ্কুরস্বরূপ তুমি কি বাঁচিবা। মল্লদেব উত্তর করিলেন হে ভূপাল সে যে হউক আমাদিগের দুই জনের মধ্যে কে যুদ্ধ জয় করিলেন। কাশীশ্বর নরপতি কহিলেক হে কুমার তুমি জয়ী হইলা। মল্লদেব নিবেদন করিলেন কি প্রকারে ইহা অবধারিত হইল। রাজা উত্তর করিলেন তুমি একাকী আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক যোদ্ধাকে নষ্ট করিয়াছ অতএব তুমিই বিজয়ী হইলা। মল্লদেব রাজার প্রশংসা বাক্যেতে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া পূর্ব্বকথার উত্তর করিলেন মহারাজ আমি বাঁচিব। পশ্চাৎ রাজা কাশীশ্বর মল্লদেবের শৌর্য্যেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শরীর হইতে বাণোদ্ধার করিয়া আপন গৃহে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে পুত্রবাৎসল্যেতে আশ্বাস করিয়া ও বাণক্ষত হইতে সুস্থ করিয়া আপনার প্রতিনিধি করিলেন। সেই সময় পণ্ডিতেরা কহিলেন মল্লদেবের বীরত্ব এবং রাজা জয়চন্দ্রের বিবেচনা এপ্রকার অতীত কালে হয় নাই এবং ভবিষ্যৎ কালে হইবেও না।

ইতি যুদ্ধবীরকথা সমাপ্তা।

সত্যবীর কথা।

কলিকালে লোকসকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া মিথ্যাবাদী হইবেক কিন্তু সত্যবীরের কথা শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেক।

পূর্ব্বকালে হস্তিনা নগরে মহামল্ল নামে এক যবনরাজ ছিলেন। তিনি সমুদ্রপর্য্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন করিয়া রাজ্য করেন। মহামল্লের ঐশ্বর্য্যাসহনশীল কাফররাজ সৈন্যসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া মহামল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার নিকটে গেলেন। যবনেশ্বর কাফররাজকে নিকটোপস্থিত জানিয়া বাহ্লীকদেশজ এবং অন্য দেশীয় লক্ষ লক্ষ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত হইয়া নগরোপান্তে গিয়া সমর স্বীকার করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফররাজের

বলবান্ বীরগণ কর্ত্তৃক তাড়্যমান হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল. পশ্চাৎ যেমন সিংহ-ভয়েতে হস্তিযূথ পলায়ন করে সেই প্রকার মরণ ভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেছেন হে আমার যোদ্ধাসকল তোমাদের মধ্যে রাজা কিম্বা রাজপুত্র এমত কেহ নাই যে সম্প্রতি অরিভয়েতে ভগ্ন আমার সেনাগণকে নিজ বাহুবলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে। যবনস্বামীর এই বাক্য শুনিয়া কর্ণাটজাতি নরসিংহদেবনামা রাজকুমার এবং চৌহানজাতি চাচিকদেব নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন করিলেন হে স্বামিন্ নীচগামিনলিলপ্রায় এবং শত্রুভয়ে পলায়মান যে তোমার সেনাগণ তাহা-দিগকে সম্প্রতি কে নিবারণ করিতে পারে। যদি আপনি এক ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া এখানে পুনশ্চ আসিয়া দেখেন তবে আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারের পরিচিত কিম্বা চিতাশায়ী করি। যবনাধিপতি কহিলেন তোমারাই সাধু তোমাদের দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কোন্ পুরুষ এমত সাহস করিতে পারে। তাহার পর নর-সিংহদেব সাহসস্ফুরিতবাহু হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া এবং বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া কাফররাজের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে নরসিংহদেব অতি-শয় উদ্দীপন শ্বেতচ্ছত্রের তলস্থিত কাফররাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন। কাফররাজ সেই অস্ত্রপ্রহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িলেন। সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত এবং ত্যক্তজীবন সেই কাফররাজের মস্তক ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকটে আনিয়া দিলেন্। যবনরাজ ছিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ মস্তক কাহার। চাচিক-দেব উত্তর করিলেন এ মস্তক কাফররাজের। যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ বীর কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন। চাচিকদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ অনুপমপরাক্রম এবং নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া কাফররাজের শিরশ্ছেদন করিলাম। যবনস্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি-লেন নরসিংহদেব কোথায় আছেন। চাচিক-দেব কহিলেন হে ভূপাল কাফররাজের সন্নিবি-বর্ত্তী এবং স্বামি-সংহারজন্য কোপে কম্পিত-কলেবর এমত বীরগণ কর্ত্তৃক হন্যমানপ্রায় নরসিংহদেবকে দেখিয়াছি সম্প্রতি তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না। সেইক্ষণে যবনেশ্বর হত-নায়ক এবং পলায়মান শত্রুসেনা সকলকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং পশ্চাস্থিত বিপক্ষসৈন্যের পশ্চাদ্গামী নিজ সেনাগণকে কহিলেন হে আমার যোদ্ধাগণ তোমরা কেন শত্রুসেনাগণকে নষ্ট করিতেছ সংপ্রতি আমার রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা এবং কাফররাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব তাঁহাকে আনিয়া দেও। পরে যবনরাজ অনুসন্ধান করিয়া অনেক নারাচাস্ত্র প্রহারেতে ছিন্নভিন্নশরীর এবং গলিত রুধিরের সহস্র সহস্র ধারাতে স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায় ও অতিশয় বেদনাতে মূর্চ্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোটক হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে নরসিংহদেব তুমি বাঁচিবা। নরসিংহদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ আমি যাহা করিয়াছি আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন। নরপতি প্রত্যুত্তর করিলেন যে চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার যে শত্রু বিনাশ করিয়াছ তাহা-তেই আমি তোমার সমস্তকার্য্য জানিয়াছি। নর-সিংহদেব কহিলেন আমি যাহার হিতেচ্ছাতে অতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলাম যদি তিনি সে সকল জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতে আমার শ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান্ হইল অতএব আমি দীর্ঘজীবী হইব। তদনন্তর যবনরাজ নরসিংহদেবের শরীরে অতিশয় মগ্ন বাণ সকল উদ্ধার করিয়া এবং নানা প্রকার ঔষধসেবন ও পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নরসিংহ-দেবকে অক্ষতশরীর করিলেন। পরে যবনরাজ

সহস্র সহস্র উত্তমাশ্ব ও লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ আর ছত্র এবং চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসিংহদেবের পুরস্কার করিলেন। প্রসাদপ্রাপ্ত হইয়া নরসিংহদেব যবনরাজকে নিবেদন করিলেন হে রাজাধিরাজ যুদ্ধ করা রাজপুত্রদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম আমি কি অদ্ভুতকর্ম্ম করিলাম যে আমার এতাদৃশ সম্মান করিলেন।সে যাহা হউক যদি আমার পুরস্কার বিহিত হইল তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন তিনি সত্য প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর মস্তক আনয়ন করিয়াও আমার যশঃ প্রশংসা করিয়াছেন স্বকীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাই। ইনি মারণচিহ্ন যে শত্রুমস্তক তাহা আনিয়াও আমি বৈরি বিনাশ করিয়াছি ইহা কহেন নাই তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচিকদেবের পুরস্কার কর্ত্তব্য। পরে চাচিকদেব কহিলেন হে রাজকুমার আমার নিমিত্তে এ প্রকার বক্তব্য নহে। আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফল লইয়া পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব। তাহা শুনিয়া নরসিংহদেব কহিলেন হে সত্যবীর চাচিকদেব তুমি সাধু তোমার এই সত্যতাহেতুক বুঝিলাম যে তুমি পণ্ডিত এবং সতীপুত্র ও অতি প্রশংসনীয় মহাশয়। তদনন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে হৃষ্টচিত্ত হইয়া দুই রাজকুমারের তুল্য পুরস্কার করিলেন।

ইতি সত্যবীরকথা সমাপ্তা।

প্রত্যুদাহরণ কথা।

মূলবিষয়ের যে প্রয়োগ তাহার নাম উদাহরণ সেই মূলের বিপরীত বিষয়ে যে উদাহরণ তাহার নাম প্রত্যুদাহরণ। এ স্থলে প্রত্যুদাহরণের অর্থ এই। শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই গুনত্রয়যুক্ত বীরপুরুষদিগের লক্ষণের উদাহরণের পর ঐ শৌর্য্যাদি গুনত্রয়ের একৈকগুনহীন চৌরাদি পুরুষের লক্ষণের উদাহরণ এই প্রত্যুদাহরণ।

ইহার বিশেষ কহা যাইতেছে। মনুষ্য বিবেকহীন হইলেই চোর হয় এবং শৌর্য্যহীন মনুষ্য কাতর হয় ও উৎসাহরহিত যে পুরুষ সে অবশ্য অলস হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমত চৌরকথাপ্রসঙ্গ হইতেছে।

চৌরকথা।

বিবেকসম্ভূত যে দয়া-দানাদি তাহাতে রহিত যে পুরুষ তাহার যদি শৌর্য্য থাকে তবে সেই শৌর্য্য ঐ মনুষ্যের কুবৃত্তির কারণ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই। বিবেকরহিত যে বীর্য্যবান্ লোক সে অবশ্য পাপকর্ম্ম করে, যেমত সরীসৃপ নামে এক ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্ম করণে সমর্থ হইয়াও চোর হইয়াছিল। তাহার উদাহরণ উজ্জয়িনী নামক পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন। তিনি এক দিবস চৌরব্যাপার দর্শনার্থে দরিদ্রের বেশ ধারণ করিয়া নিজ নগরের এক দেবমন্দিরসন্নিধানে বসিয়া থাকিলেন। পরে অন্ধকারযুক্ত রজনীর মহানিশাসময়ে চারিজন চোর সেই স্থানে আসিয়া এই পরামর্শ করিল যে গৃহ হইতে আনীত অন্ন ভোজন করিয়া সবল হইয়া কোন ধনবানের গৃহপ্রবেশ করিব। সেই সময় রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন, হে মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন আমারে দিবা। চোরেরা সতর্ক হইয়া বলিতেছে তুই কে। রাজা কহিলেন আমি দরিদ্র ক্ষুধাব্যাকুল হইয়া গমনাসামর্থ্য প্রযুক্ত পড়িয়া রহিয়াছি। পরে ঐ তস্করেরা এক মন্ত্র পাঠ করিল তাহার অর্থ। এই নগর ও পথ মনুষ্য আর দ্রব্য দিবসে যে প্রকার দৃষ্ট হইয়াছে রাত্রিতেও সেই সকল বস্তু এবং মনুষ্য তদ্রূপ দৃশ্য হউক। পশ্চাৎ কহিল ওরে দীন তুই কি কারণ এখানে রহিয়াছিস্। রাজা উত্তর করিলেন, হে মহাশয়েরা দেবদর্শনার্থি অত্রাগত লোকের উদ্দেশে ভিক্ষার নিমিত্তে আমি এখানে আসিয়াছিলাম ভিক্ষা না পাইয়া বড় ক্ষুধিত আছি এখন কোথায় যাইব। চোরেরা কহি

যদি তোরে উচ্ছিষ্টান্ন দি তবে তুই আমাদিগের কি কার্য্য করিবি। রাজা কহিলেন বড় বড় ধনিদিগের গৃহ দর্শন করাইব আর তোমরা যে দ্রব্য চুরি করিবা তাহার ভার বহন করিব। তস্করেরা কহিল তবে থাক্ এবং ভোজনাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ কর। ইহা কহিয়া দরিদ্রবেশধারি রাজাকে কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন দিল। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য চৌরকর্ত্তৃক দীয়মান অন্ন বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া বেতাল দ্বারা অপহরণ করাইয়া কহিলেন আমি আজি তোমাদিগের অনুগ্রহেতে চরিতার্থ হইলাম। অনন্তর ঐ চোরগণের মধ্যে সরীসৃপ নামে এক চোর কহিতেছে হে সখা আমি সকল শাকুনিকশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাতে শৃগালেরা যাহা কহে তাহা বুঝিতে পারি। অন্য তস্করেরা জিজ্ঞাসা করিল তুমি বুঝিতে পার। সেই সময় এক শৃগালের শব্দ শুনিয়া সরীসৃপ উত্তর করিল হে মিত্রসকল শুন ঐ জম্বুক কহিতেছে যে তোমাদিগের মধ্যে চারি চোর এক রাজা আছেন। অপর চোরেরা কহিল আমরা চারিজন চিরকালের পরিচিত পঞ্চম লোক এই দুঃখী ইহাকে দিবসে দেখিয়াছি এবং এই লোক সম্প্রতি আমাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিল তাহাও দেখিলাম অতএব কি প্রকারে এই ব্যক্তিকে রাজা শঙ্কা হইতে পারে। সরীসৃপ পুনশ্চ কহিতেছে শৃগালের ভাষা মিথ্যা হয় না। পশ্চাৎ সহচর তস্করেরা কহিল যে ভয়জনক বাক্যের বাধা প্রত্যক্ষ হইল তাহাতে কি শঙ্কা। তাহার পর সকলে উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া ঐ পাঁচ জন পুরপতি নামক এক ধনবানের গৃহে সিঁদ দিয়া প্রবেশ করিল এবং অনুসন্ধান করিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া নগরবহির্দ্দেশে আনিয়া গর্ত্তে পুতিয়া রাখিল। পরে ঐ চারি তস্কর এক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কোন মদিরাশালায় প্রবেশ করিল। রাজা তাহা দেখিয়া নিজালয়ে আগমন করিলেন। পরে সভামধ্যে আসিয়া সভাগত লোক সকলকে বিদায় করিয়া এবং সিংহাসনে বসিয়া কোটালকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন ওরে পরের ভদ্রাভদ্রদর্শক তুই নগররক্ষক হইয়া রাত্রিব্যাপার কি কিছু জানিতে পারিস না। এক্ষণে যাইয়া পিণ্ডিল্ নামক শুড়ির ঘরে মদ্যপান করিতেছে যে চোরসকল তাহাদিগকে শিকলেতে বদ্ধ করিয়া আন্। কোটাল রাজাকে প্রণামপুর্ব্বক সেখানে গিয়া চোরদিগকে শিকলে বাঁধিয়া রাজার নিকটে আনিল। নরপতি চোরগণকে দেখিয়া কহিলেন হে আমার সখা তস্করগণ তোমরা আমাকে চিনিতে পার। সরীসৃপ কহিল মহারাজ আমি সেই কালে তোমাকে চিনিয়াছিলাম কিন্তু এই সকল মিত্রেরা অতি দুষ্ট ইহারা শৃগালের ভাষা অতথ্যরূপে নিশ্চয় করিল আমি কি করিব মিত্রবাক্যে নির্ব্বোধ হইলাম। পণ্ডিতেরা সেইরূপ কহিয়াছেন যে নীতিজ্ঞ লোক একাকী অভিলষিত কার্য্য করিয়া সুখী হয় কিন্তু অনেকের পরামর্শ অপেক্ষা করিলে তাহার বুদ্ধি স্বস্থানচ্যুত হয়। আর যথার্থবেত্তা অথচ শূর এমত লোক কার্য্যোদ্যত হইয়া যদি অনেক লোকের বাক্য শুনে হে মহারাজ তবে সেই অনেক লোকের বুদ্ধিরূপ কর্দ্দমে সে পতিত হইয়া নষ্ট হয়। পরে রাজা কহিতেছেন হে চোরসকল পরোপদেশ জনিত জ্ঞানরূপ যে স্বকীয় প্রমাদ তাহাই গণনা করিতেছে তোমাদের যে স্বজ্ঞানদোষজ ভ্রম ইহা বিবেচনা করে না। চোরেরা কহিতেছে মহারাজ আমারদের বুদ্ধিভ্রম কি। নৃপতি কহিতেছেন তোমাদিগের বুদ্ধিভ্রমই নিশ্চয় যেহেতুক তোমরা বীরবৃত্তিতে সমর্থ হইয়া চৌর্য্যব্যবসায় আশ্রয় করিয়াছ। অন্য লোকসকল যে শৌর্য্যহেতুক পৃথিবীমণ্ডলেতে প্রধান হইতেছেন এবং ধনোপার্জ্জন করিয়া আনন্দ করিতেছেন ও পণ্ডিতসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া পুণ্যক্রিয়া এবং পবিত্রযশোলাভ করিতেছে সেই যে সুখ্যাতিসম্পাদক মহত্তর শৌর্য্য তাহাতে তোমরা চৌরপথাবলম্বন

করিয়াছ। হা তোমাদের এই দুর্ম্মতিত্যাগ হওয়া অতি কঠিন। তখন চোর সকল কহিতেছে হে রাজাধিরাজ দুর্ম্মতিই চৌর্য্যের কারণ হইয়াছে। তাহা শুনিয়া ভূপতি কহিলেন যদি তোমরা দুর্ম্মতি স্বীকার করিতেছ তবে কেন ত্যাগ না কর। পরে চোরগণ কহিল হে নরপতি আমাদিগের দারিদ্র চৌর্য্যপরিত্যাগে প্রতিবন্ধক হইয়াছে যেহেতুক দরিদ্রতা লোককে পাপকর্ম্মে নিযুক্ত করে এবং নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করায় ও চৌর্য্যাভ্যাস করায় আর শঠতা শিক্ষা করায় এবং নীচ লোকের উপাসনা করায় ও কৃপণ লোকের নিকটে যাচ্ঞা করায় দেখুন যে দারিদ্র দশা কোন্ কোন্ অবস্থা না করে। তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে তস্করসকল যে কালে আমার সহিত তোমাদের সখ্য হইয়াছে সেই সময় তোমাদিগের দরিদ্রতাও গিয়াছে যেহেতুক তুল্যাবস্থাতে তুল্য ব্যক্তিতেই সখিভাব সম্ভব হয়। দেখ আমি এক ক্ষণ তোমাদিগের সখ্যাশ্রয় করিয়া চুরি করিয়াছি তোমরা আমার সহিত মিত্রতা করিয়া কি রাজ্যপ্রাপ্ত হইবা না অর্থাৎ অবশ্য রাজ্য পাইবা তন্নিমিত্তে আমার সাক্ষাৎকারে দুষ্টক্রিয়াপরিত্যাগ স্বীকার কর। তখন চোরসকল কহিল কেন ত্যাগ না করিব। তাহা শুনিয়া ভূপতি বলিলেন, সম্প্রতি তোমরা শিকলে বদ্ধ আছ অতএব আমার কথা স্বীকার করিবা। কোন্ দুষ্টলোক পরাস্ত হইয়া জিহ্বাগ্রে সম্ভূত বাক্যেতে দুর্ম্মতিত্যাগ এবং সুকর্ম্ম গুণগ্রহণ স্বীকার না করে। ভাল যদি পুনর্ব্বার করহ তবে এই দশা প্রাপ্ত হইবা। ইহা কহিয়া পুরবাসির ধন পুরপতিকে দিয়া চোরসকলকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। এবং তাহাদের মধ্যে সরীসৃপ নামক চোরকে শাল্মলীপুরের রাজা করিয়া ইতর চোরদিগকে স্বর্ণদানেতে অদরিদ্র করিয়া তাহাদের আপন আপন স্থানে পাঠাইলেন। তাহার কিঞ্চিৎ কালের পর রাজা বিক্রমাদিত্য এই চিন্তা করিলেন যে সরীসৃপ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইদানী কি ব্যবহার করিতেছে তাহা নিরূপণ করা উপযুক্ত যেহেতুক দুর্ব্বল লোকের গুরুভারবহন ও মন্দাগ্নি পুরুষের গুরুদ্রব্য ভোজন এবং দুর্ব্বুদ্ধি লোকের রাজ্যলাভ ও গৌরবপ্রাপ্তি এই সকল পরিণামে কোথায় সুখজনক হয় অর্থাৎ শেষে সুখাবহ হয় না। অনন্তর নরপতি সুচেতন চারকে চোরের ব্যবহার নিরূপণ করিতে পাঠাইলেন। চার সেখানে গিয়া চোরের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া রাজসন্নিধানে পুনরাগমন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুচেতন সংবাদ কহ। সুচেতন চার উত্তর করিল হে রাজাধিরাজ আমি আপনকার প্রিয় অথবা অপ্রিয় হই ইহা বিবেচনা করিব না কিন্তু তথ্য সংবাদ কহিব। চোরের বিষয়ে মিথ্যা কথন অত্যনুচিত সে যে প্রকার তাহা কহিতেছি। যেমত মনুষ্য কাণচক্ষুতে কোন দ্রব্য দেখিতে পায় না সেই প্রকার নরপতি অসত্যবক্তা চারদ্বারা কোন সমাচার জানিতে পারেন না। সেই কারণ আমি যে প্রকার দেখিয়াছি সেইরূপ কহিব মহারাজ শ্রবণ করুন। আপনি পরদ্রোহে নিপুণ এমত দুরাত্মাকে রাজ্যদান করিয়া অনেক লোকের বিপদ ঘটাইয়াছেন। সেই চোর পূর্ব্বে দুর্ব্বৃত্ত ছিল সম্প্রতি মহারাজ তাহাকে সমর্থ করিয়াছেন অতএব দুর্ব্বৃত্ত লোক সমর্থ হইলে কি না করে অর্থাৎ সকল কুকর্ম্মই করে হে ভূপাল আপনি করুণার্দ্রচিত্ত এবং মহাশয় এই কারণ তাহার দুরবস্থাই খণ্ডন করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রকৃতি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। রাজ্যরূপ বৃক্ষের যশ এবং পুণ্য ও সুখ এই তিনপ্রকার ফল। যে রাজা সেই ফল প্রাপ্ত না হইল তাহার রাজ্যেতে কি প্রয়োজন। সেই দুরাত্মা চোর সাধুলোকের দ্রব্য হরণ করিতেছে এবং মানীব্যক্তির মান হানি করিতেছে ও আপন সুখেচ্ছার, নিমিত্তে তাহার অকর্ত্তব্য কিছু নাহি। সে পরস্ত্রীগমন করিতেছে এবং আপন পরমায়ু চিরস্থায়ি করিয়া জানিতেছে আর কামার্থই বর্দ্ধন করিতে

কিন্তু যমের অস্ত্র দর্শন করিতেছে না এবং সে পাপকর্ম্মে অবসন্ন নহে ও কুকর্ম্মেতে লজ্জিত নহে আর পরদ্রব্যহরণ করিয়াও তৃপ্ত হয় না যে হেতুক পাপাত্মার ঘৃণা নাই অর্থাৎ কুক্রিয়াতে কখন নিবৃত্তি নাই আর সেই চোর এই প্রকার কহিতেছে যে আমি চৌর্য্যের প্রসাদে রাজ্য প্রাপ্ত হইলাম অতএব সেই যে আত্মহিতকারিণী চৌর্য্যবৃত্তি তাহাকে আমি কি অপরাধে ত্যাগ করিব। অতএব মহারাজ দুর্ব্বৃত্ত লোক রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেও কুবৃত্তি ত্যাগ করে না তাহার দৃষ্টান্ত সেই চোর। হস্তিযুথসহিত ও শত শত রমণীসহিত দুরাত্মার যে রাজ্য সে তাহার ভদ্রাভদ্রবিবেচনাশূন্য হওয়াতে কেবল পাপজনক হইয়াছে। আর চোর ভূমি শাসনকর্ত্তা হইলে শিবস্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করে এবং বিপ্রবর্গকে অপূজ্য করে এবং মুনিসকলকে অমান্য এবং স্বয়ংকৃত যে কর্ম্ম তাহা লোপ করে। দুশ্চরিত্র লোকের অঙ্গীকারের স্থৈর্য্য কোথায় অর্থাৎ কোন কার্য্যে কখন অঙ্গীকারের স্থিরতা থাকে না। রাজা চারপ্রমুখাৎ এই সকল সংবাদ শুনিয়া কহিলেন হে সুচেতন তোমার বাক্যেতে সেই দুরাত্মার সকল ব্যাপার অবগত হইয়া সন্দেহরহিত হইলাম এবং আপনার অকীর্ত্তি মান্য করিলাম। চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র সকল লোক কেবল তোমার অযশ পাঠ করিতেছে কিন্তু সেই অযশ মহারাজের লজ্জারূপ পরন্তু চোররাজের যশস্বরূপ যেহেতুক তাহার সহিত মহারাজের মিত্রতা প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে এই যশ প্রকাশ হইল। নীচলোকের সম্বর্দ্ধনা করিতে বাসনা করিলে প্রধান লোকও নীচপ্রায় হন যেমন চন্দ্র মৃগকে ক্রোড়ে করিয়া কলঙ্কী হইয়াছেন। রাজা উত্তর করিলেন হে সুচেতন তবে সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য। চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে ভূপাল প্রধান লোকদিগের অযশ নিবারণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য অতএব যাহাতে অযশ নিবারণ হইতে পারে তাহাই শীঘ্র করুন তবে সেই অকীর্ত্তি লোকমুখে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া স্বয়ং নিবৃত্তা হইবে। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য অন্য বেশ ধারণ করিয়া চোরের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া এবং চারকথিত বাক্য প্রত্যক্ষ করিয়া সেই চোরকে পদচ্যুত করণের পর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত করিয়া নষ্ট করিলেন। সেই সময় কোন পণ্ডিত এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। অসাধুদ্বেষি ভূপাল কর্ত্তৃক সাধুদ্বেষি চোর নষ্ট হইল এখন পুরী স্বচ্ছন্দ হউক এবং পণ্ডিতবর্গ গৌরবপ্রাপ্ত হউন ও বণিকেরা নিরুপদ্রব পথেতে স্বচ্ছন্দে গমন করুন এবং গৃহে গৃহে লোকসকল নির্ভয়েতে নিদ্রিত হউন আর ধর্ম্মোৎসুক পুরুষেরা জাগরণ করুন।

ইতি চৌরকথা সমাপ্তা॥

অথ ভীরুকথা।

শৌর্য্যহীন পুরুষকে কাতর কহা যায়। সে যদি আত্মপ্রাণবিষয়ে কাতর হয় তবে তাহাকে ভীরু বলা যায়। আর ধনব্যয়ে কাতর যে পুরুষ সে কৃপণরূপে খ্যাত হয়। এই দুই কথার মধ্যে প্রথম ভীরুকথা কহা যাইতেছে। ভীরু ব্যক্তির বিপদ না হওনের স্থানে আপদাশঙ্কা এবং স্বকীয় বলে অজ্ঞান আর যে ভয়ঙ্কর নহে তাহাতে ভয়ঙ্করবুদ্ধি সর্ব্বদা হয়। তাহার উদাহরণ এই।

গঙ্গার দক্ষিণ কূলে পারিভদ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার উপার্জ্জিত রাজ্যে মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত প্রভু হইয়া রাজ্য করেন। পশ্চাৎ নিকটবর্ত্তী রাজা সকল রাজা পারিভদ্রের ভীরুতা জানিয়া তাহার অধিকারের সীমাস্থান আক্রমণ করিল। অনন্তর যে যে স্থান বিপক্ষাক্রান্ত হইল রাজা পারিভদ্র সেই সকল স্থান ত্যাগ করিলেন। প্রবীণেরা কহিয়াছেন যে রাজা শান্তপ্রকৃতি হন এবং শৌর্য্য প্রকাশ করিতে অক্ষম হন ও বিনা যুদ্ধেতে সন্ধি করেন তিনি শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হন। যে হেতুক

রিপু ও খল ও ব্যাধি ইহারা স্বভাবত অপকারী কিন্তু ইহাদের প্রতিকার না করিলে সর্ব্বথা প্রবল হয়। মন্ত্রিসকল রাজার ভীরুতা ও শত্রুর পরাক্রম দেখিয়া রাজাকে কহিলেন হে রাজন্ তোমার সহিষ্ণুতাতে তোমার রাজ্য শত্রুরা অধিকার করিল অবশিষ্ট রাজ্যরক্ষার্থ শক্তি প্রকাশ কর। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি শক্তিপ্রকাশ কর্ত্তব্য। মন্ত্রিরা উত্তর করিলেন যুদ্ধেতে প্রভুশক্তিপ্রকাশ কর্ত্তব্য। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন সন্ধিই কর্ত্তব্য যদি সন্ধি না হয় পশ্চাৎ যুদ্ধ কর্ত্তব্য। সচিবেরা কহিলেন যদি যুদ্ধ পশ্চাৎ কর্ত্তব্য হয় তবে সম্প্রতি কেন না করেন। অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে কালযাপন করা নিরর্থক। তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন যুদ্ধ করিলে করী ও তুরগ এবং পদাতি সকল নষ্ট হইবে। অমাত্যেরা কহিলেন যদি যুদ্ধ না করিবেন তবে সেনাতেই কি প্রয়োজন যুদ্ধপ্রয়োজক সৈন্যদিগের পতন যুদ্ধেতেই হয়। ভূপতি কহিলেন সংগ্রামে কেবল সৈন্যের বিনাশ হয় এমত নহে স্ববিনাশ শঙ্কাও হয়। উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধারম্ভ করিলে যদি প্রথম বাণ আসিয়া আমার হৃদয়ে লাগে তবে তোমাদিগের স্বামিবাৎসল্যেতে আমার কি হইবে। নীতিশাস্ত্রে সেই প্রকার কথিত আছে যে বুদ্ধিমান্ লোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও সময়লঙ্ঘন করিবেন যিনি সময়লঙ্ঘন করিলেন তিনি কোন্ বিপদ লঙ্ঘন না করিলেন। মন্ত্রিসকল কহিলেন অপ্রতিকার্য্য যে বিপদ তাহাতে কালযাপন করা উপযুক্ত বটে যে কার্য্য সাধ্য হয় তাহা করিতে নীতিজ্ঞ লোক একক্ষণও বিলম্ব করেন না। মহারাজ সম্প্রতি তুমি সমর্থ বট ইহাতে যদি বৈরিবর্গকে পরাভব না করিবা তবে রিপুগণ প্রশ্রয় পাইয়া তোমাকে পরাজয় করিবে। রাজা কহিলেন তবে কোন সমরপ্রিয় পুরুষকে যুদ্ধেতে আমার প্রতিনিধি কর। সচিবেরা কহিলেন অজবল যে শত্রু তাহাকে নষ্ট করিতে প্রতিনিধি কর্ত্তব্য তুল্যবল যে এই শত্রু ইহার যুদ্ধেতে স্বয়ংপ্রবৃত্ত হও। আরও কহি প্রধান লোকেরা পরসৌন্দর্য্যদ্বারা আত্মোৎকর্ষ ইচ্ছা করেন না এবং পরশক্তিকরণক রাজ্য করিতে বাসনা করেন না ও পরবুদ্ধিতে শাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করেন না। রাজা কহিলেন হে মন্ত্রিগণ তোমরা কি কহিতেছ যুদ্ধেতে আমার মন উৎসাহযুক্ত হয় না তবে যদি তোমরা আমাকে নিতান্ত নষ্ট করিতে বাঞ্ছা কর তবে আমাকে সংগ্রামে পাঠাও। সচিবেরা রাজার এই সকল দুর্ব্বাক্য শুনিয়া সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে পিতা বর্ত্তমান থাকিতে এই বালককে বিচক্ষণ এবং ক্ষমতাপন্ন ইহা দেখিয়াছি পিতৃবিয়োগে এখন ইহাকে অত্যন্ত ভীত দেখিতেছি অতএব কি প্রকারে ইহার রাজ্য থাকিবে যেহেতুক এই কুমার যাবৎ পরায়ত্ত ছিলেন তাবৎ ইহাকে অত্যন্ত যোদ্ধার ন্যায় দেখা গিয়াছে কিন্তু প্রায় মনুষ্য সকল কর্ত্তৃত্ব পাইয়া স্বভাব প্রকাশ করে এই বালক যখন পিতার নিকটে ছিলেন তখন কার্য্যকুশল ছিলেন এখন মস্তকে ভার পড়িয়া ইহার ভীরুতাই স্পষ্ট হইতেছে। পুরুষের ভীরুতা অত্যন্ত দোষ যেহেতুক ভীত পুরুষ যদি গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হয় এবং যদি সপ্তসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কোটি কোটি সেনাতে বেষ্টিত হইয়া থাকে তথাপি তাহার ভয় দূর হয় না এই রাজার ভীরুতাতে ক্রমে ক্রমে রাজ্য নষ্ট হইবে অতএব আমারদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা উপযুক্ত। এই অযোগ্য রাজা স্বীয় দোষেতে কেবল আপনি নষ্ট হইবে এমত নহে কিন্তু রাজার দোষেতে সকল প্রজা নষ্ট হইবে। আমরা নিজ পরিবার ও ধনের সহিত এখানে আছি সম্প্রতি যদি নরপতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাই তবে আমাদিগের পাপ ও লজ্জা হইবে যদি ত্যাগ না করি তবে সকল নষ্ট হইবে অতএব অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। সেই সময় কোন মন্ত্রী কহিলেন আমাদের

স্বস্বহনির্ণয়যোগ্য জ্ঞান আছে এবং রাজা সন্ধিই কি করেন তাহাও দেখা যাইবে বুঝি রাজা সন্ধিই করিবেন সম্প্রতি কিঞ্চিৎ কাল যাউক পশ্চাৎ বিবেচনা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে আমাদের মধ্যে একক্ষণ কিম্বা এক প্রহর ব্যবধান থাকে অর্থাৎ এক ক্ষণ কিম্বা এক প্রহরের পর হইবে যে আপদ তাহাকে কেহ ভয় করিবেন না কেননা ঈশ্বর এক ক্ষণের পর কি বিধান করিবেন তাহা কেহ পূর্ব্বে জানিতে পারেন না। অমাত্যগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে আপন আপন স্থানে গেলেন। অনন্তর শত্রুরা সেই পারিভদ্র রাজাকে জয় করিয়া ঐ নগরের মধ্যে রাখিল। রাজা পারিভদ্র শত্রুসৈন্যের ভেরীর শব্দ শুনিয়া মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি বৈদ্যক শাস্ত্রের মত শুনিয়াছি যে ভেরীর শব্দ বড় অমঙ্গলজনক হয় ইহা তথ্য বটে। মন্ত্রীরা কহিলেন হে রাজন্ ভেরীর শব্দ কখনও অমঙ্গলজনক নহে কিন্তু তোমার অন্তঃকরণস্থ ভয় সকল অমঙ্গলজনক হইয়াছে। পশ্চাৎ ঐ রাজা শত্রুপক্ষের ভেরীর শব্দ শুনিবা মাত্র দূরে পলায়ন করেন। ইহাতে সেই ভীত পারিভদ্র রাজার মহত্ত্ব লুক্কায়িত হইল এবং পৌরুষ দূরে গেল আর অবশিষ্ট পিতৃসঞ্চিত যে রাজ্য তাহাও শত্রুগ্রস্ত হইল। নীতিজ্ঞ লোকেরা কহিয়াছেন কোন লোক ভীরু পুরুষকে আশ্রয় করিবে না এবং ভীরু পুরুষের লক্ষ্মী বর্দ্ধমানা হন না ও খল লোক ভীরু ব্যক্তিকে পরাজয় করে এবং রমণীগণ ভীরু পুরুষকে উপহাস করে। অতএব বিধাতা সর্ব্বত্র শত শত সন্দেহে ব্যাকুল ও সর্ব্বদা শঙ্কাসমুদ্রে মগ্ন এমত ভীরু ব্যক্তির পুরুষত্ব দূর করিয়া কেন স্ত্রীত্ব বিধান করেন নাহি।

ইতি ভীরুকথা সমাপ্তা।

অথ কৃপণকথা।

কৃপণ লোক ধন দান করিতে পারে না এবং ভোগ করিতে পারে না এই কারণ সকল লোকের অস্মরণীয় হইয়া কোন লোকের প্রিয় হয় না অর্থাৎ সকলেরি যে অপ্রিয় হয় সেই কৃপণের বিবরণ কহা যাইতেছে।

মথুরা নগরীতে গূঢ়ধননামা এক বণিক্ অত্যন্ত কৃপণ ছিল। সে পিপ্পলীর বাণিজ্য করিয়া অতিশয় ধনবান্ হইল। এক সময় আসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিয়া এই চিন্তা করিল যদি এই দুর্ভিক্ষেতে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারগণ আমার সকল অর্থ ভোজন করে তবে সেই ধন-শোকেতে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে সে অতি মন্দ যেহেতুক ধনবান পুরুষ যদি একাকী থাকে তবে সেই সম্পত্তিই তাহার পরমমিত্র হয় তদ্ভিন্ন যে সকল তাহারা অনাত্মীয় হয় যেহে-তুক সংসারের মধ্যে যত কুটুম্ব আছে সকলি ধনমূলক অতএব নির্দ্ধন হওয়া অনুচিত। সম্প্রতি অন্যের অদৃশ্য স্থানে সকল ধন রাখি পশ্চাৎ অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তিচেষ্টা করিব। এই বিবেচনা করিয়া তাহা করিল। পণ্ডিতেরা সেই মত কহিয়াছেন যে কৃপণ লোক ক্লেশ ও পাপাচরণপূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া এবং অপত্যাদিস্নেহ অজ্ঞান করিয়া তদর্থে ধনব্যয় করে না এবং আপনিও কিছু ভোগ করিতে পারে না। অনন্তর এক সময় দুর্ভিক্ষ আগত হইলে সেই কৃপণ পরিবারদিগকে অন্নাভাবে ম্রিয়মাণ দেখিয়া কাহাকেও কিছু দিল না। তাহার পরিজনেরা কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া কিছু ধন যাচ্ঞা করিলে সেই কৃপণ এক কবিতা পাঠ করিল তাহার অর্থ এই। হে পরিবারসকল শুন। কৃপণ লোকের ধনই প্রাণ যদি তোমরা সেই ধন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ তবে অপ্রাপ্ত-ধনশোক যে আমার প্রাণ তাহা কেন গ্রহণ না কর অর্থাৎ আমার ধনগ্রহণ করাতেই প্রাণগ্রহণ সিদ্ধ হইবে কিন্তু

কেবল প্রাণ গ্রহণ করিলে সে প্রাণ ধনশোক পাইবে না অতএব ধনগ্রহণ হইতে আমার প্রাণগ্রহণ করা ভাল। এইরূপ কেবল বাক্যব্যয়েতে তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকলে পঞ্চত্ব পাইল। আপনিও অনশনেতে প্রাণ মাত্রাবশিষ্ট হইয়া বিবেচনা করিল যে আমি যদি পুত্রকলত্রাদিকে স্বোপার্জ্জিত ধন দিলাম না তবে নিজজীবনরক্ষার্থে কেন ধন ভোজন করিব এবং স্বজনহীন হইয়া জীবনের বা কি প্রয়োজন। এই বিবেচনাতে আত্মপ্রাণরক্ষার্থেও ধনব্যয় করিল না কেবল উপবাসেতে দিন যাপন করিয়া অতি দুর্ব্বল হইল। সেই সময় তন্নগরবাসী দয়ালু পুরুষেরা ঐ বণিক্‌কে অতিক্ষীণ দেখিয়া কহিলেন যে ধনসত্ত্বে তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে এমত অনুভব হইতেছে তথাপি সে অর্থ ব্যয় করিতে পার না এমত ধন দ্বারা তুমি কি কার্য্য করিবা। অতএব তোমার মরণই উচিত যেহেতু কৃপণ লোক ধন উপার্জ্জন করিতে দুঃখ পায় এবং ধনক্ষতি হইলে শোক পায় এবং সেই অর্থের বিতরণজন্য ও ভোগজন্য যে সুখ তাহা প্রাপ্ত হয় না আর যে ব্যক্তি ধন উৎসাহপূর্ব্বক দান করিতে পারে না এবং ইচ্ছাক্রমে ভোগ করিতে পারে না সে সঞ্চয়কর্ত্তার সেই ধন নষ্ট হইলে দুঃখের নিমিত্তে অথবা খেদের নিমিত্তে হয়। ইহা শুনিয়া সেই গূঢ়ধন কহিল হে নগরবাসী পুরুষেরা আমাকে কি কহিতেছ আমি অল্পব্যয়েতেও বহুব্যয় স্বীকার করি না অর্থাৎ প্রাণব্যয় করিতে পারি কিন্তু ধনব্যয় করিতে পারি না। অনন্তর প্রতিবাসিপুরুষেরা কহিলেন তবে তুমি পঞ্চত্ব পাইলে রাজা কিম্বা চোর তোমার ধন গ্রহণ করিবেন। বণিক্ কহিল অন্যান্য বুদ্ধিহীন জনের ধন অন্য লোক গ্রহণ করিতে পারে আমি আপন ধন গলায় বাঁধিয়া মরিব। ইহা কহিয়া ধনের পুটলী লইয়া মরণার্থে গঙ্গাতীরে গেল। সেখানে এক নাবিককে সম্বোধন করিয়া কহিল ওভাই কৈবর্ত্ত আমি আপনার কঠিনপ্রাণ ত্যাগের বাসনা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারি না সম্প্রতি পরিজনের শোকেতে বড় ব্যাকুল হইয়াছি আমাকে জলে মগ্ন করিয়া নষ্ট কর আমি তোমাকে এক সুবর্ণমুদ্রা দিব। ধীবর কহিল তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দেখাও। তদনন্তর বণিক কৈবর্ত্তকে স্বর্ণমুদ্রা দেখাইয়া এবং স্বয়ং পুনঃপুনঃ দেখিয়া কহিল হে ভাই নাবিক আমি এই সকল স্বর্ণমুদ্রা বারম্বার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অতিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি ইহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যায় না তুমি পুণ্যার্থে আমাকে নষ্ট কর। নাবিক সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া বলিল ভাল পুণ্যার্থেই তোমাকে নষ্ট করিব। ইহা কহিয়া ঐ গূঢ়ধন বণিক্‌কে জলে অত্যন্ত মগ্ন করিয়া মারিল এবং সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চরিতার্থ হইল। পণ্ডিতেরা কহেন সকলের উপকারবহির্ম্মুখ এবং সকল ভোগেতে রহিত এমত যে কৃপণহস্তগত ধন এবং সেই বিষয়ে যে বিবেচনা সে কেবল ধন স্বামীর হৃদয়ে খেদ জন্মায় এবং অমঙ্গলদায়ক হয় ও সকল যশ নষ্ট করে আর গ্লানি জন্মায়।

ইতি কৃপণকথা সমাপ্তা।

অথ অলস কথা।

সকল কার্য্যের উদ্যোগের যে হেতু সেই উৎসাহ তাহাকে জীবের ধর্ম্মবিশেষ কহা যায়। সেই উৎসাহহীন যে মনুষ্য সে অলস হয়। তাহার উদাহরণ এই।

মিথিলা নগরীতে বীরেশ্বর নামে এক রাজমন্ত্রী থাকেন। তিনি দানশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু। সকল দুর্গত এবং অনাথ লোক দিগকে প্রতি দিন তাহাদের ইচ্ছামত আহারদান করেন কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে অলস লোকদিগের অন্ন এবং বস্ত্র দান করেন যেহেতুক অলস লোক জঠরাগ্নিতে ব্যাকুল হইয়াও আলস্যপ্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করিতে পারে না অতএব অলস লোক সকল দুর্গতের মধ্যে প্রধানরূপে গণিত হইয়াছে। অথবা আলস্য পরম সুখস্থান

তন্মাত্রিতরূপে খ্যাত যেহেতুক আলস্যমাত্রাবলম্বি পুরুষের অকুক্ষণ কোন বিষয়াকাঙ্ক্ষা করে না এবং সে স্বয়ং কোন অভিলষিত কার্য্যে শ্রমযুক্ত হয় না কেবল জঠরাগ্নি তাহার নিদ্রাজন্য সুখ নষ্ট করে আমি এই বিবেচনা করি। পরে অনেক লোভী লোক অলসদের অভীষ্টলাভ শুনিয়া সেখানে গিয়া অলসদিগের সহিত থাকিল যেহেতুক স্বজাতীয়ের সহবাস সকলের সুখকর হয় এবং স্বজাতীয়ের সুখ দেখিয়া কোন্ জীব সেখানে না যায়। পরে ধূর্ত্তেরা অলসদের সুখ দেখিয়া কৃত্রিম আলস্য প্রকাশ করিয়া সেখানে ভোজনদ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিল। পশ্চাৎ নিয়োগিপুরুষেরা অলসশালাতে অনেকদ্রব্যব্যয় জানিয়া এই পরামর্শ করিল যে স্বামী অলসদিগকে অক্ষম জানিয়া খাদ্যদ্রব্য দেন কিন্তু অলস ভিন্ন অন্যান্য লোকও কপট করিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতেছে সে আমাদের বুদ্ধিভ্রমপ্রযুক্ত হয় অতএব কেবল আমাদিগের দোষেতেই প্রভুর ধন নষ্ট হইতেছে ইহাতে আমরা প্রত্যবায়ী হইব। অতএব সকল অলসদের পরীক্ষা করি। এই পরামর্শ করিয়া অলসেরা যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল সেই গৃহে অগ্নি দিয়া নিকটে থাকিল। তখন ঐ গৃহে শয়িত ধূর্ত্তসকল গৃহেতে অতিশয় প্রজ্বলিতাগ্নি দেখিয়া ভয়েতে দূরে পলায়ন করিল। অন্যালস পুরুষেরাও পলায়ন করিল। প্রকৃত অলস চারিজন সেখানে শয়ন করিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল। এবং তাহাদের মধ্যে এক জন বস্ত্রেতে আপনার মুখ ঢাকিয়া বলিতেছে ওহে ভাই কি নিমিত্তে এই কোলাহল হইতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল আমি এই অনুভব করি যে এই গৃহে অগ্নি লাগিয়া থাকিবে। তখন তৃতীয় অলস কহিতেছে এখানে এমত ধার্ম্মিক লোক কেহ নাই যে আর্দ্র বস্ত্র কিম্বা শয্যা করণক আমাদের শরীর আবৃত করে। চতুর্থ অলস ইহা শুনিয়া কহিল ও বাচালসকল তোমরা কত কথা কহিতে পার কি মৌনী হইয়া থাকিতেই পার না। পশ্চাৎ নিয়োগিপুরুষেরা সেই চারি অলস লোকের পরস্পরালাপ শুনিয়া এবং তাহাদিগের উপরে অগ্নিপতনের ভয়েতে সেই চারি অলস লোকদের কেশাকর্ষণ করিয়া শীঘ্র গৃহের বাহিরে আনিলেন। অনন্তর নিয়োগিপুরুষেরা এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই যেমন স্ত্রীলোকের স্বামী গতি এবং বালকদিগের জননী গতি সেইরূপ অলস লোকদিগের দয়ালু পুরুষই গতি তদ্ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই। পরে সেই নিয়োগি পুরুষেরা অলসদিগকে পূর্ব্ব হইতে অনেক সামগ্রী দান করিতে লাগিলেন।

ইতি অলসকথা সমাপ্তা।

চোর প্রভৃতি অলসপর্য্যন্ত পুরুষদের কথারূপ প্রত্যুদাহরণ কথা সমাপ্তা।

যে কারণের সত্তাতে যে কার্য্যের সত্তা হয় অর্থাৎ যে কারণ থাকিলে যে কার্য্য সম্ভব হয় তাহার নাম অন্বয়। এইস্থলে শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই গুণত্রয়রূপ কারণ থাকিলে মনুষ্যের বীরত্ব হয় অতএব অন্বয়েতে বীরদিগের উদাহরণ কহিয়াছি। এবং যে কারণের অভাবে যে কার্য্যাভাব হয় তাহার নাম ব্যতিরেক। এই স্থলে ঐ শৌর্য্যাদি গুণত্রয়ের একৈক গুণ না থাকিলে মনুষ্য বীর না হইয়া চৌরাদি হয় অতএব ব্যতিরেকে চৌরাদি পুরুষেরও প্রত্যুদাহরণ কহিলাম। সমুদায়েতে কথার অন্বয়ব্যতিরেকরূপ যে দুই দ্বার তদ্দ্বারা উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণসকল কহিলাম। সকল প্রকরণেতে বিরাজমান এবং নারায়ণসদৃশ শিবভক্তিপরায়ণ শ্রীশিবসিংহ মহারাজের আজ্ঞাক্রমে শ্রীবিদ্যাপতি কবি কর্তৃক বিরচিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে বীরপরিচায়ক প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তদনন্তর হড়কোল রাজা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিবর বীরদিগের কথা শ্রবণ করিলাম সম্প্রতি সুবুদ্ধি লোকদের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি বলিলেন মহারাজ শুনহ যিনি অজ্ঞাত পরামর্শ জানিতে পারেন এবং অদৃষ্ট পথ দর্শন করিতে পারেন তিনি সুবুদ্ধি পুরুষ তাঁহার কথা শুনিলে মূর্খ লোক পণ্ডিত হয় বিশেষ যাঁহার বুদ্ধি অতি সূক্ষ্মা ও যাঁহার মেধা প্রতিভার সহিত বর্ত্তমান হয় আর যিনি কুবুদ্ধি ও অবুদ্ধি হইতে ভিন্ন তাঁহাকেই সুবুদ্ধি কহা যায় তিনি নানাপ্রকার হন। তাহাদের মধ্যে প্রথম সপ্রতিভ কথা কহা যাইতেছে।

অথ সপ্রতিভ কথা।

উপস্থিত ব্যাপারে যাঁহার বুদ্ধি বিতর্ক সংযুক্তা হইয়া স্ফূর্ত্তিমতী হয় তাঁহাকে সপ্রতিভ কহা যায়। অথবা বুদ্ধির নর্ত্তন নূতন যে উন্মেষ তাহার নাম প্রতিভা সেই প্রতিভাযুক্ত যে পুরুষ তাহার নাম সপ্রতিভ তাহার ইতিহাস।

পূর্ব্বকালে পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক সময়ে সুলোচনা নামে নিজ প্রেয়সীর সহিত মৃগয়ার কৌতুক দেখিতে রথারোহণ করিয়া ও চতুরঙ্গিনী সেনাতে বেষ্টিত হইয়া নগরের বাহিরে গেলেন। পশ্চাৎ এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলে সৈন্যেরা মৃগের অনুসন্ধান করিতে নানা দিকে গেল। রাজা রাণীর সহিত এক রথে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করত সদ্যোজাত এবং বস্ত্রখণ্ডোপরি শায়িত এক সুন্দর শিশুকে দেখিয়া রাণীকে কহিলেন প্রিয়ে আশ্চর্য্য দেখ সিংহ ও ব্যাঘ্রেতে ব্যাপ্ত এই বন ইহার মধ্যে কিপ্রকারে মনুষ্যশিশুর সঞ্চার হইল। রাজপত্নী কহিলেন এই বালক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিপ্রিয় ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় করুণার্দ্র হইতেছে হে নাথ যদি তোমার আজ্ঞা হয় তবে এই বালককে লইয়া গৃহে গিয়া পুত্রস্নেহেতে প্রতিপালন করি। রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন আঃ পাপীয়সি তুমি ঘৃণারহিতা এবং অতি সাহসিকা কি নিমিত্তে অজ্ঞাতজননীজনক এবং চণ্ডালশঙ্কাস্পদ এই যে বালক ইহাকে তুমি অকারণ কোলে করিবা। রাজমহিষী কহিলেন হে রাজন্ পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হয় না দশা নিন্দনীয়া হয়। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হয় না দুর্দ্দশা নিন্দনীয়া হয় বরং পুত্রের গুণেতে জননী রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা হন এবং কাহার ললাটে বিধাতার কি প্রকার লিখন আছে তাহাও জানিতে পারা যায় না আর প্রশংসিত কুলব্যতিরেকে সামান্যবংশজাত বালকের এ প্রকার সৌন্দর্য্য হয় না অতএব করুণাপ্রযুক্ত ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনন্তর রাজা মহিষীকে পুনঃপুনঃ বারণ করিলেন তথাপি রাণী বালকগ্রহণোদ্যতা হইয়া ভূপাল কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইলেন। ভূপালেরা স্বভাবত আজ্ঞাভঙ্গাসহিষ্ণু হন এবং রাজপত্নীরাও সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা হন এইপ্রযুক্ত পরস্পর কলহ করিয়া রাজা রাণীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন এবং রাণীকে রথ হইতে অবরোহণ করাইয়া দিলেন। পরে রাজা সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে কেহ এই যে নীচানুরাগিণী দুর্ভাগা স্ত্রী ইহার সহিত গমন করিবে আমি শত্রুর ন্যায় তাহার মস্তক ছেদন করিব। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন জ্ঞাননাশক যে কোপ সে পুরুষের কোন্ দুরবস্থা না করে অন্নব্যাঘাত এবং গৃহত্যাগ ও বলহানি আর সুহৃদ্ভেদ এই সকল অমঙ্গল করে। পশ্চাৎ রাজা সকল সেনার সহিত নিজ নগরে গেলেন। রাজপত্নী সেই নির্জ্জনবনমধ্যে অতিশয় ভীতা হইয়া এই চিন্তা করিলেন যে নিষ্ঠুর পুরুষের পত্নীর

পরিণামে এইরূপ দশাই হয়। অথবা এ চিন্তা বৃথা আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি সম্প্রতি তদনুসারে কার্য্য করি এই বিবেচনা করিয়া শয়নীয় বস্ত্রের সহিত বালককে ক্রোড়ে লইয়া এবং দন্ধারণ্যের জম্বেতে আপনার বস্ত্র মলিন করিয়া ও শরীর হইতে সমুদায় ভূষণ খুলিয়া লইয়া এক দিকে গমন করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া হঠাৎ ব্রহ্মপুর নামে এক গ্রাম পাইলেন। সেখানে দয়াবতী এক ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন হে ভাগ্যবতি আমি দরিদ্রের স্ত্রী সপত্নীর নিমিত্তে দুঃখিতা হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণী কহিলেন তুমি দরিদ্রের বধূ নহ কোন রাজপত্নী বট যেহেতুক তোমার কর্ণদ্বয় কুণ্ডল ত্যাগ করিয়াছে এবং বাহুদ্বয় রত্নাভরণ পরিত্যাগ করিয়াছে ও হারত্যাগের চিহ্নযুক্ত স্তনদ্বয় আর পাদযুগল নূপুরহীন। সম্প্রতি ভূষণ ত্যাগ করিয়াছে যে তোমার সর্ব্বাঙ্গ সে সৌন্দর্য্য দ্বারা এই নিবেদন করিতেছে যে তুমি অবশ্য কোন রাজপত্নী বট কিন্তু এখন আমার নিকটে তোমার অবস্থিতি করণে কোন বাধা নাই। পরে ঐ স্ত্রী ব্রাহ্মণীর আশ্রয়ে থাকিয়া বালকের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং বিধানপূর্ব্বক ঐ বালকের বিশাখ এই নাম রাখিলেন। বিশাখ রাজ্ঞী কর্ত্তৃক পালিত হইয়া কৌমারদশা প্রাপ্ত হইলেন। পরে এক দিন রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার পিতার নাম কি? রাণী উত্তর করিলেন আমি তাহা জানি না। বিশাখ শুনিয়া কহিলেন তুমি আমার জননী যদি আপনি আমার পিতার নাম না জান তবে আমি অমূলক বিশাখ আর আমি অজ্ঞাতপিতৃক। তবে কি নিমিত্তে প্রাণ ধারণ যেহেতু পুত্র জন্মিলে পিতা আহ্লাদিত হন আমি জন্মিয়াছি ইহাতে কে আহ্লাদিত হইতেছেন এবং জীবিত পুত্র পিতার তর্পণ করে আমি জীবদ্দশায় থাকিয়া কাহার তর্পণ করিব? অতএব আমার জীবন অসার্থক। এইরূপ বিলাপ করত অতি কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী সেই মনস্বী বালককে মরণোদ্যত দেখিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল কহিলেন যে হে পুত্র এইসমুদায় বৃত্তান্ত শুন এবং তোমার প্রতি স্নেহ করা যে এই অপরাধ তাহাতে আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। বিশাখ সকল সংবাদ শুনিয়া কহিল আপনি এই প্রকার দুর্দ্দশা স্বীকার করিয়াছেন তথাপি আমাকে ত্যাগ করেন নাই ইহাতে বুঝি যে আমিই তোমার দুর্দ্দশার কারণ এবং আমার প্রতি তোমার মহতী প্রত্যাশা আছে তন্নিমিত্তে পরিত্যাগযোগ্য যে প্রাণ তাহা ত্যাগ করিব না কেবল তোমার আশা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্তেই বাঁচিব। কহ তুমি কোথায় আমাকে পাইয়াছ যেহেতুক দেশ এবং কালের অনুসারেও পূর্ব্বাপর জ্ঞানেতে জ্ঞাতব্যকার্য্যবিষয়ে পুরুষের বিবেচনা হইতে পারে তাহাতে কোন্ পুরুষ হইতে আমার জন্ম তাহা সেখানে গিয়া নিরূপণ করিব। পশ্চাৎ ঐ কুমার রাণীর সহিত গিয়া সকলারণ্য ভ্রমণ করিয়া এক সরোবরতীরস্থ সুখাসীন তপঃশীল নামা ঋষিকে দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহাশয় আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি কি হেতু আসিয়াছ। পরে বিশাখ মুনিকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষি কহিলেন যদি তোমার সেই সময়ের শয়নীয় বস্ত্র পাওয়া যায় তবে তোমার পিতাকে ও মাতাকে জানিতে পারি। পরে কুমার রাণীর নিকট হইতে সেই বস্ত্রখণ্ড আনিয়া মুনিকে দেখাইলেন। মুনিও নিজ গৃহ হইতে সেই বস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ড আনিয়া দেখাইলেন এবং উভয় খণ্ড নিরূপণ করিয়া এক বস্ত্রের দুই খণ্ড ইহা নিশ্চয় করিয়া মুনি কিছু লজ্জিত হইয়া কহিলেন হে কুমার বৃত্তান্ত শুন। আমি তপস্যারম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া মনে করিলেন যে বুঝি মুনি আমার ইন্দ্রত্ব লইবেন। ইহা ভাবিয়া তপোভঙ্গের নিমিত্তে তিলোত্তমা বিদ্যাধরীকে আমার

নিকটে পাঠাইলেন। তিলোত্তমার শৃঙ্গার-চেষ্টাতে গর্ব্বিত কন্দর্প আমার মন স্ববশ করিল। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন কমলের ন্যায় চক্ষু এমত রমণীর কজ্জলমলিন কটাক্ষেতে কবলিতচিত্ত যে লোক সে সদুপদেশ গ্রহণ করে না ও ভয় গণনা করে না ও প্রতিষ্ঠাভিলাষী হয় না। অতএব সেই স্ত্রীতে আমার ঔরসে তুমি জন্মিলা। তিলোত্তমা আমার তপস্যা ভঙ্গেতে কৃতার্থ হইয়া নিজ পরিধানবস্ত্র দুই ভাগ করিয়া স্মরণার্থে আমাকে অর্দ্ধবস্ত্র দিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে শয্যা করিয়া তোমাকে শয়ন করাইয়া আপনি বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া স্বর্গে গেল। তখন বিশাখ জানিলেন যে দেবকন্যার গর্ভে এবং মুনির ঔরসে আমি জন্মিয়াছি। ইহাতে পরম হৃষ্ট হইয়া মুনির বর প্রাপ্ত হইয়া সুলোচনার সহিত পৃথুরাজের নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন লোকের গৃহে সুলোচনাকে গোপনে রাখিয়া আপনি সেবকরূপে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পৃথুরাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সপ্রতিভ ও সর্ব্বধারাতে চতুর সেই কুমার ক্রমেতে রাজার দ্বারপাল হইলেন। পরে দ্বারীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রতাপে ও উপকারদ্বারা এবং দানেতে অধিকারস্থ সকল লোককে এবং যোদ্ধাগণকে আপন বশীভূত করিয়া সুলোচনাকে কহিলেন হে জননি তোমার কি ইচ্ছা তাহা কহিলে সেইরূপ করি। সুলোচনা দেবী কহিলেন হে পুত্র যদি পার তবে পৃথুরাজকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আমার নিকটে আনিয়া দেও। বিশাখ কহিলেন এই কর্ম্ম আমার অনায়াসসাধ্য পরে বিশাখ নিজানুরক্ত শৃঙ্খলহস্ত তিন চারি জনকে সঙ্গে লইয়া আপনি খড়্গহস্ত হইয়া রাজার সকল কর্ম্মাবসর দেখিয়া সভাসদ এক এক পুরুষকে কহিলেন হে সভাসদেরা আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে তোমরা আমার সহিত এক কার্য্যোদ্যোগী হও কিন্তু তোমাদের মধ্যে এক পুরুষ আমার অনাত্মীয় আছে সে যদি হস্তপাদাদি চালন করে তবে এই খড়্গেতে তাহাকে শীঘ্র নষ্ট করিব। সম্প্রতি আমি রাজাকে বাঁধিতেছি। ইহা কহিয়া শৃঙ্খলহস্ত পুরুষদ্বারা রাজাকে বাঁধিয়া সিংহাসন হইতে নামাইলেন। অনেক সভাসদ দেখিলেন যে অন্যান্য লোক এই কার্য্যে একপরামর্শ হইয়া কৃতসন্ধান হইয়াছে; ইহাতেই তাঁহারা রাজার রক্ষার্থে কেহ অস্ত্রধারণ করিলেন না। পরে বিশাখ সহচর পুরুষদের আয়োজনেতে রাজা হইয়া কিঞ্চিৎ পরে বদ্ধ পৃথুরাজকে সুলোচনার নিকটে লইয়া গেলেন। সুলোচনা রাজাকে দেখিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমাকে চিনিতে পার। পরে নৃপতি কহিলেন হে মহিষি আমি তোমাকে জানিলাম তুমি আমার পত্নী; সুলোচনা পুনর্ব্বার কহিলেন এই বিশাখকে চিন। রাজা কহিলেন আমি ইহাকে জানি না, রাজ্ঞী কহিলেন যাহাকে দেখিয়া আমি কহিয়াছিলাম যে দশা নিন্দনীয়া হয় পুরুষ কখন নিন্দনীয় হয় না সেই শিশু এমত ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে যে তৎকর্ত্তৃক তুমি বদ্ধ হইয়াছ। এই কথাতে রাজা লজ্জিত হইয়া রাণীকে অনেক স্তব করিলেন এবং রাণীর অনুগ্রহেতে পুনর্ব্বার সেই রাজ্যের রাজা হইলেন। অনন্তর বিশাখ ও রাণী রাজার অন্তঃপুরে গেলেন। বিশাখ রাজাকে পিতৃভক্তি প্রকাশ করিয়া যুবরাজ হইলেন। পণ্ডিতেরা কহিতেছেন যে বিশাখ সৈন্যব্যতিরেকে এবং ধনব্যতিরেকেও স্নেহকারক বান্ধবেতে কেবল বুদ্ধিদ্বারা পৃথুরাজকে জয় করিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। এবং রাজমহিষীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া রাজা ও রাণীর পূর্ব্ব বাক্য স্মরণ করাইলেন। অনন্তর সেই বিশাখ পৃথিবী মধ্যে অতি খ্যাত্যাপন্ন হইয়া আত্মপ্রতিভাহেতুক রাজমন্ত্রী হইলেন। সেই বিশাখের পুরুষকারের বিবরণ নীতিসর্ব্বস্ব পুস্তকে এবং মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থে লিখিত আছে। সেই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি চলিতেছে এবং তাহার ইতিহাস অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেছে।

ইতি সপ্রতিভকথা সমাপ্তা।

অথ মেধাবী কথা।

যিনি একবার উক্ত যে বিষয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন এবং শ্রুত বৃত্তান্ত কখন বিস্মৃত হন না তাঁহার বুদ্ধি যদি এই প্রকার ধারণাবতী হয় তবে সেই পুরুষকে মেধাবী কহা যায়। তাহার উদাহরণ এই।

গৌড়দেশে শ্রীহর্ষনামা এক পণ্ডিত। তিনি অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময় নলচরিত্র নামে এক কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং গুণালঙ্কার যুক্ত এই প্রকার যে কাব্য যে কবিদিগের যশের নিমিত্ত হয় তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে উপহাসের নিমিত্ত হয়। অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তাদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবেক যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে কবির কি ফল। পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিতসমাজের উদ্দেশে বারাণসী গেলেন। সেখানে গিয়া কক্কোকনামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। কক্কোক পণ্ডিত সংসারসুখে বিরক্ত সর্ব্বদা তপস্যাতে থাকেন মধ্যাহ্নকালে স্নানার্থ যখন মণিকর্ণিকাতে গমন করেন সেই সময় পথিমধ্যে গমন করত ঐ কাব্য শ্রবণ করেন। শ্রীহর্ষ প্রতিদিন সেই পণ্ডিতের সহিত যাইয়া স্বকৃত কাব্য শ্রবণ করান কিন্তু কোন উত্তর পান না এই নিমিত্ত এক দিন পণ্ডিতকে কহিলেন হে পুরুষশ্রেষ্ঠ আমি এই কাব্যেতে অনেক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে পণ্ডিত জ্ঞানে তোমার উদ্দেশে এবং স্বদেশীয় বাৎসল্যেতে অনেক দূর হইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি এবং কাব্যের সদসদ্বিবেচনা হওনের প্রত্যাশাতে পথে যাতায়াত করিয়া তোমাকে শুনাইতেছি আপনি কাব্য শুনিয়া কিছু নিন্দা করেন না প্রশংসাও করেন না ইহাতে এই অনুভব করি আপনি কাব্যের মধ্যে কর্ণার্পণ করেন না। কক্কোক পণ্ডিত উত্তর করিলেন আমি কি প্রকারে কর্ণার্পণ করিলাম না সম্পূর্ণ কাব্য শ্রবণ করিয়া শব্দের এবং অর্থের সদসদ্বিবেচনা করিয়াও সন্দর্ভশুদ্ধি জানিয়া বিশেষ কহিব এই ইচ্ছাতে কিছু কহি নাই। এই কাব্য আমি শুনিয়াছি এবং মনেতে ধারণ করিয়াছি যদি তুমি প্রত্যয় না কর, তবে শ্রবণ কর। ইহা কহিয়া কাব্যের শ্রুত যে শ্লোকসকল সেই সমুদায় পাঠ করিলেন। শ্রীহর্ষ তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং আনন্দিত হইয়া কক্কোক পণ্ডিতের পাদদ্বয়ে প্রণাম করিয়া কহিলেন হে কক্কোক! মহাশয় আমি তোমার মেধার মহত্ত্বে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। কক্কোক পণ্ডিত সেই কাব্যের গুণের প্রশংসা করিয়া এবং দোষের সমাধান করিয়া এবং বিশেষ বিশেষ অর্থ কহিয়া শ্রীহর্ষকে গৃহে পাঠাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে গুণজ্ঞ লোকেরা দ্রব্যের দোষ গ্রহণ না করিয়া যে যে গুণ তাহাই গ্রহণ করেন যেমত ভ্রমর কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের পুষ্পেতে মধুপান করিতে না পারিয়াও গন্ধগ্রহণ করে।

ইতি মেধাবিকথা সমাপ্তা।

অথ সুবুদ্ধি কথা।

যে পুরুষের মেধা এবং প্রতিভা ও বুদ্ধি এই সকল গুরুতরা হয় এবং যিনি সন্দেহ ভঞ্জনক্ষম হন তিনিই সুবুদ্ধিরূপে খ্যাত হন। তাহার উদাহরণ।

মিথিলা নগরীতে কর্ণাটকুলসম্ভব হরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাতে সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা এবং দণ্ডনীতিশাস্ত্রে কুশল এক মন্ত্রী ছিলেন। দেবগিরির রাজা রামদেব ঐ মন্ত্রীর নানাপ্রকার সুবুদ্ধিতা শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া চিন্তা করিলেন যে কি হেতু ভূমিনিবাসী গণেশ্বরের বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি শুনিতে পাই ভাল সকল নিরূপণ করিতেছি। ইহা ভাবিয়া রামদেব নরপতি হরসিংহ রাজার সহিত মিত্রতা করিলেন যেহেতু

যাহাদের ক্রিয়ার স্থিরতা থাকে এবং যাঁহারা শূর ও মহাত্মা হন তাঁহাদিগের যে পরস্পর প্রীতি সে কল্পলতার ন্যায় আচরণ করে। অপর কোষ এবং সৈন্য নষ্ট হইলে আর ভৃত্য-বিকার প্রাপ্ত হইলেও যদি সদ্বংশজাত লোকের সহিত মিত্রতা থাকে তবে সেই মিত্রতা কল্পবৃক্ষের মত ব্যবহার করে অর্থাৎ মিত্রের অভিলষিত ফলপ্রদ হয়। অনন্তর উভয়পক্ষের উপঢৌকনদ্বারা সৌহৃদ্য হইলে রাজা রামদেব হরসিংহ রাজার নিকটে লিখনদ্বারা এই প্রার্থনা করিলেন যে সন্দেহনিরাসার্থ এক বুদ্ধিমান্ এবং এক মূর্খ এই দুই লোককে আমার নিকটে পাঠাইবেন। হরসিংহ রাজা সেই লিখন দেখিয়া পাঠ করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন যেহেতুক মিত্রের বাক্য অলঙ্ঘ্য। সম্প্রতি কোন্ বুদ্ধিমান্‌কে এবং কোন্ মূর্খকে পাঠাইব। এতদ্রূপচিন্তাব্যাকুল রাজাকে দেখিয়া গণেশ্বর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রাজন্ তোমার কি চিন্তা। রাজা উত্তর করিলেন মিত্রের আজ্ঞা নির্ব্বাহ করণের অসঙ্গতি দেখিয়া লজ্জা হইতেছে। কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষকে কোন্ মূর্খকেই বা পাঠান যাইবেক ইহা চিন্তা করিতেছি। মন্ত্রী কহিলেন হে মহারাজ কোন পুরুষকে পাঠাইতে হইবে না। রাজা কহিলেন আঃ মিত্রের প্রার্থনা কি ভঙ্গ হইবেক। মন্ত্রিরাজ কহিলেন হে ভূপাল তোমার মিত্রের প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে যেহেতুক রামদেব রাজার দেবগিরি রাজ্যেতে কি দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক পণ্ডিত আছেন অনেক মূর্খ আছে। সেইহেতুক এখান হইতে পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ লোককে পাঠাইলে তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। আমি এই বিতর্ক করি যে রামদেব রাজা পণ্ডিত এবং অতিশয় কৌতুকী ঐ প্রকার দুই পুরুষ যাচ্ঞাছলে তোমার মন্ত্রী যে আমি আমার এই পরীক্ষা করিবেন যে আমি পণ্ডিতকে আর মূর্খকে জানিতে পারি কিনা। অতএব হে নরেন্দ্র আপনি এই উত্তর লিখিবেন যে বুদ্ধিমান লোক এ রাজ্যে নাই এবং তোমার অধিকারের মধ্যেও দেখি না বারাণসীতে এবং অন্যান্য পুণ্যতীর্থে বুদ্ধিমানের অনুসন্ধান করিবেন। উত্তম বুদ্ধির ফল এই যে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় অতএব ইন্দ্রজাল-সদৃশ যে সংসারিক ব্যাপার তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান্ লোক কি নিমিত্তে অবস্থিতি করিবেন তিনি কোন নির্জ্জন স্থানে আর গিরিগহ্বরে যোগাবলম্বন করিয়া থাকিবেন তদ্ভিন্ন যে মূর্খ লোক সে সর্ব্বত্র সুলভ সেই অবস্তুর প্রেরণে কি ফল অতএব তাহার পরিচায়ক চিহ্ন লিখিতেছি। ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সকল মনুষ্যের হস্তপদাদি সমান হয় ইহাতে যে ব্যক্তি সকল লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত হয় সেই মূর্খ। অপর মানব জন্ম-প্রাপ্ত হইয়া যে লোক পুণ্য সঞ্চয় না করে এবং যশ উপার্জ্জন না করে তাহাকেই মূর্খ কহা যায়। রাজা হরসিংহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন তাহাই কর। গণেশ্বর মন্ত্রী ঐ পরামর্শপূর্ব্বক রামদেব রাজাকে সেইরূপ উত্তর লিখিলেন। রাজা রামদেব সেই পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভাসদসমাজের মধ্যে হরসিংহ রাজাকে এবং গণেশ্বর মন্ত্রীকে এইরূপ অনেক প্রশংসা করিলেন সাধু রাজা সাধু যে রাজার রাজনীতিরূপা যে নদী তাহার কর্ণধারস্বরূপ এবং ধর্ম্মজ্ঞ এই গণেশ্বর মন্ত্রী আছেন। সেই কালে রাজা রামদেব এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। যেমত পণ্ডিতেরা গণেশ্বর-গুণসমূহ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং লোকেরা সমুদ্রের সমুদয় জল কলস দ্বারা উঠাইতে প্রবৃত্ত হন। অর্থাৎ শেষ করিতে পারেন না সেইমত কোন ব্যক্তি ঐ গণেশ্বর মন্ত্রীর গুণগ্রামের সংখ্যাকথনে বর্ত্তমান হইয়া সকল কহিতে পারেন না এবং যাঁহার পারলৌকিক কর্ম্মে ও দৈহিক কর্ম্মে অতিশয় নিপুণতা আছে এবং চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশ এবম্ভূত যে সেই গণেশ্বর মন্ত্রী তিনি জয়যুক্ত হউন।

ইতি সুবুদ্ধিকথা সমাপ্তা।

অথ অভ্যুদাহরণ কথা।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যুদাহরণের ন্যায় অভ্যুদাহরণের অর্থ। সুবুদ্ধিব্যতিরিক্ত যে কুবুদ্ধি তাহাদিগের কথা আমি সংক্ষেপে প্রস্তাব করিব। সেই দুই পুরুষের মধ্যে প্রথমে কুবুদ্ধির কথা বিবরণ করিতেছি। যে লোকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়াও কুপথগামিনী হয় সেই কুবুদ্ধিরূপে খ্যাত হয় এবং সে পাপ ও অযশের স্থান হয় তাহার সংসর্গ ত্যাগই তাহার পরিচয়ের ফল। সেই কুবুদ্ধি দুইপ্রকার বঞ্চক আর পিশুন এই দুই পাপী লোক প্রায় নীচকুলে জন্মে।

অথ বঞ্চক কথা।

সেই বঞ্চক যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে। যে লোক কুক্রিয়াতে নিপুণ এবং যাহার বাক্য অতি মৃদু আর কার্য্য অতি কুৎসিত সেই পরচিত্তাপহারক লোক বঞ্চকরূপে খ্যাত হয়, তাহার উদাহরণ এই।

গোদাবরীনদীতীরে বিশালা নামে এক নগরী। তাহাতে সমুদ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার পুত্র চন্দ্রসেননামা। তিনি অত্যন্ত সরলহৃদয়। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বণিক্ রাজপুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা করিল। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেমত মৃগসকল ব্যাঘ্রের ভক্ষণীয় হয় এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয় এবং অন্য পক্ষিগণ সাঁচানপক্ষীর ভক্ষ্য হয় সেইপ্রকার সাধুলোক কুলোকের ভক্ষণীয় হন অতএব বঞ্চক বণিক্ বিবেচনা করিল যে এই রাজকুমার অতি সুপ্রকৃতি ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে সেই কারণ ইহার উপাসনা করি। বণিক্ সেই রাজপুত্রের সেবা করিতে লাগিল। তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম সরলা পরিণামে বিরলা হয়। বণিক্ সেই প্রকৃতি দ্বারা সেবা করত নানোপাসনাতে রাজকুমারকে বশীভূত করিল। অনন্তর সেই বঞ্চক চিন্তা করিল যদি কোন উপায়েতে এই রাজকুমারকে দেশান্তরে লইয়া যাইতে পারি তবে ইহার ভাণ্ডারের যে যে উৎকৃষ্ট বস্তু তাহা গ্রহণ করিতে পারিব। পশ্চাৎ বঞ্চক নানা বিশ্বস্ত বাক্যকরণক কৌতুক প্রস্তাবে অন্য দেশের নানা মনোহর কথা কহিতে লাগিল এবং সেই কথা শ্রবণেতে সন্তুষ্ট রাজকুমারকে কহিল যে হে কুমার তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছ কিন্তু নিত্যসুলভা অথচ উপভুক্তা যে স্ত্রী তাহাতে এবং অন্যান্য যে ভোগ্য বস্তু তদ্দ্বারা তোমার কি সুখ হইতে পারে দেশান্তরেই সুখানুভব হইতে পারে। সেখানে প্রতিদিন অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হয় এবং অভুক্ত দ্রব্যের ভোগ ভোজন ও অননুভূত বস্তুর অনুভব হয় সেই স্থানের বৃত্তান্ত সকল কহিতেছি তুমি শুন। প্রফুল্লসরসীরুহসংযুক্ত সরোবরসকল ও ষট্পদসহিত যে কুসুম তাহাতে শোভিত লতা সকল ও তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত বন এবং সুবর্ণ ও রত্নেতে বিচিত্রিতনিতম্ব দেশ এমত পর্ব্বতসমূহ আর অত্যুচ্চ অট্টালিকাদিসহিত নগর এবং নানাপ্রকার কেলিকুশলা রমণী আর ভয়ঙ্করমূর্ত্তি এমত যোদ্ধাগণ এই সমুদায় দ্রব্য কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক নানা দেশ ভ্রমণ না করিয়া দেখিতে পান। চন্দ্রসেন ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে সখে কিরূপে দেশান্তর দর্শন করিব তন্নিমিত্তে আমার মহোদ্বেগ হইতেছে। বণিক্ কহিল ভারেতে অল্প এবং বহুমূল্য এমত ধনেতে বিদেশ দর্শন হইতে পারে যদি তোমার মনঃস্থির হয় তবে তুমি রাজপুত্র বট এবং তোমার অনেক ধন আছে অন্তঃকরণ নিতান্ত স্থির কর তবে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। রাজপুত্র কহিলেন হে মিত্র আমি মন স্থির করিয়াছি। সেই সময় বঞ্চক বণিক্ বলিতেছে যদি এই পরামর্শ অন্য লোকের কর্ণপথগামী না হয় এবং কেহ বিতর্ক করিতে না পারে তবে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। যুবরাজ কহিলেন কেহ বিতর্ক করিতে পারিবে না। তদনন্তর ঐ বঞ্চক দেশান্তরদর্শনোৎসুক এবং

নানা প্রকার অর্থসহিত রাজকুমারকে লইয়া ছলেতে অন্য দেশে চলিল। তাহার সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া ফিরিয়া আইল। পরে রাজকুমার আর বঞ্চক এই দুই জন উত্তম অশ্বারোহণ করিয়া কোন দিগে গেলেন। পশ্চাৎ রাজকুমার দূরগমনপরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া কোন বন মধ্যে জলসমীপস্থ এক বৃহদ্বৃক্ষ দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া সেই বৃক্ষের ছায়ার মধ্যে বসিলেন। রাজকুমার স্বভাবতঃ সুখাভিলাষী অতএব জলপান করিয়া ছায়ার মধ্যে তৃণশয্যাতে নিদ্রা গেলেন। বঞ্চক যুবরাজকে নিদ্রিত দেখিয়া মনে করিল যে আমার কার্য্য সাধনের সময় এই। পরে ঐ দুরাত্মা বণিক্ রাজপুত্রের পাদসেবা করত তাঁহাকে অতিশয় নিদ্রিত বুঝিয়া লতাতে বন্ধন করিল। পশ্চাৎ লতাবদ্ধ সেই রাজকুমারের হৃদয়ারোহণ করিয়া শস্ত্রেতে দুই চক্ষু বিদ্ধ করিল তখন রাজকুমার হে মিত্র আমাকে রক্ষা কর এই বাক্য কহিতে লাগিলেন। বঞ্চক সেই সময় সকল ধন এবং তুরগদ্বয় লইয়া কৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করিল। রাজকুমার সেই অরণ্যমধ্যে আর্ত্তনাদ করত রোদন করিতে লাগিলেন এবং নেত্র বেদনাতে কাতর হইয়া হস্তপাদাদি নিঃক্ষেপ করাণতে বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। অনন্তর ক্লেশকাতর যুবরাজ বলহীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে পড়িলেন। সেই বৃক্ষোপরি এক বৃদ্ধ শুক বসতি করে। তাহার দুই পুত্র মহাশুক। তাহারা সঞ্চরণাসমর্থ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতিদিন আহার আনিয়া দেয়। এক সময় ঐ দুই শুক বৃদ্ধ তাতকে কহিল হে পিতা আজি আমরা নর্ম্মদা নদীতীরে এক অদ্ভুত কষ্টস্থান দেখিয়াছি। বৃদ্ধ শুক জিজ্ঞাসা করিল সেই অদ্ভুত কি প্রকার দেখিয়াছ তাহা কহ। পরে মহাশুকদ্বয় কহিতে লাগিল নর্ম্মদা নদীতীরে যুথিকাপুর নামে এক নগর তাহাতে নীলরথ নামে এক ভূপতি। তাঁহার পুত্র চিত্ররথনামা তিনি অন্ধ। বৈদ্যেরা তাঁহার চিকিৎসা করিতেছে তথাপি তাঁহার অন্ধতা দূর হইল না। তন্নিমিত্তে তাঁহার রাজ্য রাত্রিকালে দীপরহিত গৃহের ন্যায় হইয়াছে সেই অতিশয় কষ্ট স্থান অদ্য দেখিয়াছি। বৃদ্ধশুক কহিল হে পুত্রদ্বয় নষ্টচক্ষু প্রতিকারের নিমিত্তে এক ঔষধ আছে কিন্তু তাহা বৈদ্যেরা জানেন না। দুই শুক জিজ্ঞাসা করিল যে ভৈষজ্য কিরূপ। বৃদ্ধ উত্তর করিতেছে এই বৃক্ষের শুষ্ক অথবা আর্দ্র পুষ্পেতে অঞ্জন করিয়া যদি নেত্রেতে দেয় তবে নষ্টনেত্র যে লোক সে সুলোচন হয়। বৃক্ষতলস্থ রাজপুত্র চিন্তা করিলেন অহো বিধাতা অনুকূল হইলেন বিহঙ্গের কথাপ্রসঙ্গের পর চক্ষুর ঔষধের প্রস্তাবক্রমে ঐ ঔষধোপদেশ হইল। সে ঔষধও সম্প্রতি সুলভ বটে ভাবিয়া তখন যুবরাজ সেই বৃক্ষের পুষ্পেতে অঞ্জন করিলে প্রথমাঞ্জনেতে নেত্রের বেদনা দূর হইল দ্বিতীয়াঞ্জনেতে তারা হইল তৃতীয়াঞ্জনেতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি হইল। তদনন্তর কুমার হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিবেচনা কহিলেন যদি এই স্থলেই দুষ্টমিত্রকৃত বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম তবে সম্প্রতি কিকর্ত্তব্য। এই দুরবস্থাতে যদি পুনর্ব্বার গৃহে যাই তবে অন্য লোকের উপহাসস্থান হইব এবং আপনার অযোগ্যতা প্রকাশ হইবে সে মরণ হইতেও অত্যন্ত মন্দ সেইহেতুক এখান হইতে নিজালয়ে গমন করিব না অনুভূত এই ঔষধ লইয়া যূথিকাপুরে যাই এবং সেই চিত্ররথনামা রাজপুত্রের নেত্ররোগের উপশম করি তাহা হইলে রাজা নীলরথ আমার বাঞ্ছাসিদ্ধি করিবেন। যুবরাজ এই পরামর্শ করিয়া পথান্বেষণ করিয়া কিছু কালেতে যূথিকাপুরে গেলেন। অনন্তর নীলরথ নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিত্ররথ নামে রাজকুমারের নেত্ররোগ শান্ত করিলেন। রাজা নীলরথ পরম হৃষ্ট হইয়া ঐ যুবরাজকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমাগত রাজপুত্রের কথা ও গুণেতে ও দীলদ্বারা আর কুল জানিয়া চিত্ররথের কনিষ্ঠা ভগিনী চিত্রসেনাকে সেই

রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্ভাগৈক ভাগ রাজ্য দিলেন তদবধি চন্দ্রসেন চন্দ্রবদনা চিত্রসেনা যে নিজপত্নী তাহার সহিতো রাজ্যসুখানুভব করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে চন্দ্রসেন শ্বশুরমন্দিরে গমন করিতেছেন এই সময় পথিমধ্যে আগমন করিতেছে যে সেই বঞ্চক বণিক তাহাকে হঠাৎ দেখিলেন এবং দর্শনক্ষণেই ঘোটক হইতে অবরোহণ করিবামাত্র ঐ বঞ্চক দেখিল যে সেই রাজপুত্র এখানে আছেন ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। চন্দ্রসেন পদাতি দ্বারা বঞ্চককে আনাইয়া আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মিত্র তোমার মঙ্গল। তাহা শুনিয়া বণিক্ কিছু উত্তর করিল না। রাজপুত্র মিত্রলাভেতে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজমন্দিরে গিয়া নির্জ্জনস্থানে বসিলেন। পরে রাজকুমার পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন হে সখা তুমি এত ধন লাভ করিয়া কেন এমত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছ। বঞ্চক কহিতেছে ভো রাজকুমার আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বণিক তোমার ধন লইয়া বাণিজ্যার্থে বৃহন্নৌকারোহণ করিয়া সাগরপারে গিয়াছিলাম। সেখানে ক্রীত বস্তু বিক্রয় করিয়া মূলধন হইতে একশত গুণ লাভ পাইয়া তথা হইতে আসিতে সমুদ্রের তটের নিকটে আমার বৃহত্তরণী মগ্না হইল। তাহাতেই আমার সকল ধন নষ্ট হইল এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। সে যে হউক আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে অনেক অপরাধ করিয়াছি তন্নিমিত্তে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে মিত্র কিছু ভয় করিবা না তুমি আমার বন্ধু অতএব যাবজ্জীবন প্রতিপাল্য হইবা এবং আমি সম্প্রতি তোমারে অনেক ধন দিব তাহাতেই তুমি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিবা। অনন্তর বণিক অতিশয় ভীত হইয়া উত্তর করিল হে রাজনন্দন আমার মন স্বীয়াপরাধে নিতান্ত দুষ্ট হইয়াছে এই কারণ তোমার কথা প্রত্যয় করে না আর তোমাতে আমার কিছু মিত্রানুরক্তি ছিল না অতএব তুমি কি কারণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবা। চন্দ্রসেন বঞ্চকের কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমার কার্য্য আমার বশীভূত বটে কিন্তু আমি তোমার কার্য্যের প্রভু হইতে পারি না তাহা বিস্তারিত কহিতেছি। তুমি তোমার কার্য্যের কর্ত্তা এবং তোমার পথও অনুগত আছে যেমত স্বেচ্ছা তাহাই করিবা কিন্তু আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া কোন কোন্ কার্য্য না করিয়াছি দেখ স্বজনসহিত রাজ্য এবং বিপুলৈশ্বর্য্য এই সমুদায় ত্যাগ করিয়াছি অতএব আত্মকার্য্যে আমার অধিকার আছে কিন্তু পরব্যাপারে কিছু প্রভুত্ব নাই। বঞ্চক এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল এবং সেই লজ্জাতে বণিকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। রাজপুত্র বণিকের মরণজন্য দুঃখেতে কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। চিত্রসেনা স্বামীকে দেখিয়া নিবেদন করিলেন যে হে নাথ এই ব্যক্তি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছিল আর কি প্রকারে মরিল এবং আপনিই বা কি নিমিত্তে করুণাপথারূঢ় হইয়া রোদন করিতেছেন। পশ্চাৎ চন্দ্রসেন উত্তর করিলেন যে এই লোক পূর্ব্বে আমার সহিত অতি বৈশিষ্ট্যাচরণ করিয়াছেন যেহেতুক আমার সর্ব্বস্বাপহারক যে এই লোক আমি ইহার আয়ত্ত ছিলাম তথাপি আমাকে প্রাণের সহিত নষ্ট করে নাই। চিত্রসেনা বৃত্তান্ত শুনিয়া নিবেদন করিলেন যে হে স্বামিন্ এই মনুষ্য যে তোমাকে নষ্ট করে নাই সে ইহার ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক হয় নাই। পরে চন্দ্রসেন কহিলেন হে প্রিয়ে এই লোক কুকর্ম্মাচারী বটে তথাপি আমি ইহাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি যেহেতুক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লজ্জাতে সম্প্রতি মোহিত হইল। নীতিবেত্তারা এইরূপ কহিয়াছেন যে লোক কুপথগামী হইয়াও কদাচিৎ লজ্জিত

হয় সে লোকও শ্রেষ্ঠ কিন্তু অনভিজ্ঞাত লোকের মনেতে কখনও লজ্জা হয় না। এইরূপ কথোপকথনের পর রাজকুমার বণিকের স্বজাতীয় লোক দ্বারা দাহ ও শ্রাদ্ধ করাইলেন তথাপি বণিক্ স্বকর্ম্মের ফল যে লৌকিক অকীর্ত্তিলাভ এবং মরণোত্তর নরকভোগ তাহা করিলেক।

ইতি বঞ্চককথা সমাপ্তা।

অথ পিশুনকথা।

যে লোক আত্মোপকারকের দ্বেষ করে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে সাপরাধ জ্ঞান করে ও আপনি সাপরাধ হইয়াও লজ্জিত হয় না সেই পুরুষ পিশুনরূপে খ্যাত এবং সে জগতের অপ্রিয় হয়। তাহার উদাহরণ।

কুসুমপুর নামে এক নগর। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক অভিষিক্ত চন্দ্রগুপ্তনামা এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার শাসিত রাজ্যেতে কোন ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করেন। কিছু দিনে ব্রাহ্মণীর এক পুত্র জন্মিল। পরে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণী শিশু পোষণাসামর্থ্যপ্রযুক্ত সেই পুত্রকে ত্যাগ করিল তাহাতেই শিশু অনাথ হইল। সেই সময় ব্রাহ্মণের প্রতিবাসী সোমদত্ত নামে এক বণিক্ ঐ শিশুকে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এবং সেই স্থান হইতে বালককে আনিয়া নিজধনব্যয়েতে প্রতি-পালন করিল এবং ব্রাহ্মণদ্বারা সংস্কার করাইয়া কায়স্থ দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করাইল। এক সময়ে কোন দৈবজ্ঞ কায়স্থগৃহে সেই বালককে দেখিয়া এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জাত এবং বণিকের অন্নেতে বর্দ্ধিত আর কায়স্থ হইতে লব্ধবিদ্য যে এই বালক এ অবশ্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইবে। তদ্দিনাবধি সকল লোক ঐ বালককে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বণিক্ সেই দ্বিজবালক হইতে প্রত্যু-পকার বাসনা করিয়া তাহাকে রাজসন্নিধানে রাখিল এবং যে পর্য্যন্ত রাজা সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রের আরাধ্য হইয়া প্রসন্ন না হইলেন তাবৎ বণিক নিজ ধনেতে ঐ বিপ্রসন্তানকে প্রতি-পালন করিল। পরে রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল হইলে ব্রাহ্মণও ধন প্রাপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া বণিক্ তৎপ্রতিপালনে উদাসীন হইল। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বণিককে উদাসীন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে হে তাত তুমি এ পর্য্যন্ত আমার প্রতিপালন করিয়া এখন কেন না কর। বণিক্ উত্তর করিল ভাল তুমি সম্প্রতি রাজানুগ্রহেতে অনেক ধন লাভ করি-তেছ এবং অনেকের প্রতিপালন করিতে পার। আমি বণিক্জাতি কেন আমা হইতে এখন আত্মপ্রতিপালন ইচ্ছা কর বরং তুমি আমাকে প্রতিপালন করিতে পার। সেই দুই জনের পরস্পর এতদ্রূপ কথোপকথন হইল কিন্তু বণিক্ বিপ্র হইতে উপকারাকাঙ্ক্ষী এবং বিপ্র বণিক্ হইতে ধনগ্রহণাভিলাষী এই রূপেতে পরস্পর দুই জনের বৈরোৎপত্তি হইল। পরে ক্ষুদ্রবুদ্ধি কুপিত হইয়া কহিল হে বণিকাধম তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ এ পর্য্যন্ত আমার ভরণ পোষণ করিয়া ইহার পর কিছুই করিবা না আর তোমার যত ধন আছে তাহা কি আমি জানি না এবং তোমার ধনের সম্বাদ কি রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না ভাল যদি আমাকে কিছু না দেও তবে ভূপালকে অবশ্য দিবা। এইরূপ বিরোধোক্তিতে এবং ক্ষুদ্রবুদ্ধির নানা কুচেষ্টাতে বণিক্ অতি ভীত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধন দিতে লাগিল তাহাতেই বণিক ক্রমে ক্রমে ক্ষীণধন হইল। বণিক্পত্নী ভর্ত্তাকে নির্ধন এবং চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে স্বামিন্ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তোমার প্রতিপালিত এবং সম্প্রতি অনেক ধনোপার্জ্জন করিতেছে তথাপি তোমাকে কিছু দেয় না বরং তোমার স্থানে কিছু কিছু লইতেছে তুমি কি হেতু তাহাকে ধন দেও। বণিক ভার্য্যার কথা

শুনিয়া উত্তর করিল যে এই দ্বিজ দুর্জ্জন যদি ইহাকে কিছু না দি তবে এই খল রাজসমীপে খলতা করিয়া আমার মন্দ করিবেক সেই ভয়েতে কিছু কিছু দিতেছি। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে পিশাচ এবং পিশুন ও কুকুর এই তিন স্বাভাবিক লোভী অতএব মনুষ্য কালযাপন কামনাতে কিছু কিছু দিয়া ইহারদিগকে নিবারণ করিবেক। বণিগ্বধূ এই কথা শুনিয়া কহিল হে নাথ এই ব্রাহ্মণ যদি পিশুন তবে কেন ইহাকে প্রতিপালন করিলা। বণিক্ উত্তর করিলেন প্রথমে পিশুনত্বরূপে ইহাকে জানিতে পারি নাই। যেমত কফাদি ধাতু সকল শরীরে নিত্য অবস্থিতি করে তেমন দুর্জ্জনের শরীরেতে সর্ব্বদাই দোষ থাকে কিন্তু বিধাতা দুর্জ্জনের শীলপরিচায়ক কোন লক্ষণ নির্ম্মাণ করেন নাই যে তদ্দ্বারা দুর্জ্জনকে চিনিতে পারা যায়। দুর্জ্জন পরকৃত উপকার আমন্ত্র করে তাহাতেই দুর্জ্জনকে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু সে পরকৃত উপকার গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইলে তখন তাহার পরিচয়েতে কি ফল হইতে পারে। বণিকপত্নী তাহা শুনিয়া কহিল হে নাথ পরিচয়ের এই ফল যে সম্প্রতি তাহাকে ত্যাগ কর। বণিক্ তাহার উত্তর করিল যেমত প্রবল ব্যাধি অতিশয় অনিষ্টকারী এই কারণ লোকের অবশ্য পরিত্যাজ্য কিন্তু তাহা কেহ এককালে ত্যাগ করিতে পারে না নানা চেষ্টায় ক্রমেতে পরিত্যাগ করে সেই প্রকার ইহাকে হঠাৎ ত্যাগ করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া কালযাপন করিতেছি পশ্চাৎ অবশ্য পরিহার্য্য হইবে। পশ্চাৎ বণিগ্বধূ কহিল দানেতে ও সম্মানেতে কিম্বা প্রীতিতে খল লোক প্রসন্ন হয় নহে কেবল প্রত্যপকারেতে খল পরাভূত হইয়া প্রসন্ন হয়। অপর যে লোক খলের সহিত প্রীতি করে খল তাহাকে অসমর্থ জ্ঞান করে যে লোক খলকে কিছু দেয় খল সেই দানকর্ত্তার নিকটে পৌনঃপুন্যে যাচ্ঞা করে কিন্তু যে লোক খলের প্রত্যপকার করে খল সেই অপকর্ত্তার বশীভূত হইয়া মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে। বণিক্ হিতভাষিণী যে স্ত্রী তাহার বাক্য শুনিয়া কহিল হে প্রিয়ে আমি উৎকৃষ্টকুটুম্বপরিবৃত্ত এবং লজ্জাবাধিত সেই খল লজ্জাভয়বিবর্জ্জিত অতএব আমার শক্তিতে সে কি প্রকারে পরাভূত হইবে। সে আমাদিগকে যে পরাভব না করে সেই তাহার পরাভব। পরে বণিকপত্নী কহিল ভাল দান দ্বারা তাহাকে কত কাল প্রতিপালন করিতে পারিবা তন্নিমিত্তে আমি এই পরামর্শ কহিতেছি যে আপনি রাজার নিকটে এই সকল কথা নিবেদন কর। যেমত ভূপতিদিগের সেনাই বল এবং কুবুদ্ধি লোকের কুক্রিয়ারূপ বল ও দরিদ্র লোকের সাধু লোকই বল সেই প্রকার সল্লোকদিগের যথার্থই বল অতএব যথার্থ নিবেদন করিলে রাজা অবশ্য ইহার বিচার করিবেন। বণিক্ উত্তর করিল এ কর্ম্ম কেবল সুখকণ্ডুয়ন অতএব অকর্ত্তব্য। যেমত পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া খলের মস্তকে বেদনা হয় ও সেই দুশ্চরিত্রতাতে খল লোক জগতের অপ্রিয় হয় তেমন মনুষ্য কোন প্রকারে পরের অনিষ্টচেষ্টা করিলেই সে সকলের অপ্রিয় হয় অতএব তাহার মন্দ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। বণিগ্বধূ জিজ্ঞাসা করিল সে ব্রাহ্মণের খলতা কি প্রকার। বণিক্ বলিল হে প্রিয়ে শুন। সেই ব্রাহ্মণ সম্প্রতি রাজার নিকটে প্রধান মন্ত্রীর এই প্রকার অপ্রশংসা করিতেছে যে হে মহারাজ প্রধান মন্ত্রী কোন প্রকারে তোমার কিছু হিতেচ্ছা করেন না। বণিকপত্নী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে রাজা ইহা শুনিয়া কি কহিলেন। বণিক্ উত্তর করিল রাজা ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে এই কহিলেন যে চাণক্য নামে ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী ইনি আমার গুরু এবং অতি শ্রেষ্ঠ আমার যে এই রাজ্য দেখিতেছ ইহা তিনি আমাকে দিয়াছেন এবং যখন আমার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তখনি আমার শত্রুবধে

ড়্গা ধারণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমার প্রতি নিশ্চিন্ত আছেন অতএব কোন বিষয়ে চাণক্য মন্ত্রীর বুদ্ধির ব্যভিচার নাই আর তিনি আমার যে যে আপদ নিবারণ করিয়াছেন তাহা শুন। তিনি আমার হিতনিমিত্তে পর্ব্বতকেশ্বর রাজাকে এখানে আনিয়া নষ্ট করিয়াছেন এবং নন্দরাজাকে সবংশে নষ্ট করিয়াছেন আর বিষকন্যা প্রভৃতি আমার যে যে আপদ সে সমস্ত নিবারণ করিয়াছেন এবং আমাকে নিশ্চলা রাজলক্ষ্মী দান করিয়াছেন। আমার সেই সদ্গুরু যে চাণক্য কি নিমিত্তে তাহার বুদ্ধিভ্রম হইবে। বণিকের স্ত্রী এই সকল কথা শুনিয়া কহিল সাধু রাজা চন্দ্রগুপ্ত সাধু। পুরুষের গুণ আভিজাত্যকে অতিক্রমণ করে অর্থাৎ পুরুষ উত্তম গুণেতে স্বজাতীয়শ্রেষ্ঠ হয় এবং রাজা সৎপ্রভু হইলে তাহার কর্ণপথগামী খলবাক্য কি করিতে পারে। হে নাথ তাহার পর ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি করিল। বণিক্ কহিতেছে সেই নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ তথাপি রাজা এবং মন্ত্রী এই দুই জনের অভেদ্য সম্প্রীতের ভেদের নিমিত্তে তিন শ্লোক পাঠ করিল তাহার অর্থ এই। যেমত নিদ্রিত লোকের ধন চোরেরা অপহরণ করে সেই প্রকার যে রাজা নিজ কার্য্য স্বয়ং নিরীক্ষণ না করেন তাঁহার সম্পত্তি অন্য লোকেরা ভোগ করে। অপর সহস্র সহস্র অমাত্যেতে এবং কোটি কোটি সৈন্যেতে পরিবৃত্ত হইলেও রাজা স্বয়ং আপনার হিতচেষ্টা করিবেন। আরও কহিতেছি রাজা সকলের বিনয়কারী হইলে সেই সকল লোক কুপথগামী হয় আর সেই দুঃশীল মনুষ্যেরা কোন কারণেতে রাজার প্রিয় হয় কিন্তু শেষে অমঙ্গল করে। এই প্রকার সূচক বাক্য কহিল অর্থাৎ ঠকামি করিল। তাহাতে রাজা তাহাকে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিলেন এবং এই সকল কথা শুনাইলেন যে মন্ত্রী সকল কার্য্যের ভার বহন করেন। রাজা রাজ্যের সুখ ভোগ করেন রাজা কার্য্যের ভার বহন করিলে মন্ত্রীই সুখভাগী হন। রাজার এই সকল বাক্যেতে সেই নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ ভগ্নোদ্যম হইয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকটে গিয়া কহিল হে মন্ত্রিরাজ রাজা চন্দ্রগুপ্ত তোমার অহিতকারী ইহা তুমি জান। বণিকের স্ত্রী স্বামীকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে ইহা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী কি কহিলেন। বণিক্ উত্তর করিল যে মন্ত্রী সেই দুর্জ্জনের কথা শুনিয়া ধর্ম্মশীল রাজার প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। বণিগ্বধূ ইহা শুনিয়া কহিল যে, মন্ত্রীরা কিছু কুটিলাশয় হন যেহেতুক খলের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া সাধু লোকের প্রতি সন্দেহ করেন। সে যে হউক হে মহাশয় এই বৃত্তান্ত গোপনীয় থাকিবে না এবং তুমি যে প্রকারে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতিপালন করিয়াছ এই সমুদায় বৃত্তান্ত প্রধান মন্ত্রী যে প্রকারে জানিতে পারেন তুমি সেই প্রকার চেষ্টা কর এবং উপস্থিত কার্য্যের অনাদর করিওনা শীঘ্র মন্ত্রির নিকটে যাও আমি এই অনুভব করিতেছি যে ক্ষুদ্র বুদ্ধি তোমার যে প্রকার অপকারী তাহা মন্ত্রিরাজকে নিবেদন করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া অবশ্য ইহার বিহিত চেষ্টা করিবেন তাহাতেই সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য পরাভব পাইবে। বণিক্ স্ত্রীর পরামর্শে সম্মত হইয়া কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া মন্ত্রীর নিকটে গিয়া আপন দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিল। মন্ত্রী পূর্ব্বে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতি সন্দিগ্ধ ছিলেন পরে বণিকের বাক্য শুনিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে দুর্জ্জন জানিয়া তাহার প্রতীকারের উপায় বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বণিক্‌কে কহিলেন যে হে সোমদত্ত তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধির যে প্রকার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছ আমি সে সকল জানি সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি তোমার অহিতকারী হইয়াছে ইহাতে সে অন্যের যে অহিতকারী হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে সে সর্ব্বদা আমার সাক্ষাৎকারে রাজার দুর্নীতি বোধক মিথ্যা বাক্য কহে। তদনন্তর মন্ত্রী সোমদত্ত বণিক্‌কে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় আসিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত রাজাকে জ্ঞাত করাইলেন। রাজা ঐ সকল কথা শুনিয়া

কিছু হাস্যপূর্ব্বক ক্ষুদ্রবুদ্ধি মন্ত্রীর প্রতি যে কথা কহিয়াছিল তাহাও মন্ত্রীকে কহিলেন। তাহার পর রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে হাস্য করিয়া করতালী ধ্বনি করিয়া কহিলেন অহো দুর্জ্জনের কি পর্য্যন্ত নিপুণতা যেহেতুক আমাদিগের উভয়ের প্রীতিবচ্ছেদ করিতেও বাসনা করে। তদনন্তর সচিব কহিলেন হে ভূপাল যে খল পিতৃতুল্য প্রতিপালক এই বণিকের অনিষ্ট করিতেছে সে কি না করিতে পারে। কিন্তু এই ব্যবহারেতে বোধ হয় যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য জারজ ইহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে নীচকুলোদ্ভব মনুষ্যই কুবুদ্ধি হয় এবং সে অল্প উপদ্রবেতে কাতর হয় আর পৃথিবীর মধ্যে জারজ ব্যতিরেকে কেহ উপকারী ব্যক্তির অনুপকার করে না। পশ্চাৎ ভূপাল কহিলেন যদি এই ব্রাহ্মণের প্রসবকর্ত্রী থাকে তবে অনুভবের নিরূপণ হইতে পারে। বণিক্ উত্তর করিল হে রাজাধিরাজ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির জননী আছে। পরে রাজা কৌতুকার্থে কোন ব্রাহ্মণী দ্বারা ক্ষুদ্রবুদ্ধির মাতাকে আনাইয়া কিছু ধন দিয়া তাহার পুত্রোৎপত্তির সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই স্ত্রী ধনলাভে সন্তুষ্টা হইয়া যথার্থ নিবেদন করিল যে হে মহারাজ যাহা অনুভব করিয়াছেন সে সত্য আমার ভর্ত্তা ভিক্ষুক ছিলেন। তিনি এক দিবস ভিক্ষার্থে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন কোন কারণে গৃহে আইলেন না। পরে অন্ধকার রাত্রিতে গ্রামচণ্ডাল আমাকে আক্রমণ করিল। তাহার ঔরসে এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন্মিয়াছে। নরপতি ইহা শুনিয়া কহিলেন সুতর্ক দ্বারা অবধারিত যে বিষয় কখনও তাহার অন্যথা হয় না। এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি চণ্ডালজাত ইহা সত্য। পশ্চাৎ সোমদত্ত বণিক্ ঐ সকল সংবাদ শুনিয়া নরপতিনিকটে নিবেদন করিল হে ভূপাল আমি এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির মুখ দেখিয়া ও বাক্য শুনিয়া এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম কিন্তু আমি মূর্খ এই কারণ ইহার আভিজাত্য জানিতে পারিলাম না। রাজা উত্তর করিলেন যে হে বণিক্ তুমি সেই কর্ম্মের ফল পাইয়াছ যেহেতু অসুষ্ঠপরিমিত খর্ব্ব এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে প্রতিপালন করিয়াছ কিন্তু সেই অনভিজাতের সম্বন্ধ করাতেই ব্যাকুল হইয়াছ। পশ্চাৎ রাজা বণিকের ধন বণিক্কে দিইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির অবশিষ্ট সর্ব্বস্ব আপনি লইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে সাগরপারে দূর করিয়া দিলেন। সেই কালে কোন পণ্ডিত এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। ভ্রমেতে অথবা প্রমাদে কিম্বা দৈবযোগে সাধু লোকের দুর্জ্জনসংসর্গ না হউক যেহেতুক সে সংসর্গেতে যে পাপ জন্মে তাহা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত থাকে অতএব কোন প্রকারে কখন দুর্জ্জনের সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে।

গ্রন্থকার কহিতেছেন যে সম্প্রতি পিশুন কথা কহিলাম। পূর্ব্বে সুজনের কথাও কহিয়াছি সেই সুজনের কথারূপ মহৌষধ কণ্ঠে ধারণ কর তাহাতে সর্পদংশনের ন্যায় যে খলের চেষ্টা সে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

ইতি পিশুনকথা সমাপ্তা।

অথ অবুদ্ধি কথা।

সবুদ্ধি পুরুষ সকলের শ্রেষ্ঠ। কুবুদ্ধি লোক সকলের অধম। অবুদ্ধি লোক পশুতুল্য সে উত্তম অধম এই দুয়ের বহির্ভূত। সেই অবুদ্ধির বিশেষ কহা যাইতেছে। ক্ষুধা ও নিদ্রা এবং ভয় আর ক্রোধ এবং প্রমাদ ও মৈথুন এই সকল কার্য্য পশুর যে প্রকার অবুদ্ধি লোকেরও সেই প্রকার ইহাতে সকল লোক সেই অবুদ্ধিকে বর্ব্বর বলেন। সেই বর্ব্বর জন্ম ও সংসর্গেতে দুই প্রকার হয় জন্মবর্ব্বর ও সংসর্গবর্ব্বর। তাহারা সর্ব্বকর্ম্মে অনভিজ্ঞ। শিশু সকল বর্ব্বরদের কথা শুনিয়া সর্ব্বদা হাস্য করে এবং তাহাদিগকে সকল কার্য্যে হেয় জ্ঞান করে। ঐ উভয়ের মধ্যে প্রথমত জন্মবর্ব্বরের প্রস্তাব কহিতেছি।

অথ জন্মবর্ব্বরকথা।

কৌশাম্বী নামে এক নগরী। তাহাতে দেবধর নামে এক গণক ছিলেন। শান্তিধর নামে তাঁহার এক পুত্র। সে জন্মবর্ব্বর ছিল। এবং পণ্ডিতের নিকটে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিল তথাপি তাহার বিষয়বোধ হইল না। প্রাজ্ঞেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রদিগকে সর্ব্বস্ব দিতে পারেন কিন্তু ভাগ্য ও বুদ্ধি এই দুই দিতে পারেন না। সেই পুত্র পিতার লোকদ্বয়সাধনের প্রত্যাশারূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ এবং সকলাভিলাষের স্থান সেই একমাত্র পুত্র। দেবধর সে পুত্রের সহিত ছায়ার ন্যায় থাকিয়া অন্য সকল কার্য্যে বিরত হইয়া কেবল পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইলেন কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পিতার মহা যত্নেতে সেই পুত্র শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল শাস্ত্রাভ্যাস করিল কিন্তু তাহার পদার্থবোধ হইল না। দেবধর গণকপুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া চিন্তা করিলেন যে এখন পুত্রকে রাজার নিকটে পরিচিত করিব। যেমত বেশ্যারা লম্পট পুরুষের নিকটে কৃতকার্য্য হয় সেই মত গুণবন্ত লোকেরা নৃপতিসমীপে নিজগুণের পরিচয় দিয়া কৃতকার্য্য হন অতএব রাজসভায় পুত্রকে লইয়া যাওয়া অতি কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া ঐ পুত্রকে নরপতির নিকটে উপস্থিত করিলেন। রাজা ঐ দুই জনকে দেখিয়া গণককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে গণক তোমার পুত্র কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছেন। দেবধর নিবেদন করিলেন হে ভূপাল আমার পুত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছে ইহাতে প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে কিন্তু যদি আজি মহারাজ কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উপযুক্ত উত্তর করিতে পারে তবে শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলভাগী হইবে। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এক স্বর্ণঙ্গুরীয় মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে শান্তিধর গণক আমার মুষ্টিতে কি আছে কহিতে পার। পরে শান্তিধর খড়ী লইয়া গণনা করিল এবং গণনাতে জ্ঞাত হইয়া নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র তোমার মুষ্টিমধ্যে কোন মূল কিম্বা কোন জীব নাহি কিন্তু ধাতুময় কোন দ্রব্য আছে। রাজা কহিলেন যে তুমি যথার্থ কহিয়াছ। গণকপুত্র পুনর্ব্বার গণনা করিয়া কহিল যে চক্রাকৃতি কোন দ্রব্য আছে। রাজা আজ্ঞা করিলেন যে বিশেষরূপে কহ। শান্তিধর পুনর্ব্বার নিবেদন করিল যে মধ্যে শূন্য অথচ ভারী এমত দ্রব্য আছে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে সাধু। গণকপুত্র রাজার প্রশংসা বাক্যেতে স্ফুরিতবাহু হইয়া কহিতেছ কহিতেছি ইহা কহিয়া গণনা ত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিতে কহিল হে রাজন্ তোমার মুষ্টিমধ্যে পাতরের জাতা আছে। রাজা এই কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন হে দেবধর গণক তোমার পুত্র শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছে কিন্তু বুদ্ধিহীন। শাস্ত্রানুসারিণী গণনা সকল দূরে থাকিল প্রকৃত সংবাদও দূরে থাকিল কেবল আপনার অজ্ঞানতাতে অসঙ্গত সংবাদ কহিল ইহাতেই তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ হইয়াছে অধিক কি কহিব। পরে রাজা গণকপুত্রকে কহিলেন হে শান্তিধর তুমি কি প্রকারে বুঝিলা যে মনুষ্যের মুষ্টিমধ্যে প্রস্তরময় ঘরট্টের সম্ভব হয় যদি সম্ভব না হয় তবে কেন এই অমূলক বিতর্ক করিলা। তুমি গণনাতে প্রকৃত শব্দ পাইয়াছিলা কিন্তু বুদ্ধিহীনতাপ্রযুক্ত যথার্থ কহিতে পারিলা না। রাজা এইরূপে শান্তিধরকে অবজ্ঞা করিলেন। কবি সকলে কহিয়াছেন যে প্রজ্ঞাহীন লোক যদি যাবজ্জীবন গুরুশুশ্রূষা করে এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া নানাশাস্ত্রাভ্যাস করে এবং বারম্বার তাহার অনুশীলন করে তথাপি সেই বুদ্ধিহীন লোক পণ্ডিত হইতে পারে না।

ইতি জন্মবর্ব্বরকথা সমাপ্তা।

অথ সংসর্গবর্ব্বর কথা।

বুদ্ধিমান্ কিম্বা সামান্য লোক নীচ-সংসর্গেতে থাকিয়া বুদ্ধিহীন হন যেমত গোপেরা গোসকলের সংসর্গে থাকিয়া মূর্খ হয়। তাহার উদাহরণ এই।

গণ্ডকী নদীর তীরে উত্তম তৃণেতে পরিপূর্ণ এক স্থান ছিল। সেখানে অনেক গোপ সপরিবারে বাস করে। তাহার মধ্যে এক গোপানের শলভ নামে এক পুত্র জন্মিল। এবং সেই পুত্র ঐ স্থানে থাকিয়া গোপালনাদি কার্য্য শিখিল কিন্তু নগরস্থ লোকের কোন ব্যবহার জানিতে পারিল না। এক সময়ে ঐ বৃদ্ধ গোপ গোপীকে পীড়িতা দেখিয়া সেই শলভকে কহিল রে পুত্র তোর জননী অত্যন্ত পীড়িতা এবং অতি দুর্ব্বলা তুই উপযুক্ত পুত্র হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিস্ না কেবল তোর শারীরিক চেষ্টাতেও তাহার শুশ্রূষা কর্। পরে শলভ পিতার কথাতে মাতৃশুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইয়া গোশুশ্রূষার ন্যায় শুশ্রূষাপদার্থ জানিয়া কতকগুলি নূতন ঘাস আনিয়া এবং গোপুচ্ছের লোমেতে নির্ম্মিত রজ্জু এবং শণসূত্ররচিত রজ্জুতে ঐ পীড়িত মাতাকে বাঁধিয়া তাহার নিকটে করীষ ও তুষের ধূম করিয়া সেই ঘাসাহার দিল। গোপী রোগেতে অতি দুর্ব্বলা ছিল পরে ঐ দুরবস্থাতে কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ইহা কহিতে লাগিল যে হে গোপসকল আমাকে রক্ষা কর। অনন্তর প্রতিবাসী গোরক্ষকেরা আসিয়া ঐ গোপীর বন্ধন খুলিয়া দিল এবং তাহার পুত্র শলভকে যথোচিত তিরস্কার করিল এবং কহিল যে দুর্ব্বুদ্ধি অন্য জীবের মত যে আহার পান প্রদান করিলি তাহাতে তাহার জীবন সংশয় হইল।

ইতি সংসর্গবর্ব্বরকথা সমাপ্তা।

জন্মবর্ব্বর ও সংসর্গবর্ব্বর কথাদ্বয়েতে অবুদ্ধিকথা সমাপ্ত হইল। বঞ্চক প্রভৃতি বর্ব্বর পর্য্যন্ত কথারূপ অভ্যুদাহরণকথা সমাপ্ত।

এই সমস্ত প্রকরণে বিরাজমান এবং নারায়ণতুল্য শিবভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ যে শ্রীশিবসিংহ রাজা তাঁহার আজ্ঞানুসারেবিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে সুবুদ্ধিপরিচায়ক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তদনন্তর হড়কোল নরপতি ঋষিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি সুবুদ্ধিদিগের সকল কথা শুনিলাম এখন সবিদ্য লোকদিগের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি উত্তর করিলেন হে মহারাজ শুন যে পুরুষ সবিদ্য লোকের কথা শ্রবণ করেন। তাঁহার মন সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় এবং যিনি সবিদ্য লোকের কথা প্রতিদিন আলোচনা করেন তাঁহার যশ এবং পুণ্য হয়। সেই সবিদ্যের বিবরণ এই। বিদ্যাতে যুক্ত যে পুরুষেরা তাহাদের নাম সবিদ্য এবং তাঁহাদিগের বিদ্যা সমুদায়েতে চতুর্দ্দশপ্রকার হয়। সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে শস্ত্রবিদ্যা আর শাস্ত্রবিদ্যা এই দুই বিদ্যা অন্য অন্য বিদ্যা হইতে উত্তমা। অপর বিদ্যারূপ যে ধন ইনি অন্য সকল ধন হইতে উত্তমা যে হেতুক বিদ্যা দানেতে ক্ষীণ হন না এবং রাজা ও বন্ধু লোক আর চোর ইহারা বিদ্যা হরণ করিতে পারে না। মনুষ্য সাহস ও ক্লেশ এবং নানাযত্নপূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিলেও লক্ষ্মী কদাচিৎ সেই উদ্‌যোগিপুরুষকে ত্যাগ করেন কিন্তু বিদ্যা বিদ্বান্ লোককে ত্যাগ করেন না। যাহার বুদ্ধি নির্ম্মলা না হয় তাঁহার পুরুষত্বে কি ফল এবং যিনি বিদ্যা সঞ্চয় না করিলেন তাঁহার বুদ্ধিতেই বা কি প্রয়োজন। বিদ্বান্ পুরুষ সকলের প্রধান

তিনি যে রাজ্যে থাকেন সেই রাজার পূজনীয় হন। প্রাচীন মুনিরা বিদ্যা উপার্জনের এই চারিপ্রকার উপায় করিয়াছেন। পণ্ডিতের সংসর্গ এবং সুরীতি ও অভ্যাস আর দৈবকর্ম্ম। এইরূপে বিদ্যোপার্জন করিলে সে লোক প্রায় সর্ব্বত্র পূজ্য হয় কেবল পাপীদিগের ও নীচ লোকদের গ্রামে এবং খল মনুষ্যেতে পূরিত নগরে আর অবিজ্ঞ রাজার অধিকারে বিদ্বান্ লোক অবসন্ন হন।

অথ সবিদ্যকথা।

সবিদ্য লোকেরা চারিপ্রকার হন। শস্ত্রবিদ্য এবং শাস্ত্রবিদ্য ও লৌকিকবিদ্য উপবিদ্য এই চারি প্রকার সবিদ্য লোকদিগের মধ্যে প্রথমতঃ শস্ত্রবিদ্য পুরুষের উপাখ্যান কহিতেছি।

অথ শস্ত্রবিদ্যকথা।

শস্ত্রবিদ্যা হইতে শাস্ত্রবিদ্যা স্বাভাবিক স্ফুর্ত্তা যেহেতুক শস্ত্র করণক রাজ্য রক্ষিত হইলে শাস্ত্রচিন্তার প্রবৃত্তি হয়। যিনি সকল শস্ত্র অভ্যাস করিয়া তাহার যথার্থবেত্তা হন তিনিই শস্ত্রবিদ্যরূপে খ্যাত হন এবং অস্ত্র ব্যাপারে অতি নিপুণ হইতে পারেন। তাহার উদাহরণ।

ধারা নামে এক রাজধানী ছিল। সেখানে বিবেকশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র নির্ব্বিবেকনামা ব্রাহ্মণ বসতি করে। সে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া এবং বিশিষ্টাচারহীন হইয়া ব্যাধগণের সহিত মৃগয়াতে আসক্ত হইল। এক সময় সেই ব্রাহ্মণ মাতার অনুনয়বাক্যেতে মৃগয়ার নিমিত্তে বনে না গিয়া গৃহে থাকিল এবং সেই সময়ে এক দেবালয়ের গর্ত্তমধ্যে শব্দ করিতেছে যে কপোতসকল তাহাদিগকে দেখিয়া চিন্তা করিল যে এই দেবমন্দিরের উপরে উঠিয়া পারাবত সকল পাড়িয়া আনি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কামুক লোক স্ত্রীব্যতিরেকে আর কোন বস্তুতেই সুখী হয় না এবং পিশুন লোক খলতা ব্যতিরেকে সুখী হইতে পারে না হিংস্র লোক হিংসা না করিয়া স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কপোত লইবার নিমিত্তে দেবমন্দিরে উঠিয়া গর্ত্তে হাত দিয়া গর্ত্তস্থ সর্পকে ধরিয়া পারাবত জ্ঞানে আকর্ষণ করিল। তাহাতে সেই আকৃষ্ট সর্প ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত বেষ্টন করিল। তখন ঐ ব্রাহ্মণ এই চিন্তা করিল যদি আমি সর্পত্যাগ না করি তবে একহস্তাবলম্বনে দেবালয় হইতে নামিতে পারিব না যদি ত্যাগ করি তবে ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিবে সম্প্রতি কি করি। এতদ্রূপ বিপত্তিগ্রস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল হে লোক সকল আমাকে রক্ষা কর। গ্রন্থকারেরা কহিয়াছেন যে লোক আপনার দোষ গ্রহণ করে না এবং সর্ব্বদা ব্যসনেতে প্রবৃত্ত হয় সেই মনুষ্য ঐ ব্যসনজন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া অবশ্য কাতর হয়। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেই স্থানে অনেক লোকের সমাগম হইল। এবং রাজা ভোজ ঐ সংবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে সেই স্থানে আগমন করিলেন কিন্তু সকল লোক উৎকণ্ঠা এবং শীঘ্রতার নিমিত্তে ব্রাহ্মণের ত্রাণের কোন উপায় অবধারিত করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্টা হইয়া আছে। রাজা ভোজ পর্ব্বতশিখরের ন্যায় দেবমন্দিরের মস্তকে একহস্তাবলম্বী এবং ভুজঙ্গেতে বেষ্টিতদ্বিতীয়হস্ত এইপ্রকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলকে কহিলেন হে মনুষ্য সকল তোমাদিগের মধ্যে এমত কেহ আছে যে এই বিপ্রকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই রক্ষণেতে ব্রাহ্মণ উপদ্রবরহিত হইয়া অনায়াসে দেবমন্দির হইতে নীচে আসিতে শক্ত হয় এমত করিতে পারে তবে আমি তাহাকে অবশ্য একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব। ভোজ রাজার এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত্তসিংহল নামে এক পুরুষ ধনুর্বিদ্যাতে অতি কুশল। সে কহিল হে নরেন্দ্র

এই বিপ্রের রক্ষার নিমিত্তে বিস্তর প্রয়াস করিব না আমি অল্প প্রয়াসেতে বিপ্রকে নীচে আনিতেছি কিন্তু ব্রাহ্মণ ভুজঙ্গবেষ্টিত ঐ বাহু আমাকে দর্শন করাউক তাহাতে বিপ্রও সেই-রূপ করিল। পরে ঐ রাজপুত ধনুকেতে নারাচাস্ত্রযোগ করিয়া এবং ঐ অস্ত্র কর্ণমূল পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া ত্যাগ করিল এবং ঐ অস্ত্রে সর্পের মস্তক ছেদন করিল তাহাতে সর্পের শরীর ব্রাহ্মণের হস্ত ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ সর্পের ফণা ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগ ও স্ববশ হইয়া দেবালয় হইতে নামিল। রাজা ভোজ তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া ঐ রাজপুতকে স্বীকৃত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং উত্তম বস্ত্র ও নানালঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। কোন কবি তাহা দেখিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই যে সিংহল রাজপুত ব্রাহ্মণের রক্ষা এবং লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া ভূপাল কর্ত্তৃক পূজিত হইল অতএব মনুষ্য সুশিক্ষিত-অস্ত্রবিদ্যাপ্রভাবে কি কি লাভ না করিতে পারে অর্থাৎ রাজা প্রভৃতি অনেক উত্তম বস্তু লাভ করিতে পারে।

ইতি শস্ত্রবিদ্যাকথা সমাপ্তা।

অথ শাস্ত্রবিদ্যাকথা।

যে পুরুষ অনেকশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার যথার্থ জানিয়া তর্কশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের পারগ হন তিনিই শাস্ত্রবিদ্যাবিষয়ে খ্যাত হন এবং লোকসকল তাঁহাকে শাস্ত্রবিদ্য কহে। তাহার উদাহরণ।

উজ্জয়িনী নগরীতে বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন। কোন সময় এক ব্রাহ্মণ শিরোবেদনাতে ব্যগ্র হইয়া তাঁহার সভায় আসিয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ প্রজাপালন ও পীড়িতের রোগোপশমন এবং বিশেষে ব্রাহ্মণের রক্ষা এই তিন কর্ম্ম রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য অতএব আমি দুর্গত এবং অতিশয় পীড়িত আমাকে সম্প্রতি রক্ষা কর। রাজা-ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকরুণচিত্ত হইয়া বরাহ নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বরাহ এই ব্রাহ্মণের কি হইবে ইনি বাঁচিবেন কি না। বরাহ গণনা করিয়া উত্তর করিলেন হে মহারাজ এই ব্রাহ্মণ মদ্যপান না করিলে নির্ব্যাধি হইতে পারিবেন না ইহাতে অনুভব করি যে বাঁচিবেন না। রাজা তাহা শুনিয়া এই চিন্তা করিলেন হা বরাহ-পণ্ডিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা কহিতেছেন ব্রাহ্মণের মদ্যপান অকর্ত্তব্য ভাল বিচারান্তর করিতেছি। ইহা ভাবিয়া হরিশ্চন্দ্র বৈদ্যকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন হে বৈদ্য এই ব্রাহ্মণের কি ব্যাধি হইয়াছে এবং কি প্রকার ইহার চিকিৎসা হইতে পারে এই সকল বিবেচনা করিয়া কহ। হরিশ্চন্দ্র বৈদ্য রাজার আজ্ঞাতে ঐ রোগের বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন হে ভূপাল এই রোগের নাম ব্রহ্মকীট ইহার কোন চিকিৎসা নাই। রাজা তাহা শুনিয়া কহিলেন ঈশ্বর কি এই ব্যাধির প্রতীকার সৃষ্টি করেন নাই এ কথা অসম্ভব। চিকিৎসক পুনশ্চ কহিলেন এ রোগের এক ঔষধ আছে কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণেরে দেওয়া যায় না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি ঔষধ। বৈদ্য কহিলেন হে ভূপতি ব্রাহ্মণের মস্তকে ব্রহ্মকীট ভ্রমণ করে তাহার বেদনাতে ইনি মূর্চ্ছিত হন সেই কীট অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং অস্ত্রেতে ছিন্ন হয় না ও জলেতে আর্দ্র হয় না কেবল মদ্যেতে নষ্ট হয় অতএব মদিরাই ইহার ঔষধ। তাহা শুনিয়া নরপতি আপনার কর্ণ স্পর্শ করিয়া কহিলেন আঃ ব্রাহ্মণকে সুরা দিব। পরে চিকিৎসক কহিলেন মদ্য ব্যবহার না করিলে এই ব্রাহ্মণ বাঁচিবেন না ইহা নিশ্চয়। অনন্তর রাজা পরম ধার্ম্মিক এবং পরদুঃখাপহারক ব্রাহ্মণেরা রোগোপশমনেচ্ছা করিয়া শবরস্বামী নামক ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া এই জিজ্ঞাসা করিলেন হে শবরস্বামিন্ এই ব্রাহ্ম-

ণের রোগশান্তির নিমিত্তে বৈদ্য যে কথা কহিতেছেন সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা হয়। পণ্ডিত রাজাজ্ঞা শুনিয়া কহিলেন যদি বৈদ্য যথার্থ-বেত্তা হন এবং যদি মদ্যপান করিলেই ব্রাহ্মণের দুঃসাধ্য রোগের প্রতীকার হইয়া প্রাণরক্ষা হয় তবে প্রাণরক্ষার্থি ব্রাহ্মণের মদ্যপানেতে পাতক হইবে না। সেই সময় ঐ বৈদ্য কহিলেন হে মহারাজ যদি এই বিপ্র অন্য কোন উপায়েতে বাঁচেন কিম্বা মদ্যপান করিলে না বাঁচেন তবে আমি পাতকী হইব। রাজা ঐ দুই জনের শাস্ত্রার্থসিদ্ধ বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এই ব্রাহ্মণ সুরাপান করুন। অনন্তর সেই স্থানে সুরা আনয়ন করিলে সেই সময় এই আকাশবাণী হইল যে হে শবরব্রাহ্মণ তুমি এইরূপ দুঃসাহস করিও না। শবরস্বামী তাহা শুনিয়া কহিলেন হে আতুর ব্রাহ্মণ তুমি মদ্য পান কর এই আকাশবাণী কিছু নহে এ কেবল অক্ষরেতে রচিত যে পদ তৎসমূহেতে হয় যে বাক্য সেই বাক্যমাত্র কিন্তু এই বাক্য ধর্ম্মশাস্ত্রসিদ্ধ নহে। সেই কালে দেবতারা ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া শবরস্বামীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সভাসদ লোকেরা এবং রাজা সেই পুষ্পবৃষ্টি দেখিয়া শবরস্বামিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং তাঁহার বাক্যের আদর করিয়া ব্রাহ্মণকে মদ্য আনিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বাল্যকালাবধি জানেন যে মদ্য পেয় নয় এবং কাহাকেও দেয় নয় কিন্তু মদ্য পানে প্রবৃত্ত হইয়া খেদে নিশ্বাস আকর্ষণ ও ত্যাগ করাতে ঐ আকৃষ্ট নিশ্বাসের সহিত নাসারন্ধ্রপ্রবিষ্ট যে মদ্যগন্ধ তাহাতে ঐ ব্রহ্মকীট ম্রিয়মাণ হইয়া মস্তক হইতে বাহিরে আসিয়া ভূমিতে পড়িল। অনন্তর রাজা বৈদ্যের কথা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ কীটকে অগ্নিতে ক্ষেপণ করিলেন তাহাতে কীট দগ্ধ হইল না এবং জলে মগ্ন করিলে আর্দ্র কিম্বা লীন হইল না ও অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ হইল না কেবল মদ্যবিন্দুসংস্পর্শে সেই কীট লীন হইল। তাহা দেখিয়া তত্রস্থ লোকসকল আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। এবং রাজা কহিলেন ভো বৈদ্যরাজ তোমার কি পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞান তাহা কহিতে পারি না তুমি মদ্যপান বিধান করিয়াছিলা কিন্তু মদ্যের গন্ধেতেই রোগ-শান্তি হইল। তখন বৈদ্য রাজার প্রশংসাবাক্য শুনিয়া নিবেদন করিলেন যে হে মহারাজ মদ্যগন্ধেতেও রোগনিবৃত্তি হয় তাহা আমি জানি কিন্তু মদ্যপানের ব্যবস্থা না করিলে বিনা মদ্যপানাশঙ্কাতে ব্রাহ্মণের মস্তকমধ্যে সুরাগন্ধ প্রবিষ্ট হইত না এবং ব্রাহ্মণও নির্ব্যাধি হইতে পারিতেন না তন্নিমিত্তে মদিরাপান বিধান করিয়াছিলাম। নরপতি ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন সাধু বৈদ্যরাজ সাধু। সভাসদ পণ্ডিতেরা কহিলেন হে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বৈদ্য এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা বরাহপণ্ডিত এই দুইজন উত্তম কহিয়াছেন উভয়ের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ হইল এবং শবরস্বামীও পণ্ডিতপ্রধান তিনি সকল হইতে উত্তম কহিয়াছেন যেহেতুক দেবতাদিগের পুষ্পবৃষ্টিই তাঁহার বাক্যের সাক্ষিণী হইয়াছে। এবং পণ্ডিতবর্গেরা এই প্রকারে স্বস্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবেত্তা ঐ তিন জনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি ধন্য এবং তোমার সভাতে ব্যাধি ও ঔষধের এই যথার্থবেত্তা হরিশ্চন্দ্র বৈদ্য এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবক্তা বরাহ পণ্ডিত এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ শবরস্বামী পণ্ডিত আছেন তাঁহারাও ধন্য। এবং পুণ্যবান্ অথচ সর্ব্বগুণযুক্ত লোক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে যে এই সভা সেও ধন্যা এবং যে পৃথিবীর মধ্যে এই প্রকার সভা আছে সে বসুমতীও ধন্যা। অনন্তর সন্তুষ্টচিত্ত ও মহোৎসাহযুক্ত রাজা উৎকৃষ্ট সামগ্রী দিয়া ঐ তিন পণ্ডিতের মর্য্যাদা করিলেন এবং ঐ নির্ব্ব্যাধি ব্রাহ্মণকে অনেক স্বর্ণদানদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইতি শাস্ত্রবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ বেদবিদ্যকথা।

যে পুরুষ শিক্ষা ও কল্প এবং ব্যাকরণ ও জ্যোতিঃশাস্ত্র ছন্দঃশাস্ত্র আর নিরুক্ত এই ছয় অঙ্গের সহিত যে বেদ তাহা অধ্যয়ন করেন তিনিই বেদবিদ্য হন। তাহার উদাহরণ এই।

অবন্তী নগরে প্রিয়শৃঙ্গার নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি এক সময়ে অট্টালিকার শিখরারোহণ করিয়া নগরস্থ লোক দর্শন করিতেছিলেন। সেই সময় ঐ নগরবাসী প্রচুর ধননামক বণিকের মালতী নামে এক কন্যা সে সরোবরে স্নান করিয়া গৃহে যাইতেছিল। রাজা হঠাৎ তাহাকে দেখিলেন এবং তাহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবামাত্র কন্দর্পবাণে পীড়িত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি এই মৃগলোচনা কোন প্রকারে ফিরিয়া আসিয়া একবার দর্শন দেয় তবে আমি কৃত-কৃত্য হই। প্রবীণ লোকেরা কহিয়াছেন যে মুখে উৎকৃষ্ট ভ্রূলতা ও মদনের শাণিত শরের ন্যায় কটাক্ষযুক্ত নেত্রদ্বয় আছে এবং মন্দ-হাসপ্রকাশক লোহিত ওষ্ঠদ্বয় আছে এমন যে যুবতীর মুখ যে কামুক পুরুষ সেই মুখ একবার দেখিতে পায় তাহার মন স্বর্গভোগ করিতে ইচ্ছা করে না এবং দেবত্ব বাঞ্ছা করে না ও সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজ্য বাসনা করে না কেবল নিরন্তর সেই মুখা-বলোকন করিতে চাহে। অনন্তর ঐ কামা-তুর নরপতি সেই বণিকপুত্রীর নিকটে এক দূতীকে পাঠাইলেন। দূতী সেখানে গিয়া কহিল হে মালতি তোমার বড় সৌভাগ্যের কথা শুনিলাম যেহেতুক এই রাজা শত শত সুন্দরীতে সেবিত হইয়াও তোমার প্রতি অত্যন্ত সাভিলাষ হইয়াছেন অতএব তুমি একক্ষণের নিমিত্তে সেখানে আসিয়া সৌন্দর্য্য সফল কর ও রত্নাদি লাভ দ্বারা চরিতার্থ হও। মালতী দূতীর কথা শুনিয়া কহিলেন হে দূতী তুমি কি কহিলা আমি শুদ্ধকুলোৎপন্না সাধ্বী স্ত্রী আমি অন্য পুরুষকে বাঞ্ছা করি না। সাধ্বীদের এই নিয়ম স্বামী সুন্দর কিম্বা কুৎসিত হউন এবং দরিদ্র অথবা রাজাই হউন এমত যে স্বামী তিনিই সতীদিগের প্রিয় হন এবং অন্য মনুষ্য পিতৃতুল্য হন। অতএব আমার বোধে স্বামিভিন্ন পুরুষেরা পিতৃকল্প আর বিশেষতঃ রাজা শাস্ত্রসিদ্ধ পিতা হন যেহেতুক পিতা ও মাতা সন্তান জন্মান নর-পতি সেই সকল প্রজাদিগকে প্রতিপালন করেন, সেই কারণ প্রজাদিগের পিতা মাতা হইতে পৃথিবীপতি অধিক পূজনীয় হন। দূতী ঐ কথা শুনিয়া কহিল হে মিষ্টভাষিণী তোমার কর্ত্তা দেশান্তরে আছেন তুমি পিতৃমন্দিরে থাকিয়া বৃথা কালযাপন করিতেছ কেন অনুরক্ত নর পতিকে ত্যাগ কর অতএব তোমার কি অশুভ গ্রহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা কহিতে পারি না হে সুমুখি আমার নিবেদন শুন তোমার চক্ষু কর্ণ পর্য্যন্ত গত হইয়া প্রফুল্ল কমল-দলের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে এবং তোমার নিতম্ব ক্রমেতে প্রশস্ত হইয়াছে ও স্থূল কুচদ্বয় স্বীয় সীমা অতিক্রম করিয়া পরস্পর সংলগ্ন হইতেছে। এই সকল সৌন্দর্য্য থাকিতেও বিদেশগত স্বামীর বিরহেতেও তোমার এখন পর্য্যন্ত কুলধর্ম্মে বিরতি হইল না ইহাতে আমি এই নিশ্চয় করি যে কন্দর্প পরিশ্রম করিয়া তোমার সৌন্দর্য্য করিয়াছেন কন্দর্পের সেই পরিশ্রম ও তোমার সৌন্দর্য্য এই সকল বৃথা হইয়াছে। আর তুমি কি প্রকারেই বা সতীত্ব রক্ষা করিবা শুন প্রবল যৌবন সময়ে রমণীরা কামপীড়া সহ্য করিতে পারে না বিশেষে যাহার পতি দূরে থাকে সেই বিমনস্কা যুবতী স্ত্রী কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিবে। আমি বিবেচনা করি যে তুমি স্বামীর বিরহস্বরূপ যে ব্যাঘ্র তদ্‌গ্রস্ত মৃগীর ন্যায় হইয়া আর কি করিতে পারিবা মদনবাণে ব্যথিতা হইয়া অবশ্য কোন পুরুষকে আশ্রয় করিবা। অতএব কহি সামান্য পুরুষকে আশ্রয় না করিয়া নৃপকে ভজ। মালতী দূতীর কথা শুনিয়া কহিল হে দূতি তুমি পুনর্ব্বার আমাকে এ প্রকার কহিও না শুন সহস্র স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রী সতী হয় শত পুরুষের মধ্যে এক জন বীর-

ছয় লক্ষ পুরুষের মধ্যে এক পুরুষ দাতা হয় এবং কোটি জনের মধ্যে এক বিশ্বাসপাত্র সুহৃদ লোক দুর্লভ হয়। তুমি যে যে কথা কহিলা সে সকল সামান্য স্ত্রীর উপযুক্ত বটে কিন্তু আমার উপযুক্ত নয়। তুমি কি প্রকারে আমাকে কুপথে পাঠাইবা আমি শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন তোমার কথায় আর্দ্র হই না। দূতী ঐ সকল কথা শুনিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। নরপতি দূতীর প্রমুখাৎ মালতীর সকল কথা শুনিয়া ঐ যুবতীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাসনকর্ত্তার দ্বারা তাহার পরপুরুষ গমনরূপ মিথ্যাপবাদ করিলেন। অনন্তর মালতীর কুটুম্ববর্গ মালতীকে পরপুরুষগামিনী বুঝিয়া পরিত্যাগ করিল। পরে মালতীর স্বামী বিদেশ হইতে আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া স্ত্রীকে ত্যাগ করিল তাহাতে ভ্রমর কর্ত্তৃক অদৃষ্ট অথচ অম্লান যে মালতীপুষ্প তাহার ন্যায় যে মালতী স্ত্রী তিনি অপমানিতা হইলেন কিন্তু ধর্ম্মৈক-শরণা এবং নিতান্তপাপরহিতা মালতী স্ত্রী স্বজাতীয় লোকসকলকে ডাকিয়া তাহা-দিগের সম্মুখে উত্তপ্ত ঘৃতের মধ্যে কোন দ্রব্য রাখিয়া সেই দ্রব্যাকর্ষণরূপ পরীক্ষা দিয়া পরীবাদসাগরোত্তীর্ণা হইলেন। রাজা সেই স্ত্রীকে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা জানিয়া পরীক্ষা-বিধানকর্ত্তা যে সামগায়ক দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই প্রকার তিরস্কার করিলেন যে হে সামগায়ক যদি এই স্ত্রী বিচারক পুরুষ কর্ত্তৃক ব্যভিচারিণী নিশ্চয় হইয়াও পরীক্ষাতে জয়যুক্তা হইল তবে তোমার সামবেদের প্রভাব কি প্রকার। দেবশর্ম্মা উত্তর করিলেন হে রাজন্ এ স্ত্রী ব্যভিচারিণী নয় যদি ব্যভি-চারিণী হইত তবে অবশ্য পরাজয় পাইত এবং যে পরীক্ষাতে নির্ণয়কর্ত্তা অগ্নি ছিলেন আর আমি ব্যবস্থাপক ছিলাম তাহাতে শুদ্ধ লোকের কি হানি হইতে পারে এবং ব্যভি-চারিণী স্ত্রী কি প্রশংসা পাইতে পারে। রাজা ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া কহিলেন তোমার অগ্নিকে ধিক্ এবং তুমি যে সাম-গায়ক তোমাকেও ধিক্ যেহেতুক এই ব্যভিচারিণীর দোষ প্রত্যক্ষ হইয়াও প্রশংসা পাইল ভাল যদি স্ত্রী পরীক্ষা দিয়া সতী হইল তবে বেশ্যাও এই প্রকার পরীক্ষা দিয়া সতী হইবে। পরে ঐ দুরাত্মা নরপতি ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করিয়া এক বেশ্যাকে সতীত্বপরী-ক্ষার্থে দিব্য করাইতে আরম্ভ করাইল। দেবশর্ম্মা তাহা দেখিয়া বলিলেন হে নরপতি যদি এই গণিকা গুটিকাকর্ষণরূপ পরী-ক্ষায় সাহস করিতে পারে তবে অগ্নিতে কোন দ্রব্য উত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই। আমি যে সামবেদ গান করিব সেই সামবেদই পরীক্ষা নির্ণয়কর্ত্তা হইবেন। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে ভাল সামগায়কের ধর্ম্মরূপী যে সামবেদ তিনিই পরীক্ষার নির্ণয়কর্ত্তা হউন। পর দিনে প্রভাতে রাজা এক বেশ্যাকে পরীক্ষার নিমিত্ত আনিলেন। দেবশর্ম্মা তাম্রপাত্রে জল আনিয়া আপনার স্বর্ণাঙ্গুরীয় সামবেদোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া এবং সেই জল সূর্য্য-কিরণে কিঞ্চিত্তপ্ত করিয়া এবং তাহাতে অঙ্গুরীয় রাখিয়া কহিলেন যে হে বেশ্যা যদি তুমি সাধ্বী স্ত্রী হও তবে এই জল হইতে আমার অঙ্গুরীয় উঠাও। পরে ঐ গণিকা রাজাজ্ঞানুসারে আমি পরপুরুষ গমন করি নাই এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া অঙ্গুরীয় উঠাইতে জলমধ্যে হাত দিল। তখন বেদমন্ত্রের শক্তিতে ঐ জল হইতে একপুরুষপ্রমাণ অগ্নি উঠিল এবং সেই অগ্নিতে ঐ গণিকার বাহুমূল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইল এবং তাহাতে ঐ বেশ্যা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। তাহা দেখিয়া সভাসদ লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া দেবশর্ম্মার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা লজ্জিত হইয়া অভিশাপভয়ে ঐ ব্রাহ্মণের চরণে পতিত হইয়া অনেক স্তব করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতঃ শুদ্ধহৃদয় এবং আশু-তোষ হন তন্নিমিত্তে তিনি রাজার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। প্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন

যে সকল বিদ্যা হইতে বেদ-বিদ্যাই উত্তমা এবং বেদবেত্তা পণ্ডিত সকল পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ।

ইতি বেদবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ লৌকিকবিদ্যকথা।

যে পুরুষ শাস্ত্রবিদ্যা ব্যতিরেকে কেবল লৌকিক কার্য্যে কুশল হন তাঁহাকে লৌকিক-বিদ্য বলা যায়। তাহার উদাহরণ এই। কুসুমপুর নামে এক নগর তাহাতে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন এবং তাঁহার কায়স্থ জাতি শকটারনামা এক মন্ত্রী ছিলেন, রাজা অল্পা-পরাধে মন্ত্রির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার পুত্র-দারাদি পরিবারগণের সহিত মন্ত্রিকে কারাগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন ও তাহাদের ভোজনের নিমিত্তে প্রতিদিন এক সের ছাতু দেন। শকটার তাহা দেখিয়া পরিজনদিগকে কহিল যে এই রাজা চণ্ডালসদৃশ বিনাপরাধে আমাদিগকে দুঃখ দিয়া নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে শরাবপরিমিত শক্তুতে আমার আহারও হইতে পারে না ইহাতে সকলের কি হইতে পারে অতএব পরামর্শ এই যে শত্রুর প্রতীকার করিতে পারিবে সে শক্তু ভোজন করুক। মন্ত্রির পরিজনেরা ঐ কথা শুনিয়া কহিল যদি মহাশয় বাঁচেন তবে এই বিপ-ক্ষের প্রতীকার করিতে পারিবেন অতএব আপনি ভোজন করুন। শকটার পরিবার-গণের কথাতে শক্তু ভোজন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাহার সকল পরিজন অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিল। এক সময়ে সেই নন্দ রাজা এক ঘরের মধ্যে প্রস্রাব করিয়া হাস্য করিতে করিতে বাহিরে আইলেন। বিচক্ষণা নামে এক দাসী সেখানে ছিল সে রাজাকে হাস্যযুক্ত দেখিয়া আপনিও হাসিলেক। তখন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বিচক্ষণা তুই কি নিমিত্তে হাসিতেছিস্। পরে বিচক্ষণা উত্তর করিল মহারাজ যে নিমিত্তে হাস্য করিয়াছেন আমিও সেই কারণ হাসি-তেছি। রাজা তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি কি কারণ হাসিতেছি তাহা কহ। বিচক্ষণা ভয়েতে কহিল হে মহারাজ আমি তাহা জানি না। অনন্তর নৃপতি করিয়া কহিলেন যে রে পাপীয়সী তুই কহিলি যে মহারাজ যে কারণে হাসিতেছেন আমিও সেই কারণ হাসিতেছি সম্প্রতি কহিতেছিস্ যে মহারাজ হাস্যের কারণ আমি জানিনা এ কি আশ্চর্য্য আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কহিলি শুন যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিস্ তবে আমার হাস্যের কারণ বল্ নতুবা উপযুক্ত দণ্ড করিব। বিচক্ষণা রাজার ক্রোধ দেখিয়া ভয়েতে কহিল হে ভূপাল আমি এখন কারণ কহিতে পারিনা কিন্তু একমাসের মধ্যে কহিব। রাজা কহিলেন ভাল। অনন্তর বিচক্ষণা নানা প্রকার চিন্তা করিয়া রাজার হাস্যের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিল যে কোন বুদ্ধিমানের পরামর্শেতে আমার এই বিপদ্ দূর হইতে পারিবে অতএব কোন বুদ্ধিমান্‌কে এ সকল নিবেদন করি কিন্তু যত বুদ্ধিমান্ আছেন তাহাদিগের মধ্যে শক-টার মন্ত্রিই বুদ্ধিমানের প্রধান। তিনি দুর্ভাগ্য-বশে কারাগারে বদ্ধ আছেন তাহার নিকটে যাই। এই বিবেচনা করিয়া সেখানে গেল। শকটার মন্ত্রী কারাগারে থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া অতিক্লিষ্ট ছিলেন। বিচ-ক্ষণা মিষ্টান্ন দ্রব্য ও শীতল জল দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া আপনার সকল কথা নিবেদন করিল। মন্ত্রি ঐ সংবাদ শুনিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণা দেশ ও কাল ও পাত্র জানিতে পারিলে প্রকরণ জ্ঞান হইয়া বিষয়বিবেচনা হইতে পারে অতএব স্থানের ও সময়ের বিশেষ কহ। বিচক্ষণা মন্ত্রীকে স্থান ও সময়াদির বিশেষ কথা সকল কহিল। মন্ত্রী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেক বিবেচনাপূর্ব্বক কহিলেন হে বিচক্ষণা তুমি রাজার নিকটে গিয়া কহিবা যে আপনি মূত্রপ্রবাহ দেখিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষজ্ঞান

করিয়া হাসিয়াছেন তাহার অভিপ্রায়ও কহিতেছি। যে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর দর্শন কিম্বা স্মরণ হাস্যের কারণ হয় না কিন্তু বিকৃতিদর্শন হাস্যের কারণ হইতে পারে। রাজা যে বিকৃতি দর্শন করিয়াছেন তাহা কহিতেছি প্রস্রাবের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে বিন্দু তাহাই অশ্বত্থ-বীজ বোধ করিয়া এই বীজেতে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এই জ্ঞানে মনে অশ্বত্থ বৃক্ষের আকার দেখিয়া ভাবনা করিলেন যে আমার প্রস্রাবেতে শত শত অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে পারে। রাজা পুনঃপুনঃ এই আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে অশ্বত্থবীজ বা কোথায় এবং তদুৎপন্ন বৃহদ্বৃক্ষইবা কোথায় কিন্তু বিকৃতিদর্শন কেবল বুদ্ধিভ্রমেতেই। এ কি আশ্চর্য্য আমার এমন ভ্রান্তি কেন হইল এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা হাসিয়াছিলেন হে বিচক্ষণা তুমি নরপতির নিকটে গিয়া এই কথা কহ। অনন্তর বিচক্ষণা রাজসমীপে গিয়া প্রণাম করিয়া ঐ সকল কথা কহিল। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে বিচক্ষণা সত্য কহ তোমার কিম্বা অন্য লোকের বিবেচনায় এই প্রকার অবধারিত হইতে পারে না কেবল শকটার মন্ত্রির তর্কেতে ইহা অবধারিত হইতে পারে ইহাতে অনুভব করি যে শকটার মন্ত্রী জীবদ্দশায় আছে। তাহার পর বিচক্ষণা উত্তর করিল যে শকটার কারাগারের মধ্যে পরিজনশোকেতে মৃতপ্রায় হইয়া আছেন। রাজা শকটার মন্ত্রির তর্কেতে সন্তুষ্ট হইয়া এবং পুনঃপুনঃ তাহাকে প্রশংসা করিয়া সেই শকটারকে কারাগৃহ হইতে আনাইলেন ও অনেক সম্মান করিয়া রাজকার্য্যে দ্বিতীয় মন্ত্রী করিলেন। শকটার সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে রাজার দুর্নীতি উপস্থিতা হইল আমার সকল পরিবারকে নষ্ট করিয়া আমাকে মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিল। যেমত বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিয়া পত্রেতে জল দেয় এই কার্য্যও তদ্রূপ ইহাতে আমার কি সন্তোষ হইতে পারে কেবল শক্তিমান্ হওয়াতে রাজার অনিষ্টচেষ্টা হইতে পারে। প্রজ্ঞেরা এই প্রকার কহিয়াছেন যে লোক কোন ব্যক্তির সহিত প্রবল শত্রুতা করিয়া পুনর্ব্বার মিত্রতা করে সে সেই মিত্রতার ফলে যমালয়ে যাত্রার পথ দর্শন করে। অপর এই দুরাশয় ও পাপাত্মা যে রাজা ইহাতে আমার বিশ্বাস হয় না যেহেতুকে যাহার শত্রুতাচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াও সেই লোকের প্রতি যে বিশ্বাস করে সেইহেতুক মৃত্যু তাহার মস্তকে বাস করে। অতএব এখন কি কর্ত্তব্য হয় এই রাজার সহিত পূর্ব্বের শত্রুতা আছে সম্প্রতি মিত্রতা হইল ইহাতে বিশ্বাস কি। আর মধ্যে আমি শত্রুপ্রতীকারের প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছি এবং দুষ্ট স্বামিকর্ত্তৃক আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখিয়াছি ও আমার সেই সকল শোকও অনিবার্য্য। আমার সকল ধন রাজা লইয়াছে তন্নিমিত্তে অধিক শোক করি না আমার মর্য্যাদা ছেদন হউক আর উত্তমা লক্ষ্মী গিয়াছেন যাউন ইহাতে অধিক শোক করি না কিন্তু সভাতে বাক্‌পটু সেই পুত্র সকল আর অনুরাগিণী স্ত্রী ও পৌত্রবর্গ এবং আর আর পরিজন সকল ইহারা এক ক্ষণের নিমিত্তে আমার চিত্ত ত্যাগ করে না অতএব আমার মন পরিজনশোকের বশীভূত আর আমার প্রাণ প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ এই দুই এক বাক্য হইয়া কুপথগামী হইতেছে আমি কি করিব সম্প্রতি শত্রুর প্রতীকার করিতে হইল অতএব অযশ-শঙ্কা ত্যাগ করিয়া অধম পুরুষের পথে যাই। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে লোক পাপেতে শঙ্কা করে পৃথিবীর মধ্যে সেই লোক উত্তম এবং যে মনুষ্য পাপ করিয়া আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করে সেই মনুষ্য মধ্যম আর পাতকে কিম্বা কোন অপরাধে যাহার ত্রাস হয় না পণ্ডিতেরা তাহাকে অধম বলেন এবং সে সর্ব্বত্র নিন্দিত হয় সেই অধম পুরুষের পথেই যাত্রা করি। ইহা ভাবিয়া উপবন দর্শন করিতে অশ্বারোহণ করিয়া নগরের বাহিরে গেলেন।

সেখানে চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি কুশোৎপাটন করিয়া তাহার মূলে ঘোল দিতেছেন। শকটার মন্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভো বিপ্র তোমার নাম কি এবং এখানে কি করিতেছ। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার নাম চাণক্য শর্ম্মা আমি ষড়ঙ্গের সহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিবাহ করিতে এই পথে যাইতেছিলাম হঠাৎ কুশাঙ্কুরেতে আমার পাদে ক্ষত হইল সেই ক্ষতাশৌচে আমার বিবাহ-ভঙ্গ হইল তন্নিমিত্তে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এখানকার কুশ সকল নির্ম্মূল করিব। হে মন্ত্রিরাজ আমি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জানিয়াছি নতুবা আমার প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি হইত না তাহাতে এই সুগম উপায় পাইয়াছি যে তক্রেতে কুশ নষ্ট হয় তাহা করিয়া প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি করিতেছি। শকটার ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কহিলেন আমি বুঝিলাম যে আপনি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তম বটেন নতুবা আপনকার প্রতিজ্ঞাপূরণ হইত না। ব্রাহ্মণ কিছু সন্তুষ্ট হইয়া পুনশ্চ কহিলেন যে হে মন্ত্রিন্ যদি এই উপায়েতে আমার কার্য্য সিদ্ধ না হয় তবে অভিচার কর্ম্মেতে আমার নৈপুণ্য আছে অতএব আমি হোম করিয়া কুশ বিনাশ করিতে পারি। শকটার এই কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি এই বিপ্র আমার শত্রুর বিপক্ষ হন তবে আমি বিনা যত্নেতে বৈরিসংহার করিতে পারিব। অনন্তর শকটার সেই চেষ্টা করিলেন এবং আপনি সচেষ্ট হইয়া কুশোন্মূলন করিয়া ব্রাহ্মণকে আপনার স্থানে আনিলেন পশ্চাৎ পুরোহিতের ন্যায় সমাদর করিয়া রাজার পিতৃশ্রাদ্ধে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং মন্ত্রী এই মন্ত্রণা করিলেন যে এই বিপ্র পিঙ্গলবর্ণ আর অকৃতবিবাহ ও শ্যাববর্ণনখ-দন্তযুক্ত অতএব ইনি পাত্রভোজনের যোগ্য হইবেন না এবং আমার কার্য্যের বিপরীতকারী যে প্রধান মন্ত্রী তিনি এই ব্রাহ্মণ আমার আনীত ইহা জানিয়া অবশ্য এই ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিবেন তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া রাজার সর্ব্বনাশ করিবেন। মন্ত্রী ইহা স্থির করিয়া রাজার পিতার শ্রাদ্ধারম্ভ হইলে সেই ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে বসাইলেন। প্রধান মন্ত্রী সেই বিপ্রকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ স্মৃতিশাস্ত্রের মতে এই ব্রাহ্মণ পাত্রভোজনের যোগ্য নহে। শকটার শূদ্রজাতি কেন এই ব্রাহ্মণকে আনিয়া ধর্ম্মকার্য্যে অধর্ম্ম করে। নন্দ রাজা মন্ত্রীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়া আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্য ব্রাহ্মণ সভামধ্যে অপমান পাইয়া জলদগ্নির ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া নন্দ রাজার বধের নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা করিলেন। শকটার মন্ত্রী চাণক্য ব্রাহ্মণকে নন্দবধে কৃতসঙ্কল্প জানিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য বুঝিয়া নিজ দেহ ত্যাগের নিমিত্তে বারাণসী প্রস্থান করিলেন। শকটার মন্ত্রী বিচক্ষণ দাসীর পরিত্রাণ করিয়া এবং চাণক্য ব্রাহ্মণকে শত্রুবধে নিযুক্ত করিয়া কেবল বুদ্ধিপ্রভাবে শত্রু বিনাশ করিলেন।

ইতি লৌকিকবিদ্য কথা সমাপ্ত।

অথ উভয়বিদ্যকথা।

যে পুরুষের বুদ্ধি বেদাধ্যয়নে নির্ম্মল হইয়া লৌকিককার্য্যকুশলা হয় এবং তিনি যদি বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে নিপুণ হন তবে লোক সকল তাঁহাকে উভয়বিদ্য কহে। তাহার বিবরণ। কুসুমপুরের নন্দ রাজা পিতৃশ্রাদ্ধের দিবসে চাণক্য ব্রাহ্মণকে পাত্রান্ন ভোজনের নিমিত্তে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রধান মন্ত্রির পরামর্শে ঐ ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করাতে তাঁহার কোপ জন্মিল। যেমত মনুষ্য অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কাল সর্পকে প্রকুপিত করে সেই প্রকার নন্দ রাজা চাণক্য ব্রাহ্মণকে

আহ্বান করিয়া অকারণ কুপিত করিলেন। চাণক্য ব্রাহ্মণ প্রকুপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পর্য্যন্ত নন্দ রাজাকে যমালয়ে না পাঠাইব এবং যাবৎ এই সিংহাসনে কোন শূদ্রকে রাজা না করিব তাবৎ আমার মস্তকের এই শিখা বন্ধন করিব না। পরে চাণক্য ঐ রাজার দ্বারে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক শূদ্রকে দেখিয়া কহিলেন ওরে শূদ্র যদি এই রাজ্যের রাজা হইতে তোর বাসনা থাকে তবে আমার সঙ্গে আয়। তখন ঐ শূদ্র শুভাদৃষ্টের প্রেরিতের ন্যায় হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের সহিত গেল। চাণক্য সেই অনুগত শূদ্রকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে গিয়া এবং আভিচারিক হোম করিয়া নন্দ রাজাকে যমালয়ে পাঠাইলেন এবং আভিচারিক হোমের প্রভাবে নন্দ রাজা নষ্ট হইলে চাণক্য চিন্তা করিলেন যদি এক প্রতিজ্ঞা পূর্ণা হইল তবে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ রাজার সিংহাসনে বসাইয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ করি। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বিনা সেনাতে কি প্রকারে রাজা হইতে পারে সেনাও ধনব্যতিরেকে হয় না আমার কিছু ধন নাই সম্প্রতি কি করিব। ইহা চিন্তা করিয়া রাজা পর্ব্বতকেশ্বরের নিকটে গিয়া কহিলেন হে পর্ব্বতকেশ্বর এই চন্দ্রগুপ্ত বালক ইহাকে কুসুমপুরের রাজা করিব তুমি আপন সেনাদ্বারা ইহার সহায়তা করিয়া সেই রাজ্যের অর্দ্ধ ভাগ গ্রহণ কর। রাজা পর্ব্বতকেশ্বর নন্দ রাজার বধে চাণক্যের যোগ্যতা জানিয়া ভয়েতে সকল সৈন্য লইয়া নন্দ রাজার রাজধানীতে চন্দ্রগুপ্তকে সেখানকার রাজা করিলেন এবং তাহার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিয়া আপনার রাজধানীতে আইলেন। সেইকালে মলয়কেতু রাজার রাক্ষসনামা মন্ত্রী সে চন্দ্রগুপ্ত রাজার নিকটে কোন লোকদ্বারা উপঢৌকনরূপে এক পরম সুন্দরী স্ত্রীকে পাঠাইলেন। রাজা তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিলেন। চাণক্য ঐ স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে তাহার স্বেদজল পান করিয়া অনেক মক্ষিকা মরিল তাহাতেই স্থির করিলেন যে এই স্ত্রী বিষকন্যা। ভাল যদি রাক্ষস মন্ত্রী চন্দ্রগুপ্তবধের নিমিত্তে লোকদ্বারা এই বিষকন্যা পাঠাইয়াছে তবে এই কন্যাদ্বারা অর্দ্ধরাজ্য গ্রাহক যে পর্ব্বতকেশ্বর তাঁহার বধ হউক। ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ লোকদ্বারা সেই কন্যাকে পর্ব্বতকেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন। পর্ব্বতকেশ্বর সময়বিশেষে ঐ কন্যার সহিত সংসর্গ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। চাণক্য সেই সংবাদ শুনিয়া এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বিভাগরহিত জানিয়াও পুনর্ব্বার বিবেচনা করিলেন যে রাক্ষস মন্ত্রী অতি ধূর্ত্ত এ যদি মলয়কেতু রাজার নিকটে থাকে তবে কোন প্রকারে চন্দ্রগুপ্তের মন্দ চেষ্টা করিবে এবং যদি মন্ত্রী রাজা মলয়কেতুর নিকট হইতে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব করে তবে অন্য বিপক্ষ চন্দ্রগুপ্তের কিছু মন্দ করিতে পারিবে না তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে। ভাল যদি আমার দুই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি হইয়াছে তবে মলয়কেতুর নিকট হইতে রাক্ষস মন্ত্রিকে আনিয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিতা স্বীকার করাইয়া মনোরথ সিদ্ধি করিব এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর চাণক্য অনেক বিবেচনা করিয়া অবধারিত করিলেন যে এই কার্য্যসিদ্ধির এক উপায় আছে ঐ রাক্ষস মন্ত্রির মিত্র চন্দনদাস নামে এক বণিক্ আছে সে ঐ রাক্ষস মন্ত্রির পরিজনের ও সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ এবং শকটদাস নামে বণিক্ কৃত্রিম বিরোধ করিয়া আমার নিকট হইতে গিয়া সম্প্রতি মলয়কেতু রাজার নিকটে আছে ঐ শকটদাসের সহিত চন্দনদাসের অত্যন্ত প্রীতি। শকটদাসের কথাক্রমে যদি চন্দনদাস ঐ মন্ত্রির পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি মন্ত্রির নামাঙ্কিত মুদ্রারক্ষক আছে তাহার নিকট হইতে সেই মুদ্রা লইয়া শকটদাসকে দেয় এবং শকটদাস রাক্ষস মন্ত্রির অক্ষরের ন্যায় অক্ষরেতে "মলয়কেতুর অমঙ্গলের নিমিত্তে এক পত্র লিখিয়া তাহাতে ঐ মুদ্রার চিহ্ন করিয়া সেই পত্র মলয়কেতুর শত্রুর নিকটে পাঠাইবার ছলে

কোনলোক স্থানে দেয় সে ব্যক্তি যদি ঐ পত্র কোন প্রকারে মলয়কেতু পাইতে পারে এমত কার্য্য করে তবে মলয়কেতু সেই পত্র দেখিয়া রাক্ষস মন্ত্রিকে আপন নিকট হইতে দূর করিতে পারে এবং আমার সহাধ্যায়ী ভাগুরায়ণ পণ্ডিত সেখানে আছেন তিনি আমার অভিপ্রায় বুঝিলে এই কার্য্যসিদ্ধির সহায়তা করিবেন আর ভদ্রপট প্রভৃতি যোদ্ধারা কালোপযুক্ত কার্য্যকুশল বটে আমি অর্থদ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করি তাহারাও মিথ্যা বিবাদ করিয়া এখান হইতে পলায়ন করুক এবং মলয়কেতুর বিশ্বাসপাত্র হইয়া রাজা ঐ মন্ত্রির প্রতি যাহাতে কোপ করে এমত চেষ্টা করুক এই সকলের চেষ্টাতে এবং ঐ প্রকার পত্র পাওয়াতে রাজা মলয়কেতু অবশ্যই রাক্ষস মন্ত্রিকে দূর করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ সমূহেতে অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হয় বিধাতা প্রতিবন্ধক হইলেও তাহার অন্যথা হইতে পারে না। আর সম্প্রতি বিধাতাও অনুকূল আছেন ইহা দেখিতেছি। নন্দ রাজাকে নষ্ট করিয়া তাহার রাজ্য লইয়াছি এবং তাহার অর্দ্ধরাজ্যগ্রাহককেও নষ্ট করিয়াছি এখন আমার প্রতিজ্ঞার অল্পাবশেষ আছে আমি বুঝি যে বিধাতার ব্যাপার কে বুঝিতে পারে যেমত কোন ব্যক্তি সমুদ্রোত্তীর্ণ হইলেও তাহার নৌকা তীরে আসিয়া মগ্ন হয় অতএব যাবৎ কার্য্যসিদ্ধি না হয় তাবৎ সাহস কর্ত্তব্য নহে ইহা বিবেচনা করিয়া সেই সকল উদ্যোগ করিলেন। রাজা মলয়কেতু ঐ প্রকার পত্র পাইয়া রাক্ষস মন্ত্রীকে আপনার নিতান্ত অনিষ্টকারী জানিয়া মন্ত্রিকে অপমান করিয়া আপনার অধিকার হইতে দূর করিলেন। কিন্তু মলয়কেতু মন্ত্রির পূর্ব্বোপদিষ্ট মন্ত্রণাতে চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে কুসুমপুরে যাত্রা করিলেন। চাণক্য পণ্ডিত পরম্পরায় ঐ সংবাদ শুনিয়া শার্ঙ্গরব নামে আপনার প্রিয় শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে পুত্র আমি শুনিলাম রাজা মলয়কেতু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন তুমি ইহার কিছু সংবাদ জান। শার্ঙ্গরব নিবেদন করিলেন হে মহাশয় রাজা মলয়কেতু রাক্ষস মন্ত্রিকে অপমানপূর্ব্বক দূর করিয়া এই নগরে আসিবার নিমিত্তে যাত্রা করিয়াছেন শুনিলাম যে দুই তিন দিনের পথেতে আছেন। চাণক্য শিষ্যের কথা শুনিয়া কহিলেন আঃ রাক্ষসের কিরূপ অপমান হইয়াছে এবং সেই অপমানের কারণ কি। শিষ্য নিবেদন করিলেন রাজার চরিত্র বুদ্ধির অগম্য এবং কদাচিৎ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের সম্ভব হয় কিন্তু রাক্ষসের অপমানের এই কারণ শুনিয়াছি শকটদাসের লিখিত পত্র রাক্ষস মন্ত্রির মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল সেই পত্র মন্ত্রির চর রাজার বিপক্ষের নিকটে লইয়া যাইতেছিল মলয়কেতু রাজা সেই পত্র পাইয়া মন্ত্রির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাকে তিরস্কার করিয়া দূর করিয়াছেন। চাণক্য পণ্ডিত শিষ্যমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন যে এই কারণে অবশ্য মন্ত্রির অপমান হইতে পারে এবং রাজা অসঙ্গতকার্য্যকারকের অবশ্য দমন করিতে পারেন। সেই সময় এক লোক আসিয়া কহিল হে চাণক্য মহাশয় রাজা মলয়কেতু যুদ্ধ করিতে কুসুমপুরে আসিতেছিলেন পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া স্বস্থানে গেলেন। চাণক্য তাহা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া শিষ্যকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন রাক্ষস মন্ত্রী এবং তাহার মিত্র চন্দনদাস এখন কোথায় আছে। শিষ্য তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে চন্দনদাস কোন কার্য্যের নিমিত্তে এখানে আসিয়াছে। রাক্ষস মন্ত্রী আপন মানভঙ্গজন্য দুঃখেতে ব্যথিত হইয়া কোন অরণ্যমধ্যে আছে। চাণক্য এই সমাচার শুনিয়া কহিলেন এ উত্তম হইয়াছে ইহাতে বুঝি আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। হে পুত্র তুমি সম্প্রতি পদাতিদ্বারা চন্দনদাসকে ও যাজুক পুরুষদিগকে আনাইয়া তাহাদিগের সকলের সাক্ষাতে ইহা কহ যদি চন্দনদাস চারি কিম্বা পাঁচ দিনের মধ্যে রাক্ষস

মন্ত্রির পরিজনদিগকে আনিয়া দেয় তবে উত্তম নতুবা চন্দনদাসকে শূলে দিতে হইবেক চন্দনদাস মিত্রবৎসল সে কখনও রাক্ষস মন্ত্রীর পরিজনদিগকে আনিয়া দিবে না বরং আপনার মৃত্যু স্বীকার করিবেক। রাক্ষস মন্ত্রী সেই সংবাদ শুনিলে চন্দনদাসের প্রাণরক্ষার নিমিত্তে অবশ্য এখানে আসিবে এবং তখন তাহাকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিতা স্বীকার করিতে কহিলে অবশ্য তাহাও করিবে। শার্ঙ্গরব ইহা শুনিয়া নিবেদন করিলেন হে মহাশয় আপনি উত্তম আজ্ঞা করিলেন এই প্রকার করিলে মন্ত্রী রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে পারিবে। কর্ম্মস্বরূপ যে পাশ তাহাতে হয় যে বন্ধন তাহা মনুষ্যের অচ্ছেদ্য হয়। অপর নারায়ণ প্রয়োজনসাধনের নিমিত্তে বামনতা স্বীকার করিয়াছেন এবং রামচন্দ্র স্বপ্রয়োজনের নিমিত্তে বনবাস ও বানরের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন ইহাতে মনুষ্য কার্য্যপাশে বদ্ধ হইয়া প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে কি ব্যবহার না করে অতএব সেই ক্ষুদ্র রাক্ষস চন্দনদাসের রক্ষানুরোধে অবশ্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিতা স্বীকার করিবে। অনন্তর শার্ঙ্গরব বাহিরে চন্দনদাসকে এবং ঘাতুক পুরুষদিগকে ডাকাইয়া গুরুর শিক্ষিত বাক্যানুসারে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে ঘাতুক পুরুষেরা চন্দনদাসকে কারাগারে বদ্ধ রাখিল। রাক্ষমন্ত্রী সেই সংবাদ শুনিয়া কুসুমপুরে আসিয়া এবং চাণক্য পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিল হে মহামহিম চাণক্য পণ্ডিত চন্দনদাস বণিক্ নিরপরাধ এবং আমাদিগের জন্যে প্রাণ ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছে অতএব ইহাকে ত্যাগ কর তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা আমার প্রতি প্রকাশ কর। চাণক্য পণ্ডিত ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রী রাক্ষস তুমি যদি চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে তুমি রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া রাজার শত্রু ধ্বংসের নিমিত্তে খড়্গ ধারণ কর। রাক্ষস আপনার কার্য্যলাভ জন্য আহ্লাদে এবং চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষা হইবে এই আহ্লাদে পরম আপ্যায়িত হইয়া নিবেদন করিল হে পণ্ডিতরাজ আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিলেন এবং পশ্চাৎ যে আজ্ঞা করিলেন আমার তাহাই কর্ত্তব্য। ইহা কহিয়া চন্দ্রগুপ্ত রাজার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া রাজার শত্রু নিবারণার্থে খড়্গ ধারণ করিল। তখন চাণক্য পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্ত রাজার বিষয়ে নিরুদ্বেগ হইলেন এবং আপনার দৈবসামর্থ্যেতে নন্দ রাজাকে নষ্ট করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সেই সিংহাসনে রাজা করিয়া এবং লৌকিক কার্য্যের কৌশলেতে রাক্ষস মন্ত্রিকে চন্দ্রগুপ্তের সচিব করিয়া আপনি পূর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিজ মস্তকের মুক্ত শিখা বন্ধন করিলেন। অনন্তর মহোৎসাহযুক্ত হইয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। সেই সময়ে প্রবীণেরা বিবেচনা করিলেন যে চাণক্য পণ্ডিতের ক্রোধ যমের ন্যায় সংহারক যেহেতুক নন্দ রাজাকে শীঘ্র নষ্ট করিল এবং চাণক্যের অনুগ্রহ কল্পবৃক্ষ হইতেও অধিক ফলপ্রদ। কল্পবৃক্ষের নিকটে কেহ যাচ্ঞা করিলে কল্পবৃক্ষ যাচকের ইচ্ছানুরূপ ফল দেন চাণক্যের অনুগ্রহ বিনাপ্রার্থনাতে চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্য দান করিল। অতএব সেই চাণক্য পণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে সকল লোকের নিকটে বিদ্যাতে এবং বুদ্ধিদ্বারা ও নিজ যোগ্যতাতে দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় খ্যাত ছিলেন।

ইতি উভয়বিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ উপবিদ্যকথা।

তত্ত্বজ্ঞেরা বেদাদি চতুর্দ্দশপ্রকার শাস্ত্রবিদ্যাসকল নিরূপণ করিয়া চিত্র ও ইন্দ্রজাল এবং নৃত্য প্রভৃতি উপবিদ্যা সকল কহিয়াছেন। যে পুরুষ সেই উপবিদ্যাতে কুশল হন তিনি উপবিদ্যরূপে খ্যাত হন। তাহাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ চিত্রবিদ্যের বিবরণ কহা যাইতেছে।

অথ চিত্রবিদ্যাকথা।

পূর্ব্বকালে শশী এবং মূলদেব নামে দুই সখা ছিল তাহারা নিজ গুণ-গরিমাতে অতি শয় গর্ব্বিত ছিল। এক সময় দেশান্তর দর্শনেচ্ছাতে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে কোশলা নগরীতে উপস্থিত হইল। সেই নগরীর রাজার কৌমুদী নামে এক কন্যা। তিনি যোগিনীমৎ গ্রাম হইতে কোশলা নগরীতে আসিতেছিলেন। মূলদেব সেই পরম সুন্দরী রাজকুমারীর রূপ দেখিয়া কামপীড়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। শশী মূলদেবকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে দেহি-দিগের শরীর ভিন্ন ভিন্ন হয় কিন্ত তাহারদিগের সখ্যে বিভিন্নতা নাই যদি সুহৃদ্ব্যক্তি মিত্রের সুখ ও দুঃখের ভাগী না হয় তবে সে কেমন সুহৃদ্। আমার প্রাণসদৃশ সখা মূলদেব ইনি রাজকন্যার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া-ছেন ইহাতে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম অতএব মিত্ররক্ষার চেষ্টা করি। ইহা ভাবিয়া বন্ধুকে উঠাইয়া অনেক ভরসা দিল। পশ্চাৎ শশী সেই স্থানের মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল হে মালিনী এই যুবতীর নাম কি এবং ইনি কাহার কন্যা আর কি নিমিত্তেইবা যোগি-নীমৎ গ্রামে যাতায়াত করেন। মালিনী উত্তর করিল যে ইনি এখানকার রাজার কন্যা ইহার নাম কৌমুদী। রাজা এই কন্যার বিবাহের চেষ্টা সর্ব্বদা করেন কিন্তু কন্যা কাহাকেও স্বামীরূপে স্বীকার করেন না সর্ব্বদা যোগিনীর নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করেন এবং পুরুষসকলকে নিন্দা করেন কিন্তু ইহার কারণ কি তাহা জানি না। শশী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল হে মালিনী এই যুবতী কোন পুরুষকেই আকাঙ্ক্ষা করেন না এ বড় আশ্চর্য্য অন্য স্ত্রী দিবারাত্রি কায়মনোবাক্যেতে পুরুষসমভিব্যাহার চেষ্টা করে এবং স্ত্রী সর্ব্বদা পরাধীনা অতএব পুরুষের আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকে না। সে যে হউক সম্প্রতি আমি স্ত্রীবেশ ধারণ করিতেছি তুমি আমাকে রাজকুমারীর সেবায় নিযুক্ত কর। অনন্তর মালিনী ঐ স্ত্রীবেশধারী পুরুষকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিল যে হে রাজকুমারি ইহার নাম শশিলেখা ইনি সাধ্বী স্ত্রী তোমাকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করিতে ইচ্ছা করেন। রাজকুমারী সেই কথা স্বীকার করিলেন। শশিলেখা তদবধি রাজ-কুমারীর পরিচারিকা হইল। কিছু কালের পর উভয়ের সম্প্রীতি জন্মিলে শশিলেখা নৃপ-সুতাকে জিজ্ঞাসা করিল হে কুমারি তোমার যৌবনদশাতে কি কারণ সংসারিক সুখ-ভোগেতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছে এবং কি নিমি ত্তেই বা পুরুষেতে অনিচ্ছা হইয়াছে। রাজ-কুমারী ঐ কথা শুনিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন হে শশিলেখা আমি ইহার কারণ কহিব না এবং তুমি পুনর্ব্বার আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও না। শশিলেখা পুনশ্চ কহিল যে আমি তোমার পরিচারিকা ও সখী কেন তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিব তোমার কার্য্য দেখিয়া তোমার পিতা কোন প্রকারে প্রীতিযুক্ত হইতে পারেন না এবং তোমার মাতা সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকেন আর ভ্রমরকর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট ঈষৎ প্রফুল্লকমলের ন্যায় তোমাকে অতি কোমলা দেখিতেছি তুমি নিতান্ত অকর্ত্তব্য অথচ অপথ্য এমত কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্তা হই-য়াছ ইহা দেখিয়া কোন লোক বিষণ্ন না হই-তেছে অর্থাৎ সকল লোক বিষাদযুক্ত হই-তেছে। অতএব তোমার কি দুঃখ তাহা কহ যদি তাহার উপায় থাকে তবে সেই উপায় করিব নতুবা সকলে মিলিত হইয়া ঐ দুঃখ সহ্য করিব। শুন এক লোক যদি দুঃখ স্বীকার করিয়া বৃহদ্ভার বহন করে তবে তাহার অতি গুরু বোধ হয় এবং সেই ভার যদি অনেক লোক বহন করে তবে তাহাদের অতি লঘু বোধ হয় এই নিমিত্তে মনুষ্যেরা সকল দুঃখ মিত্রবর্গকে নিবেদন করেন। হে সুভাষিণি তোমার পুরুষপরিগ্রহ না করণের কারণ কি

তাহা কহ। রাজকুমারী শশিলেখার বিনয়-বাক্য শুনিয়া কহিতে লাগিলেন হে সখি শশি-লেখা তুমি আমার প্রাণতুল্যা তোমাকে সকল কথাই কহিতে পারি অতএব পুরুষপরিগ্রহ না করণের কারণ শুন। পূর্ব্বজন্মে আমি মৃগী ছিলাম এবং আমার স্বামী কৃষ্ণসার ছিলেন। এক সময়ে নূতন কুশাঙ্কুরেতে পরিপূর্ণ এক ক্ষেত্রেতে চরিতেছিলাম আমার অনুরক্ত স্বামীও নিকটে ছিলেন হঠাৎ ব্যাধের জালেতে সেই স্থান বেষ্টিত হইল তখন আমি পূর্ণগর্ভা অধিক গমনাগমন করিতে পারি না ব্যাধের জাল দেখিয়া স্বামিকে কহিলাম হে মৃগ তুমি উল্লম্ফন করিতে সমর্থ বট এই জাল উল্লঙ্ঘন করিয়া শীঘ্র কোন স্থানে গিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হওয়া অতি কঠিন। পরে মৃগ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াও আমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না কেবল ব্যাধের শরে নষ্ট হইলেন কিন্তু মরণ সময়ে এক কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই। আমরা দুই জীব কামশাস্ত্রোক্ত ব্যসনেতে রহিত এবং কামকলাতে চতুর আর শিব-পার্ব্বতীর ন্যায় উত্তম প্রেমযুক্ত এই প্রকার আমাদিগের যে প্রেমসূত্র তাহা প্রাণা-ন্তেও ছিন্ন হইল না। তাহার পর আমিও ব্যাধের বাণেতে বিদ্ধ না হইয়া স্বামির শোকেতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব পাইলাম কিন্তু স্বামিতে আমার অধিক ভক্তি ছিল সেই পুণ্যেতে আমি জাতিস্মরা হইয়া রাজবংশে জন্মিয়াছি স্বামির সেই সকল গুণের নিমিত্তে ইহ জন্মেতেও কেবল সেই স্বামিকে স্মরণ করিতেছি কিন্তু কোন প্রকারে তাঁহাকে পাইতে পারি না তথাপি অন্যপুরুষকে দেখিতেও ইচ্ছা করি না কি বিবাহ করিব। শশিলেখা সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল হে রাজপুত্রি এখন সেই পুরুষ কোথায় আছেন তুমি তাহা জান। রাজ-কুমারী কহিলেন আমি জাতিস্মরা হইয়া আপনার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারি কিন্তু আমার ভর্ত্তা কোথায় আছেন তাহা আমি জানিতে পারি না আর তিনি অন্য শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন আমি কি প্রকারেই বা তাঁহাকে চিনিতে পারিব এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া রাজকুমারী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শশিলেখা রাজকুমারীকে কহিলেন হে বুদ্ধিমতি রোদন করিও না সকল কর্ম্ম ঈশ্বরাধীন যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে তবে তোমার স্বামী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবেন। পরে সেই স্ত্রীবেশধারী শশী মূলদেবের নিকটে আসিয়া রাজকুমারীর মনোগত বৃত্তান্ত কহিল এবং পুনর্ব্বার নৃপনন্দি-নীর নিকটে গেল। মূলদেব চিত্রবিদ্যাতে অতি নিপুণ ছিল সে মিত্রের কথানুসারে এক পট চিত্র করিয়া তাহার এক দেশে সেই প্রকারে জালে বদ্ধ মৃগীর ও মৃগের মূর্ত্তি লিখিয়া দ্বিতীয় প্রদেশে রাজকুমারীর এবং আপনার আকৃতি লিখিয়া রাজবাটীতে গিয়া সেই পট রাজনন্দিনীকে দেখাইল। রাজকুমারী ঐ পট দেখিয়া এবং পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। শশি-লেখা রাজকুমারীকে রোদন করিতে দেখিয়া কহিল হে কর্ত্রি তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ স্থির হও। এই প্রকার কহিয়া চিত্রকরকে কহিল রে ধূর্ত্ত চিত্রকর তুই অতি দুরাত্মা আমার কর্ত্রীকে কি দেখাইলি তাহা দেখিয়া কর্ত্রীর মনেতে শোকসাগরের প্রবাহ উপস্থিত হইল। অনন্তর রাজকুমারী কহিলেন হে সখি তুমি এই পুরুষকে কোন দুর্ব্বাক্য কহিবা না ইনি আমার স্বামী। শশিলেখা উত্তর করিল যে কি প্রকারে ইহা জানিব। নৃপসুতা কহিলেন এই চিত্রিত পট দ্বারা ইনি পরিচিত হইয়াছেন। শশিলেখা পুনর্ব্বার কহিল ধূর্ত্ত লোক চিত্র করিয়া কোন্ বস্তু দেখাইতে না পারে। পশ্চাৎ রাজকুমারী উত্তর করিলেন যে ধূর্ত্ত লোক যদি জানিতে পারে তবে চিত্র করিয়া সকলি দেখাইতে পারে কিন্তু আমার জন্মান্তরের কথা এই লোক কিরূপে জানিল। পরে শশিলেখা কহিল আপনি যদি অন্য

কাহারো সাক্ষাৎ এ কথা কহিয়া থাক তবে এই লোক জানিতে পারে। অনন্তর রাজপুত্রী কহিলেন হে সখি তুমি আমার অতি প্রিয়তমা এই কারণ তোমার নিকটে গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়াছি। তাহা শুনিয়া শশিলেখা নিবেদন করিল হে কর্ত্রি যদি তুমি এই কথা অন্য লোকের সাক্ষাৎকারে না কহিয়া থাক এবং অন্য কেহ কোন প্রকারে না জানে এমত হয় তবে এই পুরুষ তোমার স্বামী হইতে পারে। তখন রাজপুত্রী কহিলেন হে সখি এই পুরুষ আমার স্বামী বটেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই তুমি আর কথান্তর উপস্থিত করিবা না। ইহা কহিয়া ঐ মূলদেবের অনেক সমাদর করিলেন এবং রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা কন্যার বিবাহের সংবাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া নৃত্য এবং গীত ও বাদ্য করিয়া মূলদেবের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। মূলদেব চিত্রবিদ্যা-প্রভাবে আপনার অভীষ্ট লাভ করিল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন মহাদেব সৃষ্টি করিয়াছেন যে বৈদ্যক শাস্ত্র মনুষ্যেরা সেই শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়েতে যে কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে অন্য লোক চিত্রবিদ্যা ও গীতবিদ্যা এবং গ্রাম্য-ভাষারচিত কবিতাবিদ্যা দ্বারাও সেই কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে।

ইতি চিত্রবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ গীতবিদ্যকথা।

যে লোক গীতবিদ্যা অভ্যাস করিয়া ঐ গান শ্রবণ করাইয়া সকল জীবকে আহ্লাদিত করিতে পারে সেই হেতুক অর্থ লাভ ও যশ সঞ্চয় করিতে পারে সে লোক গীতবিদ্যরূপে খ্যাত হয়। তাহার উদাহরণ এই।

গৌরক্ষ নগরে উদয়সিংহ নামে এক রাজা তিনি সকল গুণবোদ্ধা এবং বিশেষজ্ঞ ও অতিশয় দাতা ছিলেন তন্নিমিত্তে গুণীসমূহ তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কাল যাপন করে। এক সময়ে কলানিধি নামে এক গায়ক তীরভুক্তি নামে রাজ্য হইতে আসিয়া ঐ রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। পরে রাজার সেবাৰ্চ্চাসময়ে উত্তম গান করিয়া রাজাকে ও সভাসদ লোক সকলকে সন্তুষ্ট করিল। তাহাতে রাজা ঐ গায়ককে অনেক অর্থ দিয়া সম্মানিত করিলেন। অনন্তর রাজার স্বদেশীয় গায়কেরা কলানিধির প্রশংসা ও অর্থলাভ শুনিয়া ক্রোধেতে কলানিধির সহিত বিবাদ করিয়া কলানিধিকে অনেক দুর্ব্বাক্য কহিল এবং রাজসমীপে গিয়া কহিল হে ভূপাল এই কলানিধি বিদেশীয় এই নিমিত্তেই কি গীতকলাতে অতি নিপুণ হইতে পারে। আপনি কিহেতু এই লোকের এত পুরস্কার করিলেন এই লোক গীতবিদ্যাতে কুশল নয় যেমত গুণী লোকের সংগ্রহ না করাতে রাজার অবিজ্ঞতা প্রকাশ হয় তেমত মূর্খ লোকের সংগ্রহ করাতে রাজার অপ্রতিষ্ঠা হয়। নরপতি উত্তর করিলেন হে গায়কেরা এই কলানিধির গানেতে আমার অন্তঃকরণ বড় আর্দ্র হয় সেই কারণ আমি ইহার পুরস্কার করিয়াছি তোমরা কেন অনুভববিরুদ্ধ কথা কহিতেছ যে এই লোক গুণী নয়। পশ্চাৎ গায়কেরা নিবেদন করিল হে মহারাজ যদি আপনি আমাদের কথায় বিশ্বাস না করিলেন তবে সভামধ্যে বসিয়া কলানিধির এবং আমাদিগের গীতবিদ্যার বিচার করুন। নরপতি কহিলেন হে কলানিধি তুমি ইহাদের বাক্যের উত্তর দেও। কলানিধি কহিল হে মহারাজ ইহাদিগের কথার উত্তর করিতে আমার ইচ্ছা হয় না এবং আমি যে উত্তমরূপে গান করি এমন সময়ও নাই যখন হরসিংহ রাজা গানের বিচারকর্ত্তা এবং শ্রোতা ছিলেন তখন উত্তমরূপে গান করিয়াছি এখন সেপ্রকার গানবোদ্ধা লোক নাই। এ কারণ উত্তমরূপে গান করিতে আমার ইচ্ছা নাই যেমত কোকিল বসন্তসময় অতীত হইলে পঞ্চমস্বরে গান করে না আমিও হরসিংহ রাজার স্বর্গারোহ-

ণের পর বিচারকর্ত্তার অভাবে সম্প্রতি সেই প্রকার হইয়াছে কিন্তু যেমত দেবগণ স্বর্গে সকল সংবাদ জানেন সেই প্রকার মধুরস্বরসংযুক্ত এবং শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণ আর্দ্র করে এমত যে গান তাহার সকল কলা আমি জানি আর ভূমণ্ডলের মধ্যে আমার সদৃশ গায়ক নাই। গায়কেরা এই কথা শুনিয়া কহিল হে নরপতি এই লোকের মহাভিমান আপনি ইহা বিবেচনা করুন। রাজা উত্তর করিলেন সত্য তীরভুক্তির লোকেরা স্বভাবিক অহঙ্কারী হয়। কলানিধি কহিল হে নরপতি আমি অহঙ্কারী নহি কিন্তু যথার্থ নিবেদন করিয়াছি ভাল আমি আপনার অগ্রে গান করিব এবং তোমার গায়কেরাও গান করিবেন কিন্তু সেই দুই গানের বিচার কে করিবে মহাদেব এবং হরসিংহ রাজা এই দুই জন গীতজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যে হরসিংহ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এক্ষণ কেবল মহাদেব গীতজ্ঞ আছেন যদি তিনি এখানে আসিয়া গীতের বিচার করেন তবে আমি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক উত্তমরূপে গান করিব। গায়কেরা রাজাকে কহিল হে মহারাজ আপনি বিবেচনা করুন সদাশিব পরমেশ্বর তিনি আমাদিগের অপ্রাপ্য বস্তু অতএব মধ্যস্থের অভাব হইল ইনি যদি অন্য মধ্যস্থ স্বীকার না করেন তবে তাহাতেই ইহার পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ হইবে। তখন কলানিধি বলিল যদি তোমরা এই প্রকার অনুভব করিতেছ তবে তোমরা কোন লোককে মধ্যস্থ কর তাহার অগ্রেই গান করিব। গায়কেরা উত্তর করিল যদি এতদ্দেশীয় কোন লোক মধ্যস্থ হয় তবে তুমি পশ্চাৎ কহিবা যে ইনি পক্ষপাত করিলেন তন্নিমিত্তে কহিতেছি যে হরিণেরা গানবোদ্ধা এবং তাহারা কাহারও পক্ষপাত করিবে না অতএব আমরা তাহাদিগের অগ্রে গান করিব এবং তুমিও সেই হরিণদের সাক্ষাৎ গান করিবা। সেই কথা শুনিয়া কলানিধি উত্তর করিল যে হরিণেরা পশু বটে কিন্তু গীতরসলম্পট তাহারা গান মাত্রেতে মগ্ন হয় যদি পশুদিগকেই মধ্যস্থ করা তোমাদিগের পরামর্শ হইল তবে গো সকল মধ্যস্থ হউক। পরে সকলের অনুমতিতে গো-সকল মধ্যস্থ হইল। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিলেন তবে এই ব্যবস্থা হউক যে তৃষার্ত্ত গো-সকল জলপানোদ্যত হইয়া যাহার গানশ্রবণেতে জলপান ত্যাগ করিয়া সমুদায় গান শুনিবে সেই গায়ক প্রশংসনীয় হইবে। পশ্চাৎ সেই প্রকার করিলে তৃষ্ণার্ত্ত গো-সকল কলানিধির গান শুনিয়া জল পান ত্যাগ করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া গান শুনিতে লাগিল তাহা দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা কলানিধিকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ঐ গায়ককে অনেক ধন দিলেন। প্রবীণেরা কহিয়াছেন গীতবিদ্যাতে নিপুণ যে পুরুষ তিনি পশুপর্য্যন্ত সকল জীবকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন এবং যাঁহার গানবিদ্যায় পশুর সন্তোষ জন্মায়। সেই গীতবিদ্যা কোন্ লোকের সন্তোষ না জন্মায় আর ভক্তদিগের গানে ঈশ্বর যেমত সন্তুষ্ট হন তেমত অন্য কোন ব্যাপারে তুষ্ট হন না।

ইতি গীতবিদ্যাকথা সমাপ্তা।

অথ নৃত্যবিদ্যকথা।

গান অর্থাৎ স্বরযুক্ত বাক্যের উচ্চারণ এবং হস্তপাদাদির সঞ্চালন ও শ্লোক আর তালসংযুক্ত বাদ্য ও সকল রস যিনি এই সকল বিদ্যায় নিপুণ হন এবং তিনি যদি সর্ব্বত্র এই সকল বিদ্যা প্রকাশ করিতে পারেন তবে তিনিই নৃত্যবিদ্যারূপে খ্যাত হন। ভরত পণ্ডিত কহিয়াছেন যে পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা ইন্দ্রের প্রার্থনাতে সকল বেদের সার আকর্ষণ করিয়া নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদ সৃষ্ট করিয়াছেন। তাহার বিবরণ এই ঋক্‌বেদের সার গ্রহণ করিয়া গানের সৃষ্টি করিলেন এবং সামবেদের সারাকর্ষণ করিয়া শ্লোকের সৃষ্টি করিলেন ও

যজুর্ব্বেদের সার লইয়া হস্তপদাদি সঞ্চালনের নিয়ম করিলেন আর অথর্ব্ব বেদের সার লইয়া সকল রসের উৎপত্তি করিলেন। এইরূপে সকল বেদের সারেতে ব্রহ্মা নাট্য বেদের অর্থাৎ নৃত্যবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই নৃত্য দুইপ্রকার লাস্য ও তাণ্ডব। স্ত্রীলোকের যে নৃত্য তাহার নাম লাস্য এবং পুরুষের যে নৃত্য তাহার নাম তাণ্ডব। লাস্যদর্শনে পরমেশ্বরী সন্তুষ্টা হন এবং তাণ্ডব দর্শনেতে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। নৃত্য দর্শনেতে ঈশ্বরের সন্তোষ হয় এবং মনুষ্যেরও সন্তোষ হয় এই প্রযুক্ত নৃত্য অদৃষ্টফলক এবং দৃষ্টফলক হন আর নৃত্যবিদ্যা ধনিসমূহের লীলারূপা এবং সুখী লোকের ধৈর্য্যরূপা ও স্বচ্ছন্দচিত্ত যে পুরুষ সকল তাহাদিগের অভ্যাসযোগ্যা আর সকল জীবের চিত্ত স্থির করে আর যোগীদিগের সংসার-বাসনার বিরতি করে ও কাব্যরসেতে রসিক যে পুরুষেরা তাহাদের প্রীতি জন্মায় এবং কবিতাকর্ত্তা পণ্ডিতদিগের নূতন নূতন কীর্ত্তি প্রকাশ করে অতএব নৃত্যবিদ্যা বিশ্বের উপকার করে। তাহার বিবরণ।

গৌড়দেশে লক্ষ্মণসেন নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার মন্ত্রীর নাম উমাপতি এবং নটের নাম গন্ধর্ব্ব। এক সময়ে রাজার সকল কার্য্যাবসরে সেই নর্ত্তক স্নান করিয়া আপনার কপালে এবং কণ্ঠে চন্দনবিন্দু দিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মন্ত্রী উমাপতি ঐ নটকে দেখিয়া কৌতুকার্থে সংস্কৃত বাক্যের ধারানুসারে যে পরিহাস করিলেন তাহার বিবরণ এই। যে শব্দের উপরে এক বিন্দু থাকে অর্থাৎ অনুস্বার থাকে সে শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়। মন্ত্রী নটের ললাটে চন্দনের এক বিন্দু দেখিয়া উপহাস করিলেন যে হে নট তো্মার ললাটে একবিন্দু দেখিতেছি অতএব তুমি কি ক্লীব নট। ক্লীবলিঙ্গ নট শব্দের অর্থ মূর্খ। নর্ত্তক ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে উমাপতিধর আমার কণ্ঠেতে আর এক চন্দনবিন্দু আছে আমি পুংনট। পুংলিঙ্গ নট শব্দের অর্থ নর্ত্তক আর তদ্বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ। অতএব আমি নর্ত্তক বটি কিন্তু নৃত্যবিদ্যাতে সর্ব্বজ্ঞ। উমাপতি মন্ত্রী নর্ত্তকের উত্তর শুনিয়া কোপ করিয়া কহিলেন রে নটাধম তুই চার এবং জায়াজীব আমাকে এই প্রকার দুর্ব্বাক্য কহিলি তোর বিবেচনায় কি আমি উমাপতিধর। উমাপতিধরের অর্থ এই। উমাপতি মহাদেব তাঁহাকে যে ধারণ করে অর্থাৎ বহন করে সে বৃষ তুই কি আমাকে বৃষ কহিলি। নট উত্তর করিল যে তুমি আমাকে প্রথমত ঐরূপ পরিহাস করিয়াছ যেমত কং শব্দের অর্থ ব্রহ্মা কং শব্দের অর্থ মস্তক সেই প্রকার আমাকে ক্লীব নট কহিয়া মূর্খ কহিয়াছ আমি সেই কথার উত্তরের নিমিত্তে কহিয়াছি যে আমি পুং নট অর্থাৎ আমি নর্ত্তক অথচ সর্ব্বজ্ঞ। উমাপতি মন্ত্রী ক্রোধ করিয়া কহিলেন যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও তবে ভবভূতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক নাটক গ্রন্থের উত্তর ভাগে রামচন্দ্রচরিতের যে যে প্রকরণ আছে তাহাই নৃত্য করহ। নর্ত্তক উত্তর করিল ভাল সেই প্রকার নৃত্য করিব। রাজা কৌতুক-দর্শনোৎসুক হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ আনিয়া নটকে দিলেন। নর্ত্তক ঐ বেশ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় সাজিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। পরে সীতাকে স্পর্শ করিতে বাসনা করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া ভূমিতে পড়িল এবং আপনাকে রামচন্দ্র জ্ঞান করিয়া সীতার অপ্রাপ্তির জন্য শোকেতে প্রাণত্যাগ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে নর্ত্তক আপনাকে রামচন্দ্র বোধ করিয়া প্রিয়ার বিরহেতে দুঃখিত হইয়া আপনার মনে এই সকল চিন্তা করিল যে সেই মহাবন এই এবং বটবৃক্ষ এই আর সীতা আমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছেন আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিলাম না। নট মরণ সময়ে এইরূপ আপনাকে রামচন্দ্র জ্ঞান করিয়া মুনির ন্যায় মোক্ষপ্রাপ্ত হইল।

ইতি নৃত্যবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ ইন্দ্রজালবিদ্যকথা।

অপ্রকৃত বস্তুতে যে প্রকৃত ভাব দর্শন করান তাহার নাম ইন্দ্রজালবিদ্যা। তাহাতে কুশল যে পুরুষ তাহার নাম ঐন্দ্রজালিক। তাহার উদাহরণ এই।

শাল্মলী বনের নিকটে পক্ষধর নামে এক পণ্ডিত তিনি ইন্দ্রজালবিদ্যাতে নিপুণ ছিলেন এবং সময়বিশেষে রাজাদিগকে ইন্দ্রজালবিদ্যার কৌতুক দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন। সেই দেশের রাজার শ্বশুরের নাম দেবরাজ তিনি এক উৎসবসময়ে রাজাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজা দেবরাজের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া ও কৃতাহ্নিক হইয়া ক্ষুধার অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত পাক সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া দিবসের প্রথম প্রহরেতেই ভোজন করিবার নিমিত্তে ঘোটকারোহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিলেন। দেবরাজ ঐ সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন যে রাজা আমার জামাতা ইনি পরম মান্য আমার গৃহে ভোজন করিতে আসিতেছেন কিন্তু আমার ঘরে এখন পর্য্যন্ত পাকারম্ভ হয় নাই কি করিব। সেই সময় পক্ষধর পণ্ডিত দেবরাজকে কহিলেন হে দেবরাজ তুমি কিছু ভয় করিও না তুমি কোন প্রকারে লজ্জা পাইবা না আমি রাজাকে আহ্বান করিতে যাইতেছি কিন্তু আমি পথেতে তাহাকে কৌতুক দর্শন করাইব যখন এখানে পাক সম্পন্ন হইবে তখন তিনি তোমার গৃহে আসিবেন। পশ্চাৎ পক্ষধর পণ্ডিত পথেতে রাজার সম্মুখে ইন্দ্রজালবিদ্যাপ্রভাবে যে যে ব্যাপার করিলেন তাহার বিবরণ এই। দুই বলবান্ মেষ তুল্য সামর্থ্যেতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। সেই যুদ্ধের অবসানে দুইমল্ল অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। তাহার পর এক বক পক্ষীর মুখ হইতে কতকগুলি সফরী মৎস্য নির্গত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল সেই স্থলে অকস্মাৎ নদীপ্রবাহ আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাতে ঐ মৎস্যসকল ক্রীড়া করিতে লাগিল। অনন্তর কুক্কুরের ভয়েতে এক মৃগ অতিদূর পলায়ন করিতেছে। রাজা পথমধ্যে এই সকল কৌতুক দেখিতে যে কালক্ষেপণ করিলেন তাহার মধ্যে দেবরাজের ঘরে অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। অনন্তর পক্ষধর পণ্ডিত রাজাকে আহ্বান করিলে শ্বশুরের গৃহে আসিয়া ভোজন করিলেন এবং ভোজনাবসানে আমি মিথ্যা মেষযুদ্ধাদি দর্শন করিয়াছি ইহা জানিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সেই ঐন্দ্রজালিক পক্ষধর পণ্ডিতকে নানারত্নাদি দানেতে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রজালবিদ্যার ব্যাপার দেখিয়া ভূপতিরা নানারত্নদান করেন এবং পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট হন অতএব ইন্দ্রজালবিদ্যাতে কোন্ লোক চমৎকৃত না হন অর্থাৎ সকল লোক চমৎকৃত হন।

ইতি ইন্দ্রজালবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ পূজিতবিদ্যকথা।

রাজারা যে বিদ্যার পূজা করেন অর্থাৎ যে প্রশস্তবিদ্যাহেতুক ঐ বিদ্যাবানের পূজা করেন সেই বিদ্যাযুক্ত যে পুরুষ তাঁহার নাম পূজিতবিদ্য। তাহার বিবরণ এই।

ধারা নগরীতে ভোজ নামে এক রাজা ছিলেন। কোন পণ্ডিত প্রাতঃকালে রাজার সভায় আসিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। হে ভোজরাজ তোমার কীর্ত্তি সর্ব্বত্রব্যাপিনী হইয়াছে তাহাতে সকল সমুদ্র ক্ষীরোদসমুদ্রের ন্যায় হইয়াছে এবং সর্প বাসুকির ন্যায় হইয়াছে ও পর্ব্বত সকল কৈলাসের মত হইয়াছে আর তোমার দানেতে সকলে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে কিন্তু আমার ভার্য্যার কাঁচের যে যে অলঙ্কার সে সকল কেন মুক্তা না হইল। ভোজরাজ ঐ কবিতা শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ কবিকে তুলাপরিমিত মুক্তা দান করিলেন। কবি সেই মুক্তা পাইয়া চরিতার্থ হইয়া গৃহে গেলেন। লোক সকল ভোজরাজের সেই কীর্ত্তি অদ্যাপি গান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন

যে রাজার পাণ্ডিত্য নাই তাঁহার রাজ্যেতে কি ফল এবং অদাতার পাণ্ডিত্যে কি প্রয়োজন ও দাতাদিগের সেই দানেতে কি ফল যাহাতে পণ্ডিতদিগের মর্য্যাদা না হয়। অপর মহাকবিদিগের কাব্যরূপা যে লতা সে কল্পবৃক্ষকে জয় করিবার বাসনাতে কোটি কোটি বার স্বর্ণ ও রত্ন প্রসব করিয়াছে কিন্তু সেই গুণজ্ঞ ও দাতা ভোজরাজ স্বর্গগত হইলে এখন সেই কাব্য লতা কেবল শ্রমরূপ ফল প্রসব করিতেছে।

ইতি পূজিতবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ অবসন্নবিদ্য কথা।

রাজার অজ্ঞত্ব দোষেতে যে পুরুষের বিদ্যা অবসন্ন হয় পণ্ডিতেরা সেই পুরুষের নাম অবসন্নবিদ্য করিয়া বলেন। তাহার উদাহরণ এই।

গঙ্গার দক্ষিণতীরে রাঢ়া নগরীতে নিরপেক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। এক সময়ে বাগ্বিলাসনামা এক পণ্ডিত তিনি দুর্ভাগ্যবশে রাজা এই শব্দ মাত্রে লোভান্ধ হইয়া ঐ রাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ রাজার প্রিয়মন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন হে বিচক্ষণ আমাকে রাজদর্শন করাও। মন্ত্রী তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে হে কবিরাজ এ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাতে কি ফল হইবে যেহেতুক তুমি কবি পরম মান্য এই রাজা অবিজ্ঞ অতএব আমি অনুভব করি যে তোমাদিগের দুই জনের পরস্পরালাপে কিছু সুখ হইবে না। যে রাজার রাজ্য কেবল আপনার ভোগের নিমিত্তে হয় আর যদি তাহার গুণজ্ঞতা না থাকে তবে সেই রাজার ধর্ম্ম অঙ্গহীন হয় আমি এই বিবেচনা করি। কবি উত্তর করিলেন হে সচিব এই রাজা অজ্ঞ বটেন কিন্তু আমার কবিতা শুনিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন শুন। নানা রসযুক্ত যে উত্তম শব্দ তাহাতে এবং অর্থ আর গুণেতে ভূষিত এমত যে কবিতা তিনি কর্ণহৃদয়বন্ত এমন কোন্ লোককে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন অর্থাৎ যাহার কর্ণ আছে এবং মন আছে এমত সকল লোককেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন। অপর শ্রোতা যদি কবির কাব্যেতে মনোযোগ না করেন তবে অপরাধী হন কিন্তু যদি কাব্যের দোষেতে শ্রোতা অপ্রসন্ন হইয়া কবিতাতে মনোযোগ না করেন তবে সেই দোষ কাব্যকর্ত্তার হয়। আর কহিতেছি শ্রোতব্য যে অমৃত তুল্য কাব্য তাহা শুনিয়া যে লোক সন্তুষ্ট না হয় সেই লোক বৃষতুল্য আমি বুঝি সে কেবল ঘাসগ্রাসেতেই সন্তুষ্ট হয়। মন্ত্রী কহিলেন যে লোক কিছু শুনে না এবং বুঝে না আর বুঝিলেও কিছু দেয় না পণ্ডিত লোক তাহাকে কাব্য শুনাইয়া কি লাভ করিবেন। অতএব কহি যে আপনি এই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। ঐ পণ্ডিত পুনশ্চ কহিলেন হে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ আমার কবিতা কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া যাহার হৃদয় আর্দ্র না করে এমন লোক অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকল লোকের হৃদয় আর্দ্র করে অতএব আমি অবশ্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনন্তর মন্ত্রী নানা প্রকার যত্ন করিয়া ঐ কবিরাজকে রাজার নিকটে উপস্থিত করিলেন। ঐ পণ্ডিত রাজাকে দেখিয়া যে কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। হে রাজন্ তুমি যে যে যুদ্ধ করিয়াছ তাহাতে তোমার শত্রুসকল যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছে সম্প্রতি তাহাদের সহিত বিবাহবাসনাতে মদনোৎসবসংযুক্তা যে দেবকন্যা সকল তাঁহারা সর্ব্বদা ইন্দ্রের পুরদ্বারে তোমার খড়্গালতার নূতন পুষ্পের ন্যায় ও সংগ্রামসাগরের ফেনার ন্যায় যে তোমার শুভ্রযশ তাহার প্রশংসা করিতেছেন তাহার কারণ এই যে তুমি যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণ নষ্ট করিয়াছ সেই শত্রুগণ সংগ্রামে মরিয়া দেবত্ব পাইয়াছে এবং সেই দেবতাদিগের সহিত অনেক দেবকন্যার বিবাহপ্রসঙ্গ হইয়াছে অতএব ঐ দেবকন্যাদিগের বিবাহ হওনের কারণ তুমি হইয়াছ।

প্রযুক্ত সেই দেবকন্যারা তোমার যশঃপ্রশংসা করিতেছেন। রাজা ঐ কবিতা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রী এই লোক পক্ষির কোলাহলের ন্যায় কি প্রলাপ বাক্য কহিল। মন্ত্রী উত্তর করিলেন হে মহারাজ ইনি মহাকবি মহারাজের যশোবর্ণনা করিতেছেন অতএব ইহাঁর কিছু পূজা করা উপযুক্ত হয়। তাহা শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন কি কারণ ইহার পূজা উপযুক্ত হয় এ লোকের কবিতাতে কি আমার সৈন্যের অথবা ধনের কিছু বৃদ্ধি হইবে। মন্ত্রী উত্তর করিলেন হে মহারাজ সৈন্যের ও ধনের প্রধান ফল যশ কবির কাব্যেতে সেই যশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকে তাহা কহিতেছি। কল্পারম্ভের প্রথম সময়াবধি যে যে রাজা গত হইয়াছেন তাঁহারা ধনদ্বারা কবিদিগের পূজা করিয়াছিলেন তন্নিমিত্তে কবিরাও সেই কালে সেই সকল নরপতিদিগের যশোবর্ণনা সর্ব্বত্র করিয়াছেন এখনকার পণ্ডিতেরাও সেই যশোবর্ণনার শ্লোক পাঠ করিতেছেন তাহাতে সেই সকল রাজাদিগের যশ অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেছে তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা জন্মিয়া কে না মরিয়াছে কিন্তু তাহারা আপনার ঘরের বাহিরে পরিচিত হয় নাই। আর যেমত উত্তম পাত্রেতে স্বর্ণ থাকে এবং মৃত্তিকাতেই বৃক্ষ থাকে সেই প্রকার কবির বাক্যেতেই রাজাদিগের যশ থাকে তন্নিমিত্তে আপনি এই কবিরাজের পূজা করুন। রাজা উত্তর করিলেন যে যশোবর্ণনাতে ধনব্যয় হয় সেই যশোবর্ণনাতে আমার কিছু প্রয়োজন নাই। পরে কহিলেন ওরে আমার নিকটস্থ লোকেরা তোরা কি দেখিতেছিস্ এই দুরাত্মা পরচিত্তাপহারক এ আমার ধন লইতে ইচ্ছা করিতেছে এই বঞ্চককে তোরা কি নিবারণ করিতে পারিস্ না। তদনন্তর বেত্রধারি পুরুষেরা রাজার আজ্ঞা পাইয়া ঐ কবিরাজের গলেতে হাত দিয়া দ্বারের বাহিরে আনিল। কবিরাজ সেই অপমানেতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। আমি ভ্রান্তিক্রমে যে গুরুশুশ্রূষা করিয়াছি এবং নিদ্রাদি জন্য সুখ ত্যাগ করিয়া ব্যাকরণ এবং কাব্য ও অলঙ্কারাদি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি সে সকল বৃথা হইয়াছে এখন এই বোধ হইতেছে যে লক্ষ্মী নীচপ্রিয়া তাহাতেই এই মূর্খ রাজা হইয়াছে হা ইহার উপাসনা করিয়া আমার এই দুর্গতি হইল অতএব হে বাগ্‌দেবি তুমি আমার নিকট হইতে দূরে যাও। ইহা কহিয়া কবিতা-সন্ন্যাস করিলেন অর্থাৎ কবিতা ব্যবসায় করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। সেই সময়ে ঐ মন্ত্রী বাহিরে আসিয়া ঐ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া কহিলেন হে কবিরাজ তুমি কি করিলা অজ্ঞানের ন্যায় ক্রোধ করিয়া আপনার হানি করিলা শুন। নানা রসেতে এবং অলঙ্কারেতে যুক্তা ও উত্তম পদে রচিতা যে কবিতা তিনি পণ্ডিতদিগের সুখের কারণ হন এবং বিদেশে নানা উপকার করেন এমন যে কবিতা তাহা তুমি অন্য নির্গুণ লোকের দোষেতে কেন ত্যাগ করিলা পণ্ডিতের অন্তঃকরণ কখনও কোপের আকর হয় না অর্থাৎ পণ্ডিতের অন্তঃকরণে কখনও কোপ জন্মে না। অপর যেমত সতী স্ত্রী বেশ্যারসম্পত্তি দেখিয়া আপনার কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কখনও বেশ্যার ধর্ম্ম আশ্রয় করে না সেই প্রকার গুণবান্ লোকেরা মূর্খকে ধনবান্ কিম্বা রাজা দেখিয়া আপনার বিদ্যার অনুশীলন ত্যাগ করিয়া মূর্খের ন্যায় কার্য্য করেন না। কবিরাজ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে মন্ত্রিরাজ আমি এই রাজার মুখে নিন্দা শুনিয়া এবং রাজা কর্ত্তৃক অতিশয় তিরস্কৃত হইয়া অত্যন্ত দুঃখেতে কবিতা ত্যাগ করিলাম। মন্ত্রী উত্তর করিলেন এই নিন্দাতে তোমার কি হানি যে কোন লোক আপনার অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত সাধু লোকের নিন্দা করে সে নিন্দা ঐ নিন্দুকের হয় তাহাতে সাধু লোক নিন্দিত হন না। অনন্তর মন্ত্রী ঐ কবিরাজকে অনেক স্বর্ণ দিয়া নিজগৃহে বিদায় করিলেন। কবিরাজ ঐ ধন পাইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন কিন্তু পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে

কবিতাচর্চ্চা ত্যাগ করিলেন তাহাতে ঐ পণ্ডিতের বিদ্যা অবসন্না হইল।

ইতি অবসন্নবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ অবিদ্যকথা।

যে মনুষ্য বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস না করে সেই ব্যক্তি সকল লোক কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া কালক্ষেপণ করে এবং সে যদি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর পতি হয় তথাপি সকল লোক তাহাকে মূর্খ বলে। এবং মূর্খের সম্পত্তি দেখিয়া কোন্ পুরুষ বিদ্যাতে উদাসীন হয়। নানা রত্নযুক্ত যে মূর্খ সে কখনও যশস্বী হয় না। তাহার উদাহরণ এই।

তীরভুক্তি নামে এক রাজধানী। তাহার নিকটে কোন গ্রামে রবিধর নামে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি অতিশয় ধনবান্ ছিলেন কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া সকল লোক তাঁহাকে উপহাস করে। তাহাতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এক সময়ে চিন্তা করিলেন মনুষ্যেরা কহে তাম্বূল মুখের ভূষণ কিন্তু আমি বুঝি যে শুদ্ধ বাক্যই মুখের ভূষণ। মূর্খ লোক অশুদ্ধ কথা কহে আর তাহার দোষ খণ্ডন করিতে পারে না তাহাতেই সকল লোক মূর্খকে উপহাস করে অপর যে লোক বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করে এবং যৌবনাবস্থায় যশঃসঞ্চয় না করে মাতার ক্লেশকারী সেই পুত্র জন্মিয়া এবং পৃথিবীতে থাকিয়া কি কার্য্য করে কিন্তু আমি বৃদ্ধ আমার বিদ্যাভ্যাসের কাল নাই। যে কর্ম্মের যে সময় যদি সেই কালে ঐ কর্ম্ম না করে তবে সে কর্ম্ম কখনও সিদ্ধ হয় না কেবল আয়োজনকর্ত্তা শোক পায় অতএব আমার পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাই। ব্রাহ্মণ এই বিবেচনা করিয়া ধনব্যয় করিয়া পণ্ডিতের নিকটে মলধর নামে পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন। পশ্চাৎ মলধরের সহাধ্যায়ি বালকেরা মলধরকে অব্যুৎপন্ন কহে। মলধর এই দুঃখেতে আর পিতা আমার নাম মলধর রাখিয়াছেন ইহাতেই পিতার অপাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে। এই খেদেতে সকল দুঃখ নিবারণের নিমিত্তে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সকলশাস্ত্রের পারগত হইলেন। অনন্তর ঐ রবিধর ব্রাহ্মণ পুত্রের গুণেতে আপনি গর্ব্বিত হইয়া মলধরনামা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকটে গেলেন। রাজা রবিধরকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন সমাচার কহ। রবিধর ব্রাহ্মণ রাজার মিষ্ট বাক্য শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যপ্রকাশের নিমিত্তে সংস্কৃত বাক্যেতে কহিলেন যে আমার জ্ঞান নাই এই অর্থে মম জ্ঞানং নাস্তি এই সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে তাহা কহিতে না পারিয়া জ্ঞানো নাস্তি মেব এই অশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্য কহিল। তাহা শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। সজ্জনেরা অধোবদন হইলেন। খল লোকেরা হাস্য করিতে লাগিল। সেই সময় মলধর লজ্জিত হইয়া উপহাসকদিগকে কহিলেন হে অজ্ঞান সকল তোমরা কেন আমার পিতাকে উপহাস করিতেছ আমার পিতা যে বাক্য কহিয়াছেন তাহার অর্থ তোমরা বুঝিতে পার নাই। জ্ঞানো নাস্তি মেব এই বাক্যের অর্থ শুন। জ্ঞা শব্দের অর্থ জ্ঞান নো শব্দের অর্থ আমাদিগের নাস্তি শব্দের অর্থ নাই মা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী ইব শব্দের অর্থ সদৃশ ইহাতে সমুদায়ের অর্থ এই আমাদিগের জ্ঞান নাই লক্ষ্মীর ন্যায় অর্থাৎ আমাদিগের যেমত লক্ষ্মী নাই সেই মত জ্ঞানও নাই অতএব আমার পিতা আপনাদিগের নির্ধনতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অর্থ শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা চমৎকৃত হইলেন। রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মলধরকে অনেক ধন দিলেন এবং কহিলেন সাধু মলধর সাধু তুমি অশুদ্ধ বাক্যের শুদ্ধ অর্থ করিলা। কিন্তু এই প্রকার অর্থ করাতে মলধরের পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইল তাঁহার পিতার অত্যন্ত মূর্খতা প্রকাশ হইল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে পুত্র মর্য্যাদাপ্রাপ্ত

হইলেও পিতার অযশ দূর হয় না অতএব মনুষ্য নিজ গুণেতেই সর্ব্বত্র যশস্বী হন।

ইতি অবিদ্যকথা সমাপ্তা।

অথ খণ্ডিতবিদ্য কথা

যে লোক কোন বিদ্যার এক দেশ জানিয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ জানিয়া সেই বিষয়ে আপনার সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ করে পণ্ডিতেরা সভার মধ্যে সেই লোককে উপহাস করেন। তন্নিমিত্তে সকল লোক তাঁহাকে খণ্ডিতবিদ্য কহেন। তাহার উপাখ্যান এই।

গোরক্ষপুর রাজধানীতে উদয়সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শরৎকালে জগদীশ্বরীর পূজারম্ভ করিয়া চণ্ডীপাঠের নিমিত্তে অনেক ব্রাহ্মণকে বরণ করিলেন। সেই সময় উত্তম পরিচ্ছেদ ও তিলকধারী এবং মহাদাম্ভিক ও পরম সুন্দর দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি শুকপক্ষীর ন্যায় কতকগুলি অভ্যস্ত শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন। অর্থাৎ শুকপক্ষী যেমত অভ্যস্ত শব্দ উচ্চারণ করে তাহার অর্থ জানে না ব্রাহ্মণও সেইরূপ শ্লোকোচ্চারণ করিতেছেন তাহার অর্থ জানেন না। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠের নিমিত্তে বরণ করিলেন। দেবশর্ম্মা সঙ্কল্প করিয়া বর্ণপাত ও স্বরবর্ণবিপর্য্যয় করিয়া চণ্ডী পাঠ করিয়া আপনার অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্তে এক সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। হে মাতঃ এই পাঠেতে যে যে অক্ষর পতিত হইয়াছে এবং মাত্রাহীন হইয়াছে তন্নিমিত্তে আমার যে অপরাধ হইয়া থাকে তাহা ক্ষমা করিতে তুমি যোগ্য হও এই শ্লোকের শেষ ক্ষন্ত্বা কর্ত্তুমর্হসি অর্থাৎ ক্ষমা করিতে যোগ্য হও এই অর্থে ক্ষন্তুমর্হসি এই সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে ব্রাহ্মণ তাহা না কহিয়া ক্ষন্তুমর্হস এই বাক্য কহিলেন। সেই সময় শুভঙ্কর নামা রাজপুরোহিত কহিলেন হে দেবশর্ম্মা তুমি অশুদ্ধ চণ্ডী পাঠ করিয়া সেই অশুদ্ধ সমাধানে আপনার অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্তে পুনর্ব্বার অশুদ্ধ কবিতা পাঠ করিলা এ তোমার বড় মূর্খতা। সকল ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া দেবশর্ম্মাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা কহিলেন যদি এই ব্রাহ্মণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে না পারিবে তবে কেন ইহাতে প্রবৃত্ত হইল অতএব এই ব্রাহ্মণ অতি মূর্খ ও নিতান্ত অধার্ম্মিক। প্রবীণ লোকেরা কহিয়াছেন যে লোক অপঠিত শাস্ত্রে আপনার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে সে সভামধ্যে নিন্দিত হয় এবং খণ্ডিতবিদ্য নামে খ্যাত হয় আর ঐ নিন্দা সেই খণ্ডিতবিদ্য লোকের মৃত্যু হইতে অধিক দুঃখদায়িনী হয়।

ইতি খণ্ডিতবিদ্য-কথা সমাপ্তা।

অথ হাস্যবিদ্যকথা।

যে লোক অঙ্গের ও বাক্যের বিকৃতিদ্বারা ধনিদিগকে হাস্যযুক্ত করে সেই পুরুষ সর্ব্বত্র হাস্যবিদ্যরূপে খ্যাত হয়। তাহার উদাহরণ এই।

কাঞ্চীপুরীতে সুপ্রতাপ নামে এক রাজা থাকেন। সেই নগরীতে চারি চোর কোন ধনবানের ঘরে সিদ দিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া যখন ঘরের বাহিরে আইসে তখন নগর-রক্ষকেরা সিঁধের দ্বারে ঐ সকল দ্রব্যের সহিত চোরসকলকে ধরিয়া নরপতির নিকটে উপস্থিত করিল। রাজা তাহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচারদ্বারা তাহাদিগকে চোর অবধারিত করিয়া ঘাতুক পুরুষদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে এই চোরগণকে শূলে দিয়া নষ্ট কর। দণ্ডনীতি-শাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াছেন যে শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা ও দুষ্টলোকের দমন করা রাজার ধর্ম্ম। অনন্তর নরপতির আজ্ঞানুসারে ঘাতুক পুরুষেরা ঐ চোরগণকে নগরের বাহিরে লইয়া তাহাদের তিন জনকে শূলে দিয়া নষ্ট করিল। সেই সময়ে চতুর্থ চোর চিন্তা করিল যে মরণ নিকটে

উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষার উপায়চিন্তা কর্তব্য হয় কিন্তু লোকের মৃত্যু হইলে সকল উদ্যোগ নিষ্ফল হয় আর কোন লোক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া এবং রাজদণ্ডে ম্রিয়মাণ হইয়া যদি আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারে তবে সেই ম্রিয়মাণ লোক যমের দ্বার হইতে ফিরিয়া আইসে অতএব আত্মরক্ষার কোন উপায় করি। ইহা স্থির করিয়া কহিল ও ঘাতুক পুরুষসকল তোমরা আমাদিগের তিন জনকে নষ্ট করিয়াছ কিন্তু আমাকে একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পশ্চাৎ নষ্ট কর তাহার কারণ এই যে আমি এক উত্তম বিদ্যা জানি আমি পঞ্চত্ব পাইলে সেই বিদ্যার প্রচার থাকিবে না অতএব আমি সেই বিদ্যা রাজাকে শিক্ষা করাইব তাহার পর তোমরা আমাকে নষ্টকরিও তথাপি পৃথিবীতে সেই বিদ্যা থাকিবে। ঘাতুকেরা ঐ কথা শুনিয়া কহিল ও চোর তুই অতিমূর্খ বধস্থানে আসিয়াও এখন বাঁচিবার ইচ্ছা করিতেছিস্। তুই নরাধম রাজা কেন তোর বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। চোর পুনশ্চ কহিল রে ঘাতুকেরা তোরা কি রাজার কার্য্য ক্ষতি করিবি যদি রাজা শুনেন তবে অবশ্য এই বিদ্যা গ্রহণ করিবেন বরং রাজা তোদের প্রতি তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিবেন। ঘাতুকেরা চোরের কথাক্রমে রাজাকে ঐ বিদ্যার সংবাদ কহিল। রাজা তাহা শুনিয়া কৌতুকার্থে সেই চোরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওরে চোর তুই কি বিদ্যা জানিস্। চোর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ আমি সুবর্ণকৃষি বিদ্যা জানি। রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন এ বড় আশ্চর্য্য। চোর নিবেদন করিল হে রাজাধিরাজ একসর্ষপপরিমিত সুবর্ণের বীজ করিয়া নিয়মযুক্ত মৃত্তিকায় বুনিলে এক মাসেতে ঐবীজ বৃক্ষের ন্যায় অতি স্থূল হইবে তাহার বৃক্ষেতে একপলপরিমিত স্বর্ণপুষ্প হইবে মহারাজ আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন। রাজা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন ও চোর হওয়া সই চোর গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিল যে মহারাজের সম্মুখে কে মিথ্যা কহিতে পারে যদি আমার কথার কিছু অন্যথা হয় তবে একমাসের পর আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন এবং যদি সত্য হয় তবে আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ করিবেন রাজা কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত কহিলেন যে তাহা কর। অনন্তর চোর স্বর্ণকারদ্বারা সুবর্ণের সর্ষপপরিমিত বীজ নির্ম্মাণ করিয়া রাজার অন্তঃপুরমধ্যে ক্রীড়াসরোবরের নিকটে ভূমি পরিষ্কার করিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ সকল প্রস্তুত হইয়াছে সম্প্রতি এই বীজ বপনকর্ত্তা কোন লোককে দিতে আজ্ঞা হউক। রাজা কহিলেন তুই বীজ বপন কর্। চোর উত্তর করিল হে মহারাজ স্বর্ণবীজ বুনিতে আমার অধিকার নাই যদি অধিকার থাকিত তবে এমত বিদ্যা জানিয়া আমি দুঃখী হইতাম না। যে লোক কখন কোন দ্রব্য চুরি না করিয়া থাকেন তিনি এই বীজ বুনিতে পারেন অতএব মহারাজ এ বীজ বপন করুন রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন যে আমি সন্ন্যাসীদিগকে দিবার নিমিত্তে পিতার নিকট হইতে কিছু ধন লইয়া সন্ন্যাসিগণকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম কিছু আপনি লইয়াছিলাম একার্য্যও এক প্রকার চুরি হয় অতএব আমি বীজ বপন করিতে পারি না। চোর ঐ কথা শুনিয়া কহিল তবে মন্ত্রী বপন করুন। মন্ত্রী কহিলেন আমি রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত আছি কি প্রকারে কহিব যে আমি কখন চুরি করি নাই। পরে চোর কহিল তবে ধর্ম্মাধিকারী বপন করুন ধর্ম্মাধিকারী উত্তর করিলেন বাল্যকালে মাতার স্থাপিত মোদক চুরি করিয়াছিলাম। চোর এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হা যদি আপনারা সকলেই চুরি করিয়াছেন তবে কেবল আমার প্রাণদণ্ড কেন হয়। সভাস্থ সকল লোক চোরের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং রাজাও কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ও চোর তোর প্রাণ দণ্ড হইবে না। পরে মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করিয়া

কহিলেন ও মন্ত্রিগণ এই চোর দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াও বুদ্ধিমান্ এবং হাস্য রসে প্রবীণ বটে অতএব আমার নিকটে থাকুক প্রসঙ্গক্রমে আমাকে সন্তুষ্ট করিবে। রাজার আজ্ঞাতে চোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নরপতির নিকটে থাকিল। সেই কালে সকল লোক বিবেচনা করিলেন সংসারের মধ্যে চোর হইতে অধম কেহ নাই সেই চোর হাস্য বিদ্যাতে আপনার মৃত্যু বারণ করিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইল অতএব হাস্যবিদ্যা অন্য অন্য উপবিদ্যা হইতে উত্তমা।

ইতি হাস্যবিদ্যকথা সমাপ্তা।

বীর অথচ বুদ্ধিহীন এবং বুদ্ধিমান্ অথচ বীর্য্যহীন এই দুইপ্রকার পুরুষদিগের লক্ষণ সকল গ্রন্থবাহুল্যভয়ে কহিলাম না। অন্য পণ্ডিতেরা গ্রন্থান্তরে কহিয়াছেন। বিদ্যা ও বুদ্ধি আর বীরত্ব প্রভৃতি উত্তম গুণ সকল সম্পূর্ণরূপে এক ব্যক্তিতে থাকে না ঐ সমুদায় সামগ্রীর আধার ত্রৈলোক্যের মধ্যে তিন পুরুষ আছেন অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন পুরুষোত্তমেতে সর্ব্বদা সকল গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। কিন্তু ভূমণ্ডলের মধ্যে অন্য অন্য লোক হইতে শিবসিংহ রাজাতে অনেক গুণ আছে এবং শিবসিংহ রাজা নারায়ণ তুল্য ও শিবতুল্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাহার বিবরণ এই। লক্ষ্মী শব্দের দুই অর্থ নারায়ণের স্ত্রী আর ধন নারায়ণ লক্ষ্মীপতি শিবসিংহ রাজা ধনস্বামী হইয়া লক্ষ্মীপতি এবং নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ শিবসিংহ রাজা কৃষ্ণবর্ণ এই সকল সমান গুণেতে শিবসিংহ রাজা নারায়ণ সদৃশ হইয়াছেন। আর শিবসিংহ রাজা শিবতুল্যরূপে খ্যাত হইয়াছেন তাহার বিবরণ মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ শিবসিংহ রাজা সকল শাস্ত্র ও সকল কার্য্য জানেন অতএব সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ধারণ করেন এই কারণ বিভূতিভূষিতাঙ্গ শিবসিংহ রাজা সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করেন অতএব বিভূতিভূষিতাঙ্গ আর মহাদেব বৃষের উপরে অবস্থিতি করেন ইহাতেই বৃষস্থিত শিব সিংহ রাজা নিরন্তর ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন অতএব বৃষস্থিত এই সকল তুল্য কারণেতে শিবসিংহ রাজা শিবতুল্য।

সমস্ত প্রকরণে বিরাজমান এবং নারায়ণতুল্য শিবভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে সবিদ্যপুরুষ-পরিচায়ক তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥৩॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহারাজা শ্রীযুক্ত হড়কোল পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি তোমার উপদেশেতে নানা প্রকার পুরুষদিগকে জানিতে পারিলাম কিন্তু পুরুষত্বের কি ফল তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি উত্তর করিলেন আমি প্রথমে পুরুষলক্ষণের মধ্যেই কহিয়াছি যিনি পুরুষার্থযুক্ত হন তিনি পুরুষ অতএব সেই পুরুষার্থ ই পুরুষত্বের ফল জানিবা। তাহার বিশেষ কথা কহিতেছি। ধর্ম্ম এবং অর্থ আর কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ। এই সকলের মধ্যে প্রথমতঃ ধর্ম্মের বিবরণ কহিতেছি। বেদবাক্যানুসারিক দান এবং অধ্যয়ন ও যাগ প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম মনুষ্যের অভীষ্টসাধক হয় সেই সকল কর্ম্মের নাম ধর্ম্ম। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে ঐ সকল কর্ম্মজন্য যে অপূর্ব্ব তাহার নাম ধর্ম্ম। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি সেই ধর্ম্মবিষয়ে আমার অনেক সন্দেহ জন্মিয়াছে অতএব তুমি আমার সেই সন্দেহ দূর করিয়া ধর্ম্মের বিবরণ কর। মুনি জিজ্ঞাসা

করিলেন তোমার কি প্রকার সন্দেহ তাহা কহ। পরে রাজা কহিতেছেন চার্ব্বাক প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধ পাষণ্ড আছে এবং নৈয়ায়িক আর ভট্ট ও প্রভাকর প্রভৃতি অনেক তীর্থবাসীরা আছেন ইঁহারা পরস্পর মতবিরোধী যে সিদ্ধান্ত তাহাই কহেন আর সর্ব্বদা স্বমত রক্ষা করেন সেই স্বমত রক্ষার নিমিত্তে নানা প্রকার কথাও কহেন এই সকল নানা প্রকার কথাতে ও ভিন্ন ভিন্ন মতেতে ধর্ম্মবিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে। অপর পাষণ্ড সকল পরখণ্ডন করিয়া আপন আপন মত রক্ষা করে এবং তাহারা বেদবেত্তাদিগের মতের দ্বেষ করে আর বৈদিকেরা ও দর্শনবেত্তারা ঐ পাষণ্ডদিগের খণ্ডন করেন। অতএব এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতপ্রকাশক যে পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ তাহার কোলাহলেতে অত্যন্ত বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধিভ্রম হয় এ প্রযুক্ত তপস্যাদিতে শ্রদ্ধাও হয় না। মুনি রাজার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে রাজন্ তুমি কেন এত সন্দেহ করিতেছ বিধাতার ইচ্ছাতে তুমি যে বংশেতে জন্মিয়াছ তাহাদিগের যে পথ সেই পথেতে চল। দেখ এক যে বিধাতা তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সকলের মধ্যে প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মনিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাতে তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ সেই বংশপরম্পরোপদিষ্ট যে ধর্ম্ম নিরন্তর সেই ধর্ম্মাচরণ কর তাহাতে তোমার ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে যদি তাহার অন্যথা কর তবে তোমার অধর্ম্ম হইবে ইহাতে যদি ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা শুনিতে তোমার নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে তবে আমার কথায় মনোযোগ কর। যে যে পথ আছে তাহার মধ্যে বেদমতাবলম্বি পুরুষদের যে পথ সেই অত্যুত্তম এবং তর্কানুশীলনেতে অতিসূক্ষ্মবুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তাঁহারাও সেই পথেতে গমন করিতেছেন অপর যাহাতে অর্থাৎ যে সকল শাস্ত্রের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রবেত্তারা জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহার ফল সাক্ষি চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণাদি হইতেছে আর বশীকরণ ও আকর্ষণ প্রভৃতি ফলসাধক এবং সকলসন্দেহনাশক তন্ত্রশাস্ত্র আছেন আর প্রত্যক্ষফলক বৈদ্যক শাস্ত্র আছেন এই সকল শাস্ত্রোক্ত অথচ বেদের অবিরোধি যে পথ সেই পথে গমন করিলেই ধর্ম্মসঞ্চয় হয়। রাজা এই সকল উপদেশ পাইয়া মুনিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি তীর্থবাসিদিগের নানা প্রকার মত আছে কেহ কেহ শিবের আরাধনা করেন কোন কোন পুরুষেরা নারায়ণের তপস্যা করেন কেহবা ব্রহ্মার উপাসনা করেন অতএব এই সকল দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতাতে মনঃসংযোগ করিব এইরূপ মহাসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। মুনি রাজার কথা শুনিয়া পুনশ্চ উত্তর করিলেন যে কোন কোন পণ্ডিতেরা মহাদেবকে ঈশ্বর বলেন সেই সকলের মত এক তাহার কারণ এই তার্কিক পণ্ডিতেরা কহেন যে সংসারের এক ঈশ্বর আছেন দ্বিতীয় নাই সেই যে ঈশ্বর তাঁহার কোন মূর্ত্তিতে মনঃসংযোগ কর তবে তোমার ভার দূর হইবে। ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ হওনের কারণ কেবল ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম যে প্রকার তাহা শুন। উপবাস ও পূজা এবং ধ্যান আর যাগাদিরূপ যে ঈশ্বরের আরাধনা সেই ধর্ম্ম। যে পুরুষ সেই সকল ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহার নাম ধার্ম্মিক। সেই ধার্ম্মিক তিন প্রকার সাত্ত্বিক ও তামস আর অনুশয়ি ইঁহাদিগের মধ্যে সাত্ত্বিকের কথা প্রসঙ্গ করিতেছি।

অথ সাত্ত্বিককথা।

মিথিলানগরীতে বোধিনামা এক কায়স্থ- তিনি নিরন্তর সদ্বংশজাত লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করত রাজকীয় ব্যাপার করিয়া নিজপরিবারবর্গ প্রতিপালন করেন কিন্তু কোন জীবের হিংসা করেন না এবং পরধন গ্রহণ ও পরস্ত্রী হরণ করেন না কেবল প্রভুদত্ত ধনেতে

আত্মীয়বর্গের প্রতিপালন ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়া কালযাপন করেন আর শূদ্রের কর্ত্তব্য যে ঈশ্বরপূজা তাহা সর্ব্বদা করেন এবং আপনার উপার্জ্জন মত দান ও ব্রাহ্মণের সেবা করেন। ঐ কায়স্থ এইরূপে কিছু কালযাপন করিয়া পশ্চাৎ অন্য অন্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরন্তর শিবপূজাপরায়ণ হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর চরমকাল নিকট হইলে সেই কায়স্থ পুরাণের এক কবিতা শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই। গঙ্গাদেবী কহিয়াছেন যে পরহিংসা ও পরদ্রব্য গ্রহণ আর পরদার সেবা এই সকল কার্য্যেতে পরাঙ্মুখ যে পুণ্যবান্ পুরুষ তিনি কোন্ সময়ে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে পবিত্র করিবেন। ঐ কায়স্থ এই বাক্যেতে প্রত্যয় করিয়া বিবেচনা করিলেন আমি জন্মাবধি এই কাল পর্য্যন্ত কখন পরহিংসা করি নাই এবং পরদ্রব্য হরণ ও পরস্ত্রী গমন করি নাই আর কাহারো অনিষ্ট করি নাই বরং আপনার কার্য্য অল্প জ্ঞান করিয়া মিত্রবর্গের হিতকামনায় কালযাপন করিয়াছি। তবে সম্প্রতি গঙ্গাদেবীর বাক্যের পরীক্ষা কেন না করি এই পরামর্শ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইবার উদ্যোগ করিয়া গঙ্গাতীরের এক ক্রোশের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এবং সেই স্থানে অল্পক্ষণ থাকিয় পুরাণের সেই শ্লোকের দুই চরণ আর স্বকৃত দুই চরণ উভয় একত্র করিয়া এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। পরহিংসা ও পরদ্রব্যহরণ ও পরস্ত্রীগমন এই সকল কর্ম্মেতে আমি পরাঙ্মুখ হে দেবি সম্প্রতি তোমার নিকটে আসিয়াছি তুমি পবিত্র হও। গঙ্গাদেবী এই কথা শুনিয়া এবং কায়স্থের ভক্তিদৃঢ়তানুভব করিয়া পরমাহ্লাদপূর্ব্বক কূলস্থ তরঙ্গেতে তীর ভঙ্গ করিয়া ঐ কায়স্থের নিকটে গিয়া এবং কূর্ম্ম মীন মকর শিশুমারযুক্ত যে প্রবাহ তাহার ধবল জলধারাতে সেই কায়স্থকে স্নান করাইলেন। সেই কায়স্থ বিধাতার অবধারিত যে আপন পরমায়ু তাহা সম্পূর্ণ হওয়াতে গঙ্গাজলে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সেই গঙ্গার অনুগৃহীত পাত্র এবং গঙ্গার মহিমাপরীক্ষক যে কায়স্থ তাঁহাকে সাধুলোকেরা অদ্যাপি প্রশংসা করিতেছেন। অতএব কহি যে সকল লোকের শরীর নষ্ট হয় এবং ধন নষ্ট হয় ও বন্ধুবর্গ নষ্ট হয় কিন্তু উত্তমা খ্যাতি কখনও নষ্ট হয় না।

ইতি সাত্ত্বিককথা সমাপ্তা।

অথ তামস-কথা।

যে পুরুষ বিষয় বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সাহসপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করেন এবং স্বাভাবিক তমোগুণযুক্ত হন তাঁহার নাম তামস ধার্ম্মিক। তাহার বিবরণ এই। রাঢ়ানগরীতে শ্রীকণ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ তিনি সকল শাস্ত্রবেত্তা ও নীতিজ্ঞ এবং কবি ছিলেন। এক সময়ে সেই ব্রাহ্মণ প্রথমকালাবধি শিক্ষিত বিদ্যার ফল লাভ ও প্রশংসালাভের নিমিত্তে রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া প্রয়াগতীর্থে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্য-গ্রহণসময়ে এক কুম্ভীর ঐ গঙ্গাযমুনার সঙ্গমের নিকটে তীরস্থ এক গোকে ধরিয়া জলে মগ্ন করে। ব্রাহ্মণ ঐরূপ গোকে দেখিয়া করুণাযুক্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে প্রয়াগের পর পুণ্যতীর্থ নাই এবং সূর্য্যগ্রহণ সময়ের ন্যায় উত্তম পুণ্যকাল আর নাই ও পরপ্রাণ রক্ষা হইতে অধিক ধর্ম্ম নাই সম্প্রতি পুণ্যজনক সকল বিষয় এক স্থানে দেখিতেছি ইহা ত্যাগ করা উপযুক্ত হয় না অতএব কুম্ভীরের মুখ হইতে গোরক্ষা করিব নশ্বর যে শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ি পুণ্য লাভ হয় তবে কোন্ ভদ্রলোক তাহা ত্যাগ করে। অপর এই গোরক্ষারূপ যে কার্য্য সে পরামর্শের কাল বিলম্ব সহ্য করে না এবং কালাতীত হইলে আমার কোন ফল লাভ হইতে পারে না পশ্চাৎ কেবল বিষাদ উপস্থিত হইবে। এই বিবেচনার পর সেই ব্রাহ্মণ কেবল ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা করিয়া আপনার জীবন তৃণ জ্ঞান করিয়া জলমধ্যে

অর্পণ করিলেন আর তৎক্ষণাৎ কুম্ভীরের মুখে এক অস্ত্রাঘাত করিলেন। কুম্ভীর সেই অস্ত্রাঘাতের বেদনাতে কুপিত হইয়া অর্দ্ধগ্রস্ত গোকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল। গো কুম্ভীরের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দূরে পলায়ন করিল। পরে কুম্ভীর ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিল। অতএব জীবদিগের স্বস্ব কর্ম্মের ফল যে ভদ্রাভদ্র তাহা কালবিশেষে হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং কেহ তাহাকে নিবারণ করিতে পারেন না। দেখ গো কুম্ভীরের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া সুখী হইল নিরুপদ্রব ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে কেবল ধর্ম্মলোভে কুম্ভীরগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু গোরক্ষা জন্য পুণ্যেতে ঐ ব্রাহ্মণের মস্তকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দিব্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গে গেলেন। প্রয়াগবাসি পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে ধীর পুরুষেরা চিরকাল পরিশ্রম করিয়া যে পুণ্য লাভ করিতে অক্ষম হন এই সাহসী ব্রাহ্মণ শীঘ্রকারিত্বপ্রযুক্ত সেই পুণ্য ও যশ লাভ করিলেন।

ইতি তামসকথা সমাপ্তা।

অথ অনুশয়ি-কথা।

যে পুরুষ প্রথমে পাপ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্ত হইয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় এবং শেষে তপস্যা করে পণ্ডিতেরা সেই ধার্ম্মিকের নাম অনুশয়ী কহেন। ইহার ইতিহাস এই।

গঙ্গাতীরে কাম্পিল্য নামে এক নগর তাহাতে হেমাঙ্গদনামা এক রাজা থাকেন। মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া সেই রাজার পুত্র রত্নাঙ্গদকে যুবরাজ করিলেন। রত্নাঙ্গদ যৌবরাজ্য পাইয়া পিতার উপার্জ্জিত ধনেতে গর্ব্বিত হইয়া এবং যৌবনমদেতে মত্ত হইয়া অজ্ঞ অজ্ঞ লোকের প্রতি অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রাচীনেরা কহিয়াছেন যে বিশিষ্ট লোকের আত্মসদৃশ পুত্রেতে বংশরক্ষা হয় এবং অতি ধার্ম্মিক পুত্র দ্বারা বংশ উজ্জ্বল হয় আর অধম পুত্র দ্বারা বংশ শীঘ্র ক্ষীণ হয়। অপর কোন্ অধম পুরুষ প্রচুর ধন ও যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ও উৎকৃষ্ট বিদ্যা লাভ করিয়া গর্ব্বিত না হয়। যিনি ধন ও যৌবন এবং বিদ্যা এই সকল লাভ করিয়া অহঙ্কারযুক্ত না হন তিনি সৎপুরুষ আর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তিনি পূজনীয় হন। অপর যে পুরুষ ধন প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কার জয় করিতে পারেন এবং যৌবনসময়ে কন্দর্পকে পরাজিত করিতে পারেন সেই সাধু লোক কাহাকে জয় করিতে না পারেন অর্থাৎ তিনি সকলকে জয় করিতে পারেন। অপর যে স্ত্রী কুলধর্ম্ম অতিক্রমণ করে আর যে মনুষ্য ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন করে সেই দুয়ের শরীরে কোন্ পাপ না জন্মে যে হেতুক তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথগামী হয় কেহ তাহাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না যেমত উচ্ছৃঙ্খল হস্তী স্বচ্ছন্দে গমন করে তাহাকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না তাহার ন্যায়। অনন্তর সেই রত্নাঙ্গদ পিতৃবিয়োগের পর স্বয়ং রাজা ধনিদিগের ধনহরণ এবং পরস্ত্রীহরণ আর অপরাধরহিত প্রজাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিল। তখন সেখানকার সকল লোক বিবেচনা করিলেন যে এই রত্নাঙ্গদ কখনও রাজা নহে এ নিতান্ত দস্যু আর যেমত মদান্ধ হস্তী স্থানভ্রষ্ট হইয়া দৌরাত্ম্য করে সেই মত যৌবনমদে মত্ত এবং ধর্ম্মচ্যুত এই রাজা প্রজাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেছে যদি সকল লোক এক পরামর্শ হইয়া এই রাজার অপরাধের উপযুক্ত প্রতীকার করেন তবে সকলের স্বামিদ্রোহকরণ পাপ হইবে, যদি কোন প্রতীকার না করেন তবে সকলের বিনাশ হইবে অতএব মুনিগণ দ্বারা নরপতিকে ধর্ম্মোপদেশ করান কর্ত্তব্য। পরে সচিবেরা ও আর আর প্রধান লোকেরা মুনিদিগকে আহ্বান করিলেন। পশ্চাৎ মুনিগণ একত্র হইয়া রাজার

নিকটে গিয়া কহিলেন হে মহারাজ তুমি ধর্ম্ম-সঞ্চার কর ধর্ম্মই রাজ্যের কারণ হইয়াছেন ধর্ম্মের ন্যূনতাপ্রযুক্ত অন্য সকলে কেবল মনুষ্য হইয়াছে তুমি পূর্ব্বজন্মে অধিক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফলে নরপতি হইয়াছ পুনশ্চ ধর্ম্মানুষ্ঠান কর তাহাতে ইহা হইতেও উত্তম পদ পাইবে। পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিগণ ধর্ম্ম কি প্রকার। মুনিগণ উত্তর করিলেন যে পরদ্রব্যহরণ ও পরদারাভিগমন এবং পর-হিংসা এই সকলের নিবৃত্তিরূপ আর দয়া এবং দান ও প্রজার পালন ও যজ্ঞ এবং ব্রত এই সমুদায়ে প্রবৃত্তিরূপ বেদবোধিত যে কর্ম্ম তাহার নাম ধর্ম্ম। রত্নাঙ্গদ নরপতি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই ধর্ম্মেতে কি হয়। মুনিগণ কহিলেন যে অর্থ কাম মোক্ষ এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয়। রাজা কহিলেন ইহার প্রমাণ কি। ঋষিরা উত্তর করিলেন ঈশ্বরের প্রণীত বেদ সকল ইহার প্রমাণ আছেন। রাজা বলিলেন ঈশ্বর নাই তাঁহার প্রণীত বেদ কি যদি ঈশ্বর থাকিতেন তবে আমার দৃশ্য বা অনুভূত হইতেন তিনি আমার কিম্বা অন্য লোকের দৃশ্য হন না এবং অনুভূত হন না অতএব ঈশ্বর নাই তোমরা মুনি অত্যন্ত মান্য কেন মিথ্যা কহিয়া আমাকে ভুলাইতেছ যদি পুনশ্চ এই প্রকার কহ তবে ইহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবা। মুনিগণ এই কথা শুনিয়া ত্রাসেতে বাহিরে আসিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে এই রাজা নাস্তিক এ আমাদিগের কথা গ্রহণ করিবে না তবে কি প্রকারে ইহার মঙ্গল হইবে ইহা কহিয়া তাঁহারা আপন আপন স্থানে গেলেন অনন্তর মন্ত্রিরা যোদ্ধা-দিগের সহিত পরামর্শ করিলেন যে রত্নাঙ্গদ অতিদুষ্ট প্রভু ইহাকে কোন উপায়েতে রাজ্য হইতে দূর করিতে হইবেক। এই কথোপ-কথনের পরে ঐ সকল লোক এক পরামর্শ হইয়া রাজাকে অপদস্থ করিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা করিলেন। শাস্ত্রের এইরূপ নিয়ম আছে যে রাজার মন্ত্রী বিরক্ত হয় সেই রাজার রাজ্য নষ্ট হয় এবং যে নরপতির প্রতি প্রজারা বিরক্ত হয় তাঁহার আয়ুঃ ক্ষীণ হয়। সেই-কালে রত্নাঙ্গদ চিন্তা করিলেন যে আমার ভ্রাতা আমার রাজ্য লইলেন ইহার পর আমার প্রাণ লইবেন অতএব এখান হইতে পলায়ন করি। ইহা স্থির করিয়া লবঙ্গিকা নামে এক বেশ্যাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন পরে কোনও গ্রামের মধ্যে না থাকিয়া এক তপোবনের মধ্যে বাস করিলেন। পশ্চাৎ রত্নাঙ্গদ প্রতিদিন তপস্বীদিগের আনীত ফলমূলাদি লইয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তপস্বীরা রাজার দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া রাজাকে কহিলেন যে হে নরপতি তোমার ভ্রাতা তোমাকে নষ্ট করিতে এখানে আসিতেছেন। রাজা এই কথা শুনিয়া অতি ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন যে ভ্রাতার অনেক সহায় আছে আমার অন্য সহায় নাই কেবল এক বেশ্যামাত্র সহায় আছে ইহাতে কি প্রকারে আপনার প্রাণ রক্ষা করিব অতএব এখান হইতে দূরে যাই। ইহা স্থির করিয়া ঐ বেশ্যার সহিত বনান্তরে পলায়ন করিল। অনন্তর উভয়ের এক এক বস্ত্র ছিল তাহা জীর্ণ হইলে শীতকাল উপস্থিত হইল তখন ঐ দুই জনের শীতত্রাণকর্ত্তা কেবল এক কম্বল থাকিল দুই জন মিলিত হইয়া এ কম্বলকে আসন ও শরীরাবরণ করেন। যখন রাজা সেই কম্বল লইয়া মৃগয়া করিতে যান তখন বেশ্যা শীতে অতি কাতরা হয়। এক দিন গণিকা শীতে অত্যন্ত কাতরা হইয়া রাজাকে কহিতে লাগিল রে নরাধম তুই রাজা হইয়া কেবল আপনার জ্ঞানদোষেতে রাজ্যচ্যুত হইয়া-ছিস্ তথাপি সুখেচ্ছা করিয়া আমাকে বনমধ্যে আনিয়া নিতান্ত দুঃখ দিতেছিস্ আমি আর দুঃখ সহ্য করিতে পারি না আমাকে ত্যাগ কর্ হা উত্তম খট্টা ব্যতিরেকে যাহার শয়ন হইত না এবং ঘোটক ব্যতিরেকে যাহার গমনাগমন হইত না আর কর্পূরাদি উত্তম সামগ্রী ব্যতি-রেকে যাহার তাম্বুলচর্ব্বণ হইত না ও যাহার সমীপে সর্ব্বদা চামর ব্যজন হইত এই-

রূপ সুখ পুরুষ যে তুমি এখন ব্যাধের ন্যায় জীবহিংসা করিয়া উদর পূরণ করিতেছ অত-এব তোমাকে ধিক্। রত্নাঙ্গদ বেশ্যার তিরস্কার-বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে প্রিয়ে বিষাদ করিও না কোন সময়ে পুরুষের বিপদ্ উপস্থিতা হয় এবং সময়বিশেষে সেই বিপদের প্রতীকারও হয় ইহাতে উদ্বেগ কর্ত্তব্য নহে আর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই রাত্রিতে দ্বিতীয় এক কম্বল আনিয়া অবশ্য তোমাকে দিব ইহার অন্যথা হইবে না সম্প্রতি তুমি অগ্নিসেবা করিয়া শীত নিবারণ কর আমি দ্বিতীয় কম্বলার্থে যাইতেছি। রাজা বেশ্যার নিকটে ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ কম্বলেতে আপনার শরীর ঢাকিয়া এক নগরের মধ্যে গেলেন। পরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে সিঁদ দিয়া সেই সিঁদের মুখে আপনার কম্বল রাখিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ব্রাহ্মণের শরীর হইতে কম্বল আকর্ষণ করিতে ঐ ব্রাহ্মণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাসিদিগকে কহিতে লাগিলেন যে তোমরা শীঘ্র এখানে আসিয়া এই চোরকে মার। চোর সকল লোককে জাগ্রৎ জানিয়া অতি ত্রাসেতে গৃহের বাহিরে আসিয়া ত্বরাপ্রযুক্ত আপনার কম্বল ত্যাগ করিয়া শীঘ্র পলায়ন করিল। পশ্চাৎ চোর নরপতি নগরের বাহিরে আসিয়া শীতে কাতর হইয়া বিবেচনা করিলেন যে আমার এক কম্বল ছিল তাহাও গেল। পরে স্থির চিত্তেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কর্ত্তার ইচ্ছা ও যত্ন ব্যতি-রেকে কার্য্য সিদ্ধ হয় না এবং তাঁহার ইচ্ছা ও যত্নেতেই কার্য্যসিদ্ধ হয় কিন্তু কাহার ইচ্ছাতে আমার কম্বল গেল আমার এমন ইচ্ছা ছিল না যে আমার কম্বল যায় বরং আমার ইচ্ছা ও যত্ন ছিল যে দ্বিতীয় কম্বল মিলে তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত হইল হা ইহা কাহার ইচ্ছাতে হইল এবং তিনি বা কে অতএব বুঝি সর্ব্বকর্ত্তা কেহ আছেন তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল সম্পন্ন হয় তিনিই সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা এঞ্চ পরমারাধ্য পরমেশ্বর হঁ। এমত যে পরম পুরুষ তাঁহাকে আমি মোহপ্রযুক্ত অদ্যাপি চিনিতে পারিলাম না হা এখন কি করিব অথবা বিষাদ কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্য অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অনেক জন্মে পাপ কর্ম্ম করে কিন্তু যখন তাহার ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি হয় সেই সময় তাহার শুভক্ষণ। অপর লোক যখন পাপ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয় তদবধি যে কাল সেই কাল তাহার স্বর্গভোগের নিমিত্ত হয় আর যেমত ঔষধ রোগীদের সঞ্চিত রোগ নষ্ট করে সেই মত পুণ্য পাপীদের সঞ্চিত পাপ নষ্ট করেন অতএব অদ্য প্রভৃতি আমি তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া সেই রাজা লবঙ্গিকা বেশ্যার নিকটে আসিয়া কহিলেন যে হে বেশ্যা আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম তুমি অভিলষিত স্থানে যাও। বেশ্যা ঐ কথা শুনিয়া নগরের মধ্যে গেল। তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কাল গিয়াছে তাহা পুন-র্ব্বার আসিবে না এবং যে কাল সম্প্রতি যাই-তেছে তাহা আর মিলিবেন না অতএব আর বৃথা কালযাপন কর্ত্তব্য নহে আমি এই অবধি মহাদেবের তপস্যা করিয়া তাবৎ কাল যাপন করিব। রাজা এই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক মহাদে-বের আরাধনা করিয়া মহাতপস্বী হইলেন। সেই সময় মুনিগণ বিবেচনা করিলেন যে মনুষ্য জাতি মাত্রেতে চোর অথবা ধার্ম্মিক হয় এমত নহে যে প্রকার ক্রিয়া করে সেইরূপ খ্যাত হয়। দেখ রত্নাঙ্গদ প্রথমে রাজা হইয়া মধ্যে দস্যু-বৃত্তি করিয়াও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলেতে শেষে তপস্বী হইয়া মহাপুরুষ হইলেন।

সাত্ত্বিকাদি অনুশয়ি পর্য্যন্ত ধার্ম্মিককথা সমাপ্তা।

ইতি অনুশয়ি-কথা সমাপ্তা।

ধার্ম্মিকদিগের লক্ষণ সকল কহি-লাম তাহাদিগের প্রত্যুদাহরণ যে বৌদ্ধদিগের লক্ষণ তাহা কহিলাম না। ইহার কারণ এই যে বৌদ্ধেরা নিতান্ত অধম অতএব পুরুষদের লক্ষণাক্রান্ত নহে কিন্তু পূর্ব্বে উত্তমলক্ষণহীন যে

চৌরাদি এবং বঞ্চকাদি পুরুষ সকল তাহারা পুরুষলক্ষণপ্রাপ্ত ছিল অতএব প্রত্যুদাহরণের মধ্যে তাহাদের লক্ষণ কহিয়াছি। বৌদ্ধেরা চৌরাদি হইতে অধম এই প্রযুক্ত পুরুষদের মধ্যে গণিত নহে অতএব তাহাদের লক্ষণ কহিলাম না।

অথ ধনিককথা।

মহেচ্ছ এবং মূঢ় ও বহ্বাশ এবং সাবধান এই চারিপ্রকার ধনী লোক। যথাক্রমে ইহাদিগের লক্ষণ কহিব। প্রথমে মহেচ্ছকথা প্রসঙ্গ হইতেছে।

অথ মহেচ্ছকথা।

যে লোক ন্যায়েতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ দান ও ভোগ করেন এবং তিনি যদি পুণ্য ও যশের আশ্রয় হন তবে সকল লোক তাঁহাকে মহেচ্ছ কহেন। তাঁহার উদাহরণ এই।

পাণ্ডুপস্তন নগরে গৌড়রাজার মন্ত্রী মহারাজদেব নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি স্বামিভক্তিপরায়ণ হইয়া আতপত্রপরিচিত নায়ক এই উপাধি পাইলেন। পশ্চাৎ সকল লোকের নিকটে সত্যরাজরূপে খ্যাত হইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে ধর্ম্ম এবং অর্থ ও কাম আর মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ কিন্তু প্রভুভক্তিতে ঐ চারিপ্রকার পুরুষার্থ লাভ হয়। সেই স্বাভাবিক ধার্ম্মিক মন্ত্রী ধর্ম্মোপায়েতে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহার ক্ষয় এবং স্থিতি ও বৃদ্ধি এই বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিলেন। অনন্তর মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন যে অর্থই প্রধান পুরুষার্থ কিন্তু আমি শ্রীমান্ এই অভিমান যাহার হয় তাহার শ্রী দীর্ঘকাল থাকে না যেহেতুক লক্ষ্মী চঞ্চলা আর যে পুরুষেরা অধিকাধিক-ধনাকাঙ্ক্ষী এবং সর্ব্বকার্য্যকুশল ও ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত আছেন আর ধনবিষয় নিজ পরিজনদিগকে বিশ্বাস করেন না ও ধন ব্যয় করিতে পারেন না তাঁহারা কেবল কার্য্যের ভার বহন করেন। অপর যে লোক সঞ্চিত ধনেতে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন তাঁহার অর্থের বৃদ্ধি হয় না। অন্যপ্রকার যে পুরুষের বলবান্ সহায় বশীভূত থাকে তাহার ধনোপার্জ্জনের যোগ্যতা করাগ্রবর্ত্তিনী হয় কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোকেরা ধনকে ধন জ্ঞান করেন না ধনোপার্জ্জনের যোগ্যতাকে ধন জ্ঞান করেন। তাহার কারণ এই যে ধন নষ্ট হয় অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা হঠাৎ নষ্টা হয় না সম্প্রতি আমার অনেক ধন আছে। এ প্রযুক্ত ধনচিন্তাও কর্ত্তব্যা নহে আর রাজা একসের-পরিমিত দ্রব্য ভোজন করেন চৌরও সেই একসের দ্রব্য ভক্ষণ করে অতএব আহারার্থে রাজার অধিক ধনেতে কি প্রয়োজন এবং চৌরের ধনহীনতাতেই বা কি হানি। তন্নিমিত্তে কেবল আহারার্থে ধনসঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে সঞ্চিত ধনের যে প্রধান ফল তাহা লাভ করি। এই বিবেচনাতে অর্থব্যয় করিয়া মাল্য চন্দন ও বনিতাভোগাদি দ্বারা সুখানুভব করিয়া পূর্ণাভিলাষ হইলেন ও তুলা প্রভৃতি মহাদান করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন ও প্রচুরধনব্যয়েতে গুণবান্ লোক সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার গুণজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এইরূপে যৌবনকাল যাপন করিলেন। ঐ মন্ত্রী যৌবনসময়ের পর বিষয়ে বিরক্ত হইয়া ব্রতউপবাসাদি কায়ক্লেশসাধ্য যে ধর্ম্ম তাহাও সঞ্চয় করিলেন। অনন্তর সকল দর্পহর যে বার্দ্ধক্য তাহা উপস্থিত হইলে মন্ত্রী ক্রমে ক্রমে শরীরের সৌন্দর্য্যনাশ ও সামর্থ্য হানি আর গৃহের ধনক্ষয় এই সকল দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি পঞ্চত্ব পাইলে আমার সকল ধন নষ্ট হইবে এবং সর্ব্বগুণ লুপ্ত হইবে ও প্রভুভক্তি যাইবে আর এই যে দেহের শ্রী ইহাও থাকিবে না তবে সম্প্রতি ধর্ম্মার্থে কেন সকল সম্পত্তি বিতরণ না করি।

আর মনুষ্য সকল বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলেই বাসনারহিত হয়। ইহা স্থির করিয়া হরিশ্চন্দ্র রাজার ন্যায় দান করিলেন এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অনশন ব্রত করিয়া প্রয়াগতীর্থে দেহ ত্যাগ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিয়া দেবত্ব পাইলেন। সাধু লোকেরা মহরাজদেবের কীর্ত্তি শুনিয়া এবং মনের ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই মন্ত্রী পরার্দ্ধসংখ্যক ধন উপার্জ্জন ও বিতরণ করিয়া যাচকদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন এবং যৌবনসময়ে কন্দর্পের সেবা করিয়াছেন সম্প্রতি উত্তম তীর্থে প্রাণ ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেন। অতএব এই সকল কার্য্য হইতে অধিক পুরুষার্থ কি আছে। অনেক ধনবান্ লোক দূর হইতে আগত অথচ নিজদ্বারস্থ যাচকদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করেন। মন্ত্রী মহারাজদেব বিনা যাচ্ঞাতে যাচকদের গৃহেতে প্রচুর ধন প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব পৃথিবীর মধ্যে মহারাজদেবের তুল্য দাতা ও সকলপুরুষার্থযুক্ত অন্য কেহ নাই।

ইতি মহেচ্ছকথা সমাপ্তা।

অথ মূঢ়-কথা।

যে লোক লভ্য ধনের প্রত্যাশাতে সমুদয় লব্ধ ধন ব্যয় করে এবং ধর্ম্ম আর অর্থ ও কাম এই সমুদায়েতে অনভিজ্ঞ হয় জ্ঞানবান্ লোকেরা তাহাকে মূঢ় কহেন। তাহার উদাহরণ এই।

অযোধ্যা নগরীতে ভূরিবসু নামে বণিকের প্রচুরধননামা এক পুত্র ছিল। সে পিতৃবিয়োগের পর পিতার সঞ্চিত ধন পাইয়া প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমার পিতা কি উপায়েতে এত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ লোকেরা কহিলেন যে তোমার পিতা কেবল বাণিজ্যেতে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। শাস্ত্রেতে এই মত লিখন আছে যে বৃদ্ধোপদেশে জ্ঞান জন্মে এবং রাজসেবাতে মর্য্যাদা লাভ হয় ও দানেতে পুণ্য আর যশোলাভ হয় এবং বাণিজ্যেতে ধনসঞ্চয় হয়। প্রচুরধন তাহা শুনিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে বাণিজ্য কিপ্রকার। বৃদ্ধেরা উত্তর করিলেন শুন। গৌড়দেশে ক্রীত বস্তু গুজ্জর দেশে বিক্রয় করিয়া এবং গুজ্জরে ক্রীত বস্তু গৌড়ে বিক্রয় করিবে অর্থাৎ যখন যে স্থানে যে যে দ্রব্য সুলভ হয় তাহা ক্রয় করা এবং যে সময়ে ও যে স্থানে যে দ্রব্য মাহার্ঘ হয় সেই সময়বিশেষে কিম্বা সেই স্থানবিশেষে তাহা বিক্রয় করা এই বাণিজ্য। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্যের আনয়ন এবং এক সময়ে ক্রীত বস্তুর কালান্তরে বিক্রয় করণ ইহার নাম বাণিজ্য। ইহাতে হয় যে দ্রব্যের মূল্যবিশেষ তদ্দ্বারা বণিকেরা মূল ধন হইতে অধিক লাভ করেন। অপর যে স্ত্রী পতিব্রতা না হয় এবং যে পুরুষ ব্যবসায়ী না হয় সেই দুই জন সময়বিশেষে অতিক্লেশ ভোগ করে। অতএব তুমিও ব্যবসায় করিতে উদ্যোগী হও। কোটীশ্বর যে পুরুষ তিনিও ব্যবসায় না করিলে নির্ধন হন। তদনন্তর সেই বণিক্পুত্র বিবেচনা করিল যে আমার কোটিসংখ্যক ধন আছে ইহার লক্ষ তঙ্কাতে ক্রীত বস্তু এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া বিক্রয় করিলে তাহার চতুর্গুণ ধন পাইব। অতএব সর্ব্বদা এই প্রকার করিলে অসংখ্যেয় ধন হইবে তাহাতে কোন চিন্তা থাকিবে না। দশ লক্ষ টাকার ব্যবসায়েতে পুনর্ব্বার কোটি মুদ্রা অবশ্য সঞ্চয় করিতে পারিব। সম্প্রতি দশ লক্ষ মুদ্রা রাখিয়া ও অবশিষ্ট ধন ব্যয় করিয়া যৌবনোচিত সুখ ভোগ করি যেহেতুক অর্থ আসিতে পারে এবং পুনঃপুনঃ লাভও হইতে পারে কিন্তু বাল্যকালাদি যে বয়ঃক্রম তাহা অতীত হইলে পুনর্ব্বার আগমন করে না। বণিক্পুত্রের সহবাসী বয়স্যেরা এই কথা শুনিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে সাধু বণিক্পুত্র সাধু তোমার পিতা কৃপণ ছিলেন [illegible] কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন কিছু

ভোগ করিতে পারেন নাই কিন্তু তুমি ধনস্বামী হইয়া অনায়াসে সমুদায় ভোগ করিতে পারিবে। অনন্তর সেই মূঢ় আপনার সহবাসীদিগের কথাতে উৎসাহযুক্ত হইয়া নিরন্তর ধনব্যয় করিতে লাগিল। যাহার ধন থাকে সে যদি অপব্যয় করে তবে সেই অযথার্থব্যয়রূপ ব্যসনে ঐ ধনীর ধন ক্ষয় হয় কিন্তু সেই ধন-গ্রাহকদিগের এবং অন্য লোকদিগের কিছু হানি হয় না। অপর যাবৎ স্বামীর বিভব থাকে তাবৎ মনুষ্যেরা তাহার ধনাস্বাদন করে ও স্বামীকে স্তব করে পশ্চাৎ প্রভু নির্ধন হইলে মনুষ্যেরা কেবল তাঁহার ত্যাগ ও নিন্দা করে। পরে সেই মূঢ় উত্তরকালে কি হইবে ইহা বিবেচনা না করিয়া সম্বৎসরের মধ্যে মালা এবং চন্দন ও যুবতী আর তাম্বূল ও আর আর সুখকর সামগ্রীর নিমিত্তে সর্ব্বস্ব উচ্ছিন্ন করিল এবং পূর্ব্বে দশলক্ষ মুদ্রা রাখিবার যে পরামর্শ করিয়াছিল তাহা না রাখিয়া এক লক্ষ মুদ্রা মাত্র রাখিল পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ কালেতে সেই এক লক্ষ টাকা অর্দ্ধেক ব্যয় করিল। যেমত প্রবাহরহিত কূপের জল লোক কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া ক্ষয় পায় সেই মত উপায়রহিতত্ব প্রযুক্ত গৃহের সঞ্চিত ধন অল্প ব্যয়েতেও ক্ষীণ হয়। পরে সেই বণিক্‌পুত্র অল্প ব্যয়েতে কিঞ্চিৎ কালে নির্ধন হইয়া অবসন্ন হইল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে কোটীশ্বর পুরুষও ক্ষীণধন হইলে বুদ্ধি ও বিবেচনাতে রহিত হয় এবং পূর্ব্বাভ্যাস ক্রমেতে ব্যয়বাসনা করিয়া সকল ধন ব্যয় করাতে অল্পকালে দরিদ্র হয়।

ইতি মূঢ়কথা সমাপ্তা।

অথ বহ্বাশকথা।

যে লুব্ধ পুরুষ ধন লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় না এবং বহুলাভেচ্ছা করিয়া সর্ব্বদা প্রচুর ধনেতে দীর্ঘ প্রত্যাশা করে নীতিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে বহ্বাশ কহেন। তাহার উদাহরণ বিজয়নগরেতে কৃতিকুশল নামে এক মালাকার ছিল। সে অতি সুন্দর মালা প্রস্তুত করিত এবং মালাগ্রাহক নগরস্থ লোকের উপাসনা করিয়া অনেক ধন লাভ করিয়াও তাহা অল্প জ্ঞান করিয়া প্রচুর ধনলাভেচ্ছাতে রাজসেবা-রম্ভ করিল। অনন্তর মালাকার মালাদানের কৌশলেতে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া নরপতির অনুগ্রহেতে মালার পুষ্পসংখ্যক মুদ্রা লাভ করিতে লাগিল কিন্তু তথাপি মালাকারের প্রত্যাশার নিবৃত্তি হইল না। জ্ঞানবান্ লোকেরা কহিয়াছেন যে লোক পরার্দ্ধপরিমিত ধনাকাঙ্ক্ষা করিয়া ইতস্ততো ধাবন করিয়া আপনাকে সদা নির্ধন জ্ঞান করে সেই বহ্বাশ পুরুষের কোন স্থানে সুখ জন্মে না। অনন্তর সেই মালিক প্রত্যাশাতে উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া এই চিন্তা করিল যে অলব্ধ ধনেতে ঔদাস্য করা এবং লব্ধ বিভবেতে আপনার সন্তোষ ও পোষণ করা আর অর্থের পরিচয় দেওয়া এবং ধনভোগ করা এই সমুদায় কার্য্যকরণেতে অর্থের বৃদ্ধি হয় না বরং সঞ্চিতার্থের লোপ হয়। এই পরামর্শ করিয়া মালাকার পিপ্পলীর ব্যবসায় এবং কৃষিকর্ম্ম আর অন্যান্য বাণিজ্য ও পশুপালনাদি ধনোপার্জ্জনের যে যে উপায় আছে সেই সকল কার্য্যেতে আপনার অর্থ সকল নিযুক্ত করিল এবং আপনি ঐ সকল ব্যবসায়েতে নিযুক্ত হইয়াও পূর্ব্বমত রাজসেবা করিতে লাগিল এবং আত্মভিন্ন সকল লোককে অবিশ্বাস করিয়া স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া সকল ব্যাপার করাতে অত্যন্ত অশক্ত হইল আর যখন বাণিজ্যব্যবসায়ে থাকে তখন কৃষিকর্ম্ম হয় না যে সময়ে কৃষিকর্ম্মেতে থাকে সে সময়ে পিপ্পলী সংগ্রহ হয় না যাবৎ পিপ্পলী সংগ্রহ করে তাবৎ পশুপালন হয় না। এই প্রকারে তাবৎ কর্ম্ম নষ্ট হইতে লাগিল এবং আপনিও সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়া অতি দুর্ব্বল হইল। অনন্তর রাজা মালাকারের কোন অপরাধে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে যে দাসেরা যদি নৃপতিকে জন্মা-

যদি মৃত্যু পর্য্যন্ত সেবা করে তথাপি সেই রাজা সেবকদের যৎকিঞ্চিৎ অপরাধে ঐ সেবকদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হন এবং সেই কোপেতে যদি সেবকদের প্রাণ দণ্ড না করেন তথাপি দস্যুন্যায় তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন। অনন্তর মালাকার নির্ধন হইয়া অধিক ক্ষুধা এবং দুর্লভ বস্তুর লাভেচ্ছা ও মুখরতা অর্থাৎ কাকুক্তি ও তাবৎপ্রসঙ্গে অনভিজ্ঞতা দরিদ্রের যে এই পাঁচ দোষ তদ্‌যুক্ত হইল এবং দরিদ্র হইয়া পরিজনপোষণেতে অসমর্থ হইয়াও পুনঃপুনঃ উপার্জ্জনচেষ্টা করিতে লাগিল। পশ্চাৎ মালাকার এক রাত্রিতে কতকগুলি মালা লইয়া নিজ নগর হইতে অন্য গ্রামে যাইতেছে সেই সময় দুই পুষ্করিণীর মধ্য স্থানে অতি বৃহৎ সাত ধনভাণ্ড যাইতেছে ইহা দেখিল এবং ঐ ধনভাণ্ড দেখিয়া বিবেচনা করিল যে এই অচেতন বস্তু কি প্রকারে এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে যাইতেছে এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে এই সকল নিধিভাণ্ড হইতে পারে সেই নিধি শক্তিতে ইহারা গমন করিতেছে আমি শীঘ্র এই সকল ভাণ্ড পূজা করি। ইহা স্থির করিয়া ঐ সকল মাল্য দিয়া প্রত্যেক ভাণ্ড পূজা করিয়া নানা প্রকার স্তব করিল। তাহার পর প্রথম ভাণ্ড হইতে এই বাক্য নির্গত হইল যে হে দরিদ্র যে ভাণ্ড সকলের পশ্চাৎ আসিতেছে তাহা হইতে তুমি কিছু ধন লইবা। তাহার পর আর পাঁচ ভাণ্ডও সেই প্রকার কহিল শেষে সপ্তম ভাণ্ড আপন মুখের আবরণ খুলিয়া এবং সুবর্ণ প্রকাশ করিয়া কহিল হে মালাকার আমরা সকলে তুষ্ট হইয়া তোমাকে সাত অঞ্জলি স্বর্ণ দিতেছি তুমি তাহা লও কিন্তু ইহার অধিকাকাঙ্ক্ষা করিও না। মালিক ঐ কথা শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া ঐ ভাণ্ড হইতে সাত অঞ্জলি স্বর্ণ লইয়া পুষ্পপাত্রে রাখিল পরে অতিশয় লোভেতে অষ্টমাঞ্জলি গ্রহণ করিবার বাসনাতে ভাণ্ডের মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইল। তৎক্ষণাৎ ঐ ভাণ্ড নিজমুখে আবরণসংযুক্ত হইয়া ঐ মালাকারকে লইয়া অতিবেগে চলিল। তাহাতে মালাকার বেদনাযুক্ত হইয়া কাকুক্তিপূর্ব্বক কহিতে লাগিল হে ভাণ্ড আমি আর ধন ভোগ করিব না আমার হস্ত ত্যাগ কর বরং যে স্বর্ণ লইয়াছি তাহা তোমাকে দিতেছি এইরূপ কাহাতে কিছুই হইল না। তাহাতে মালাকার বিবেচনা করিল যদি এই ধনভাণ্ড আমাকে লইয়া জলমধ্যে মগ্ন করে তবে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে এই ভয়ে পাদদ্বয়েতে এক বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া রহিল। নিধিভাণ্ড মালাকারের হস্ত বলেতে আকর্ষণ করিতে লাগিল তাহাতেই ঐ মালিকের দুইবাহুমূলোৎপাটন হইল এবং সেই বেদনাতে মালাকারের পঞ্চত্ব হইল। প্রবীণেরা কহিয়াছেন যে লোক ধনবিষয়ে সর্ব্বদা অতৃপ্ত থাকে এবং পরার্দ্ধসংখ্যক ধনাকাঙ্ক্ষা করে সেই বহ্বাশ লোক কখনও সুখী হয় না এবং শেষে বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং তাহার ঐ লোভপ্রযুক্ত নরক গমন আর চিরকাল অযশ থাকে।

ইতি বহ্বাশ-কথা সমাপ্তা।

অথ সাবধান-কথা।

যে পুরুষ নিজযোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া অবধান পূর্ব্বক সেই ধন রক্ষা করেন তিনি সাবধানরূপে খ্যাত হন আর কখনও অর্থহীন হন না। তাহার বিবরণ এই।

জয়ন্তী নগরীতে বীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজযোগ্যতাতে ধনোপার্জ্জন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং বহুপুত্রযুক্ত হইয়া সুখেতে কালযাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন করিতেছেন এই সময় কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া ঐ শব্দানুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে নগরপ্রান্তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নবযুবতী সর্ব্বাভরণভূষিতা আর উত্তমবস্ত্রপরিধানা এক স্ত্রীকে দেখিলেন।

তখন কিঞ্চিংকাল ঐরূপ ক্রন্দন শুনিয়া সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুন্দরি তুমি কেন রোদন করিতেছ। সুন্দরী কহিলেন হে পুত্র নৃপতি আমি তোমার লক্ষ্মী তুমি শূর এবং নীতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক এই কারণ এত দিবস পর্য্যন্ত তোমার গৃহেতে ছিলাম সম্প্রতি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতেছি এই হেতু রোদন করিতেছি। নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাতে কেন রোদন করিতেছ। লক্ষ্মী উত্তর করিলেন যে এখন তোমার স্নেহেতে রোদন করিতেছি। রাজা কহিলেন হে লক্ষ্মী যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ আছে তবে কি হেতু আমাকে ত্যাগ করিতেছ। অনন্তর লক্ষ্মী উত্তর করিলেন হে ভূপাল তুমি জান না যে আমি লক্ষ্মী চঞ্চলা এই কারণ এক স্থানে চিরকাল থাকিতে পারি না। তাহার বৃত্তান্ত শুন। শূর হইতে যে ব্যক্তি ভীত হয় লক্ষ্মী তাহাকে ভজনা করেন না এবং মৃদু পুরুষের নিকটে থাকেন না আর যে পুরুষের গৃহে সর্ব্বদা বিরোধ হয় তাহার নিকটেও অবস্থিতি করেন না। অতএব লক্ষ্মী চিরকাল কোন স্থানে অবস্থিতি করেন না এবং কোথাও দীর্ঘকাল বাস করেন না এই প্রযুক্ত লক্ষ্মীর অবস্থিতি আর গমন কাহারও অনুমেয় হয় না। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে অনুপযুক্ত ব্যবহার না করিলে লক্ষ্মী কোন লোককে ত্যাগ করেন না আমার কি অনুপযুক্ত ব্যবহার আছে বহুপুত্রতা ভিন্ন আমার কোন দোষ নাই। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে রাজার অপুত্রতা ও বহুপুত্রতা এই দুই অনুত্তম অপুত্রতায় বংশলোপ হয় আর বহুপুত্রতাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজার পুত্রেরা ভূমিলাভ ও কীর্ত্তিলাভের নিমিত্তে সর্ব্বদা বিরোধ করেন তাহাতে লক্ষ্মী তাহাদিগকে ত্যাগ করেন কিন্তু বিনা বিরোধে কোন ব্যক্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন না। অনন্তর নরপতি নিবেদন করিলেন হে কমলে যদি তুমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা কর তবে কোন্ ব্যক্তি তোমার গমন বারণ করিতে পারিবে যে স্থানে তোমার ইচ্ছা হয় সেই স্থানে যাও কিন্তু আমি এক বর প্রার্থনা করি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সেই বর দেও। লক্ষ্মী উত্তর করিলেন তুমি যদি আমার গমনের নিষেধ না কর তবে তোমার যে বর প্রার্থনীয় হয় তাহা কহ আমার অন্যত্র গমনের বারণ ভিন্ন যে যে বর চাহিবা আমি তাহাই দিব। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে ভগবতি আমার গৃহে পরিজনদের কখনও অনৈক্য না হয় তুমি এই বর আমাকে দেও। লক্ষ্মী রাজার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে হে রাজন্ যদি তোমার গৃহে পরিজনদের অনৈক্য না হয় তবে কি প্রকারে আমার অন্য স্থানে গমন হইবে আমি নদীর ন্যায় নীচগা এবং বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির: কিন্তু আমি যেমত নারায়ণের প্রিয়তমা হইয়া তাঁহার নিকটে চিরকাল আছি সেই মত নীতিশালিরাজার অতিপ্রিয়তমা হইয়া তাহার নিকটে দীর্ঘকাল থাকি এবং অনীতি কিম্বা কলহ এই দুই ব্যতিরেকে তাহার নিকট হইতে গমন করি না অতএব আমি অন্যত্র যাইতে পারিলাম না। ইহা কহিয়া লক্ষ্মী নরপতিকে ঐবর দিয়া রাজার গৃহে চিরকাল স্থিরতরা হইয়া থাকিলেন।

ইতি সাবধান-কথা সমাপ্তা।

মহেচ্ছ প্রভৃতি সাবধান পর্য্যন্ত

ধনিককথা সমাপ্তা।

কৃপণ লোকেরা ধনবন্ত হইয়াও পুরুষলক্ষণাক্রান্ত নয় কিন্তু পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের লক্ষণ কহিয়াছি।

অথ কাম কথা।

শাস্ত্রে পণ্ডিতেরা যে পুরুষের প্রিয়ানুরাগ স্থায়িভাব হয় এবং যিনি কামিনার আশ্রয় হন তাঁহার প্রিয়ানুরাগ উত্তমরূপে খ্যাত হয় এবং তিনিই কামশাস্ত্রসম্মত ক্রীড়াজন্য সুখ ভোগ করেন। অপর ত্রিবর্গের মধ্যে কাম উত্তম পুরুষার্থ এবং ধর্ম্ম ও অর্থের ফলরূপক যে কাম

তাঁহাতে যে পুরুষ আসক্ত হন তাঁহার নাম কামী পুরুষ। সেই কামী নায়ক পাঁচপ্রকার তাহার বিস্তার এই। অনুকূল এবং দক্ষিণ ও বিদগ্ধ আর ধূর্ত্ত ও শঠ এই পাঁচপ্রকার নায়কদের মধ্যে প্রথমত অনুকূল নায়কের কথা কহা যাইতেছে।

অথ অনুকূলনায়ক।

যে পুরুষ নিজ ভার্য্যাতেই অনুরক্ত এবং পরস্ত্রীতে পরাঙ্মুখ হন সেই পুরুষ অনুকূল-নায়করূপে খ্যাত হন। তাহার ইতিহাস এই। শূদ্রকনামে এক রাজা এবং সুখালসা নামে তাঁহার এক রাণী ছিলেন এবং ঐ রাজা ও রাণী এই দুই জনের যৌবনকালে পরস্পর অতিশয় প্রেম বৃদ্ধি হইয়াছিল। রাজা অন্য যুবতীকে নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন না আর সেই পতিব্রতা রাণীও অন্য পুরুষকে দর্শন করিতে বাসনা করেন না এবং সীতা ও রামের ন্যায় বিহিত ক্রীড়া এবং অন্য অন্য সুখানুভব করিয়া কালক্ষেপণ করেন। ভরতনামা পণ্ডিত স্বীয়া ও পরকীয়া এবং সামান্যা এই তিন প্রকার নায়িকাদিগের লক্ষণ কহিয়াছেন তাহার মধ্যে স্বীয়ার লক্ষণ এই যে রমণী স্বামীর সম্পদ্‌সময়ে কিম্বা বিপদ্‌সময়ে অথবা মরণেও স্বামিকে ত্যাগ না করেন এবং সেই স্ত্রীতে যদি স্বামির অনুরাগ থাকে তবে পণ্ডিতেরা সেই রমণীকে স্বীয়া কহেন এবং স্বামী পূর্ব্বজন্মের পুণ্যহেতুক এমত স্ত্রীকে পান। অনন্তর সেই অনুকূল নায়ক শূদ্রক রাজা এবং স্বীয়া নায়িকা সুখালসা রাণী তাঁহারা দুই জন কামকলাকৌতুকযুক্ত হইয়া সরোবরের সমীপে লতানির্ম্মিত মন্দিরে থাকিয়া কামশাস্ত্রাবিরোধি ক্রীড়া করত কিঞ্চিৎ কালযাপন করিতেছেন। এক সময় রাত্রির প্রথম প্রহরার্দ্ধেতে এক কালসর্প উত্তম শয্যাতে নিদ্রিত রাজমহিষীকে দংশন করিল। রাজা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন পরে অনেক মন্ত্র ও সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এবং উত্তম উত্তম বৈদ্য আনিয়া নানা ঔষধ প্রয়োগেতে রাজ্ঞীর প্রাণ রক্ষা করিলেন। কিন্তু বিষের উগ্র শক্তিতে রাণীর সৌন্দর্য্যের বিপরীত হইল। তাহার বিবরণ। এই উত্তম কেশযুক্তমস্তক কেশ-রহিত হইল এবং চন্দ্রতুল্য মুখ কাকমুখের ন্যায় হইলও প্রাতঃসময়ে সলিলস্থ উৎপলের ন্যায় চক্ষু কোটরগত হইল আর কমলের ন্যায় সুগন্ধি শরীর অতি দুর্গন্ধি হইল। পরে রাজা অতিশয় অনুরাগপ্রযুক্ত রাণীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং পূর্ব্বকৃত ব্যাপার স্মরণ করিয়া তাঁহার রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ কুদৃশ মহিষীকে একক্ষণ মাত্র চক্ষুর অগোচর করেন না এবং ক্ষুধিত হইলে আহার করেন না ও নিদ্রার নিমিত্তে শয়ন করেন না আর তাম্বূল কর্পূরাদি ব্যবহার করেন না এবং মন্ত্রিগণের সহিত আলাপ করেন না ও সেনা নিরীক্ষণ করেন না শোকেতে ব্যাকুল হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বদা রাণীর নিকটে থাকেন। মন্ত্রিরা রাজাকে ঐ প্রকার দেখিয়া কহিতে লাগিলেন হে মহারাজ রাণী দৈবাযত্তে এই প্রকার পীড়িতা হইয়াছেন ইহাতে মনুষ্য কি করিতে পারিবেক অতএব অসাধ্য বস্তুর উপেক্ষা করাই উত্তম হয় আপনি সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথিবীর স্বামী কেন রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা করেন না এবং মৃতকল্পা এই স্ত্রীর নিমিত্তে কেন এত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এ অনুচিত রাজা চিরজীবী থাকিলে এই রাজ্ঞী হইতে অধিকরূপবতী কত স্ত্রী মিলিবে আর তোমার অনেক বিবাহ হইতে পারিবে অতএব আপনি বিষাদ করিবেন না আর রাজার পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যদ্বারা ক্রীতের ন্যায় যে পরমায়ু তাহা দুঃখব্যাপার বিনা বৃথা কালযাপন করা উপযুক্ত হয় না। রাজা ঐ সকল কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে মন্ত্রিগণ আমার কথা শুন আমার এই যে ধর্ম্মপত্নী ইনি আমার পুণ্যকার্য্যে সহায়া এবং পাপ-পুণ্যের ভাগিনী ও সংসারের সুখমূল আর প্রাণসমানা ইনি মৃততুল্যা হইয়াও

যাবৎ জীবিতা থাকিবেন তাবৎ আমি নিরন্তর রাণীর নিকটে থাকিব তাহা ত্যাগ করিয়া মরণেতেও আমার অধিকার নাই রাজ্যচিন্তাতে কি অধিকার। অপর আমার প্রাণবিয়োগ হইলে যদি রাণী সহমরণ না করিয়া কেবল দুঃখিনী হন তবে রাণীর কি প্রকার প্রেম এবং যে প্রীতির বিচ্ছেদ ও বিস্মরণ হয় সে কিরূপ প্রীতি আর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একের বিচ্ছেদে অন্য যদি অনুমরণ না করে তবে সে কি দাম্পত্য যদি অনুমরণ করে তবে উত্তম দাম্পত্য। যদি রাজ্ঞী মরেন তবে আমি কি রাজ্য চিন্তিব অথবা অন্য স্ত্রী বাঞ্ছা করিব। হে মন্ত্রিগণ শুন পুরুষের যে প্রথম বিবাহ সে ঈশ্বরনির্ব্বন্ধ এবং যে দ্বিতীয় স্ত্রীপরিগ্রহ সে লজ্জা পরিত্যাগরূপ কুকর্ম্ম তাহা আমি কখনও করিব না এবং মহিষী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিব না তাহা কহিতেছি আমি যে রাজ্ঞীকে এক ক্ষণ বিস্মরণ করিতে পারি না এবং যাহাকে দর্শন করিয়াও আমার নেত্রদ্বয়ের তৃপ্তির শেষ হয় না, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি হয় না ও যাহার অধরামৃত পান করিয়া পবিত্র হইয়া জন্ম সার্থক করিতেছি সেই স্ত্রী আমার প্রাণরূপা আর যে এই জীবিত স্ত্রীর কারণ এত বিলাপ করিতেছি তাহার বিচ্ছেদে আমি যদি আপনার জীবনেচ্ছা করি তবে আমি চণ্ডালতুল্য হইব। মন্ত্রিগণ রাজার কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে নরপতি রাণীর মরণেতে আপনার মৃত্যু স্বীকার করিবেন ইহাতে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে রাণীর প্রাণ রক্ষাতেই রাজার রক্ষা হইবে এবং রাজা থাকিলেই আমরা থাকিব অতএব যাহাতে রাণীর মঙ্গল হয় সর্ব্বতোভাবে তাহাই কর্ত্তব্য এই অবধারিত করিয়া উত্তম উত্তম বিষবৈদ্যদিগকে ডাকিয়া রাণীর পুনর্ব্বার চিকিৎসারম্ভ করিলেন। তাহাতে এক নাগবধূ ঐ চিকিৎসিত রাণীর শরীরে আবির্ভূতা হইল। সেই সময় রাণী বিষজ্বালা পাইয়া উন্মত্তার ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন হে নরপতি তুমি পৃথিবী শাসন করিতেছ কিন্তু এক ব্যাধ আমার স্বামী নাগকে নষ্ট করিয়াছে তাহাতে আমি বিধবা হইয়া পরামর্শ করিলাম যে ব্যাধের প্রতীকার করিব কিন্তু ব্যাধ অতিক্ষুদ্র এবং আমার স্বামী যে নাগ তিনি রাজসদৃশ ব্যাধ তাহার তুল্য শত্রু নহে এই কারণ আমি স্বয়ং ব্যাধের প্রতীকার করিব না যে হেতুক অসদৃশ বৈরি বধেতে বৈরোদ্ধার হয় না অতএব রাজাকে শোকাকুল করিয়া তাঁহার দ্বারা ব্যাধকে নষ্ট করিব এই বিবেচনা করিয়া রাণীকে দংশন করিয়াছি। অনন্তর নরপতি উত্তর করিলেন হে নাগপত্নী আমি এই সংবাদ জানি না ইহাতে আমার কি অপরাধ যদি তুমি আমার অপরাধ স্থির করিয়া থাক তথাপি সেই অপরাধ ক্ষমা করা তোমার উপযুক্ত হয় কেননা যমও অজ্ঞ লোকের অপরাধ মার্জ্জনা করেন আর তুমি পতিব্রতা এবং ধর্ম্মশীলা সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে ধর্ম্মার্থে ত্যাগ কর। নাগবধূ রাজার বিনয়বাক্য শুনিয়া কহিল হে মহারাজ যদি তুমি রাণীর জীবনেচ্ছা কর তবে রাণীর প্রাণের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ দান কর তাহা দেখিয়া আমি রাণীকে ত্যাগ করিব। রাজা ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন হে নাগবধূ আমি রাণীর মঙ্গলার্থে অবশ্য প্রাণ দিব ইহা কহিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিতে খড়্গ গ্রহণ করিয়া ঐ খড়্গ কণ্ঠের নিকটে রাখিয়া কহিলেন যে সম্প্রতি প্রেয়সীর প্রেমেতে রহিত যে আমার প্রাণ সে প্রাণব্যয়রূপ যে মূল্য তদ্দ্বারা প্রেয়সীর প্রেম আমার ক্রীত হউক। নাগস্ত্রী এই কথা শুনিয়া কহিল হে মহারাজ তুমি প্রাণত্যাগ করিও না তোমার এই যে প্রিয়ানুরাগ তাহাতে আমি সন্তুষ্টা হইলাম আর রাণীকে ত্যাগ করিলাম তুমি এক যুবতীর নিমিত্তে সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজত্ব এবং উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য ও পরমৈশ্বর্য্যভোগ এই সমুদায় ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ অতএব তুমিই উত্তম নায়ক তোমা-

দিগের যে প্রকার প্রীতি জন্মান্তরে আমার ঐ প্রকার প্রীতি লাভ হউক এই কামনাতে আমি স্বামিপ্রাপ্তি নিমিত্তে অনুমরণ করিব ইহা কহিয়া স্বস্থানে গেল। অনন্তর নাগবধূর আবির্ভাবরহিতা রাজপত্নী মেঘাবরণ হইতে মুক্ত চন্দ্রের স্থায় সুন্দর শরীর পাইয়া পূর্ব্ব হইতে অধিক রূপবতী হইলেন। রাজাও ঐ মহোদ্বেগরূপ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দে রাণীর সহিত রাজ্য-সুখানুভব করিতে লাগিলেন। সাগরে মগ্না যে সম্পত্তি সে পুনরুত্থিতা হইলে যেমন ঐ বস্তু স্বামীর সুখদায়ক হয় সেইরূপ রাণী বিপদ্‌সাগরোত্তীর্ণা হইয়া এবং পূর্ব্ব হইতে অধিক রূপবতী হইয়া রাজার সুখদায়িনী হইলেন।

ইতি অনুকূলনায়ককথা সমাপ্তা।

অথ দক্ষিণনায়ক কথা।

যে পুরুষ প্রধান স্ত্রীর প্রীতিতে মগ্ন হইয়াও অন্য শত শত স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করেন এবং তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করাতে অন্যচিত্ত না হইয়া সেই ধর্ম্মপত্নীর গৌরব করেন তিনি দক্ষিণনায়ক রূপে খ্যাত হয়েন। তাহার ইতিহাস এই।

গৌড় দেশে লক্ষ্মণসেননামা এক রাজা ছিলেন তাঁহার রত্নপ্রভা নামে এক পাটরাণী এবং অন্য কতকগুলি ভোগ্যা স্ত্রী ছিল। সেই পদ্মিনী ও চিত্রাণী প্রভৃতি ভোগ্যা স্ত্রী সকল আপনাদের সৌন্দর্য্য ও গুণেতে আর স্বামীর অনুরাগবিশেষে কেহ উত্তমা কোন স্ত্রী স্বাধীনভর্ত্তৃকা এবং কোন যুবতী অভিসারিকা ও কেহ উৎকণ্ঠিতা আর বিপ্রলব্ধা এবং কোন স্ত্রী কলহান্তরিতা কেহ বাসকসজ্জারূপে খ্যাতা ছিল। ইহাদের লক্ষণ গ্রন্থান্তরে আছে। তাহারা নানা সজ্জা গ্রহণ করিয়া সেই দাতা অথচ অনুরাগী এবং ভাগ্যবান্ ও গুণজ্ঞ রাজাকে উত্তম পরিহাস এবং মধুর বাক্য ও মধুরাধরপানদ্বারা তুষ্ট করিত। সেই ভূপতি ঐ সকল স্ত্রীর প্রতি যে প্রকার প্রেম করিতেন রাজমহিষীতে ততোধিক সদ্ভাব করিতেন। রাজার প্রেমকৌশলেতে সকল স্ত্রী এই জ্ঞান করিত যে কেবল আমি রাজার প্রিয়তমা অন্যস্ত্রীরা পরিচারিকার স্থায়। এক সময়ে কাশীরাজের সহিত লক্ষ্মণসেন রাজার সন্ধি বিঘটিত হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনন্তর লক্ষ্মণসেন সেই অশ্বপতি যে কাশীরাজ তাহার সহিত বর্ষাসময়ে যুদ্ধবাসনা করিয়া নৌকাসজ্জা ও সেনাসজ্জা করিয়া কাশীপুরীতে গমনের উদ্‌যোগ করিলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে চতুরঙ্গিনী সেনার সহিত রাজা উত্তম স্থান পাইলে কিম্বা অবকাশ কাল পাইলেই বলবান্ হইতে পারেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের বিদেশযাত্রার সময়ে রত্নপ্রভা রাণী কহিলেন হে নাথ তুমি রাজা অতএব সর্ব্বত্র সুখ ভোগ করিতে পারিবা কিন্তু আমি অবলা কেবল তুমি আমার সহায় তুমি বিদেশস্থ হইলে আমি কি প্রকারে পর্ব্বরাত্রি এবং সুখরাত্রি যাপন করিব তুমি যদি আজ্ঞা কর তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। নরপাত উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী এবং সকল বিষয়ের কর্ত্রী অন্য অন্য স্ত্রী সকল পুষ্প-তাম্বূলের স্থায় সহজসেব্যা যদি তুমি আমার সঙ্গে যাইবা তবে গৃহের এবং রাজ্যের কি হইবে তুমি আমার স্বরূপা এবং রাজলক্ষ্মীরূপা অতএব মন্ত্রীদিগের সহিত এই স্থানে থাকিয়া রাজ্য রক্ষা কর আমি সুখরাত্রিতে এবং পর্ব্বরাত্রিতে এখানে আসিয়া তোমার কামনা সম্পূর্ণা করিব। রাণী ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যদি তোমার কথার অন্যথা হয় আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব ইহা জানিবেন। রাজা কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলেন হে প্রিয়ে আমার বাক্যের ব্যভিচার হইবে না। অনন্তর মহীপাল নৌকায় গুণবৃক্ষাগ্রে উড্ডীয়মান পতাকাদ্বারা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিয়া এবং নৌকাদণ্ডনিপাতে গভীর জল আবর্ত্তিত করাইয়া এবং নিশানপ্রকাশেতে সকল লোককে ত্রাসযুক্ত করিয়া চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যাত্রা করিয়া কাশীমার্গ-

রীতে উপস্থিত হইলেন এবং কাশীপুরীর দুর্গের চতুর্দ্দিক্ নৌকাতে রোধ করিয়া যুদ্ধের প্রথম ক্ষণে দেববর্ষণেতে যুদ্ধব্যসনযুক্ত হইয়া নিশ্চেষ্টরূপে কাল যাপন করিতেছেন এবং যে যুদ্ধ জয়ের প্রত্যাশা করিয়াছেন সেই জয়ের ব্যাঘাতভয়ে রাণীর নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইলেন। পরে এক দিবসের সায়ং সময়ে সেই নগরবাসী সেনারা উল্‌কা ভ্রমণ করাইতেছে। রাজা তাহা দেখিয়া আপনার সেবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই কি এক পর্ব্বরাত্রি হা তবে আমি রাণীর নিকটে স্বীকৃতবাক্য হইতে চ্যুত হইলাম যদি রাণী রত্নপ্রভা অগ্নিপ্রবেশ করে তবে আমি কি করিব যে লোক মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্বীকৃত বাক্য রক্ষা না করিয়া তাহা হইতে চ্যুত হয় সেই কৃতঘ্ন দুরাত্মা সংসারের মধ্যে অতি নিন্দিত হয় আর আমার এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কেবল পাপজনক নহে স্ত্রীহত্যার হেতুও হইবে অতএব মন্ত্রিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। পরে নরপতি মন্ত্রীদিগকে কহিলেন যে তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগ কর। তাহার পর ঐ বৃত্তান্ত কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এবিষয়ে কি কর্ত্তব্য। মন্ত্রিরা রাজার সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজের প্রভুত্বে ও প্রতাপে কোনকর্ম্ম অসাধ্য নাই সম্প্রতি নাবিকদিগকে অনেক ধন দান করুন তাহারা এই রাত্রিতে মহারাজাকে নৌকারোহণ করাইয়া সেই নৌকা লক্ষ্মণাবতী পুরীতে লইয়া যাইবেক তাহাতেই মহারাজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিবেন আমরা বিপক্ষের দুর্গদ্বার রোধ করিয়া থাকিলাম। নরপতি ঐ কথোপকথনের পর একশত তরুণতর নাবিকের সহিত পবনের ন্যায় শীঘ্রগামি নৌকায় আরোহণ করিয়া ঐ রাত্রির চতুর্থ প্রহরেতে লক্ষ্মণাবতী পুরীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে রাণী রত্নপ্রভা অগ্নিপ্রবেশের উদ্‌যোগ করিতেছেন তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া নানাপ্রকার বাক্য বিনয়েতে রাণীকে অগ্নিপ্রবেশ হইতে নিষেধ করিলেন। রাজমহিষীও রাজাকে দেখিয়া ও প্রীতির পরীক্ষা করিয়া এবং আপনার মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা হইলেন। শাস্ত্রের লিখন এই যে প্রীতিতে যে দম্পতী পরস্পর আজ্ঞা লঙ্ঘন না করেন এবং বিনয়বাক্যের বৈষম্য না করেন ও প্রথমোৎপন্ন যে সদ্ভাব কখনও তাহার ন্যূনতা না করেন সেই প্রীতি উত্তমা। ভক্তির যে প্রেম সে কন্দর্পকৃত কারাগার মাত্র সামান্য নায়ক ও নায়িকা তাহাতে বদ্ধ হইয়া কেবল দুঃখ ভোগ করে।

ইতি দক্ষিণনায়ককথা সমাপ্তা।

অথ বিদগ্ধনায়ক-কথা।

যে পুরুষ প্রচুর সুখানুভবের নিমিত্তে তিনপ্রকার স্ত্রীর প্রিয় হন তিনি বিদগ্ধনায়করূপে খ্যাত হন। তিনপ্রকার স্ত্রীর বিবরণ এই। নিজা এবং পরকীয়া ও সামান্যা যে স্ত্রীর জীবদ্দশায় পতির লৌকিক কার্য্যের সহায়তা করে এবং স্বামীর সহ মরণেতে স্বামীকে স্বর্গভোগ করায় তাহার নাম নিজা এবং স্বীয়া। কিন্তু কামুক পুরুষেরা স্বস্ত্রীগমনেতে সম্পূর্ণ সুখ বোধ না করিয়া যে পরস্ত্রীতে গমন করে সকল লোক সেই স্ত্রীকে পরকীয়া কহেন। আর বেশ্যার নাম সামান্যা স্ত্রী। সে কেবল ধনাকাঙ্ক্ষা করে এবং সেই সামান্যা নায়িকা যখন লোক যদি নির্গুণ হয় তথাপি তাহাকেই সর্ব্বদা প্রার্থনা করে আর নির্ধন লোক উত্তমগুণযুক্ত হইলেও তাহাকে বাঞ্ছা করে না। কিন্তু কামুক পুরুষেরা স্বস্ত্রীগমনেতে তৃপ্ত হয় না এবং পরস্ত্রীতে নিঃশঙ্ক হইয়া ক্রীড়া করিতে পারে না এই প্রযুক্ত কামদেবের সকল সম্পত্তিরূপা যে বেশ্যা তাহার সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করে। তাহার কথা এই।

ভোজ রাজার ধারানগরীতে কেতকী ও জাতকী নামে দুই বেশ্যা বসতি করে। নায়কেরা এক রাত্রি সম্ভোগের নিমিত্তে কেতকীকে এক লক্ষ টাকা দেয় এবং জাতকীকে পাঁচ টাকা

নায়। এক সময়ে ঐ দুই বেশ্যা অতি বিবাদ করিয়া কেতকী জাতকীকে কহিল রে পাপীয়সি তুই পাঁচ টাকা গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিস্ অতএব কি অহঙ্কারেতে আমার সহিত বিবাদ্ করিতেছিস্। তাহা শুনিয়া জাতকী উত্তর করিল অরে পাপিনি আমি তোর যমজা ভগিনী এবং সমবয়স্কা ও সমানগুণযুক্তা তুই কি প্রকারে আমা হইতে উত্তমা এবং আমি বা কি প্রকারে অধমা হইলাম। নায়কেরা আমাকে পাঁচ টাকা দেয় এবং তোকে লক্ষ টাকা দেয় এই যে দানের বিশেষ এ কেবল নায়কদের অবিবেচনাতে হয় ইহাতে আমার হানি নাই তথাপি যদি তুই অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছিস্ তবে আমা হইতে তোর রূপ ও যৌবন এবং গুণের বিশেষ কি আছে তাহা বল্ আর নৃত্য এবং গীত ও কামকথা এই সকলের বিশেষ কি জানিস তাহা বল্ যদি অধিক না জানিস তবে কি প্রকারে আমি ক্ষুদ্রা হইলাম। ঐ দুই বেশ্যা এই প্রকারে বিবাদ করিয়া উভয়ের গুণাদির বিচারের নিমিত্তে ভোজরাজার নিকটে গেল। ভোজরাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের বিবাদের কারণ কি। পশ্চাৎ কেতকী নিবেদন করিল হে মহারাজ জাতকী নায়কের স্থানে এক রাত্রিতে পাঁচ টাকা লাভ করিয়া চরিতার্থা হয় আমি এক রাত্রিতে নায়কের স্থানে লক্ষ টাকা পাই অতএব জাতকী কি প্রকারে আমার নিকটে স্পর্দ্ধা করে। অনন্তর জাতকী নিবেদন করিল হে ভূপাল আমাদিগের উভয়ের যে রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রম এই সকলেতে আমার কি ন্যূনতা আছে তাহা বিবেচনা করুন কিন্তু কোন অংশে আমার ন্যূনতা নাই আমাকে নায়কেরা যে পাঁচ টাকা দেয় সে দোষ নায়কদিগের অথবা রাজার। রাজা এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার কি অপরাধ। তখন জাতকী পুনশ্চ নিবেদন করিল যে হে মহারাজ বিচারকর্ত্তা থাকিতে আমাদিগের সমান রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রমেতে ফলের এ প্রকার বৈষম্য কেন হয় ইহাতে নিবেদন করি যে সর্ব্ব বিষয়ে মহারাজের বিচারদৃষ্টি নাই আপনকার এই দোষ। তদনন্তর রাজা ঐ দুই বেশ্যার রূপ এবং গুণ ও বয়ঃক্রমের সমতা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে এ কি আশ্চর্য্য এই দুই গণিকার রূপ ও গুণ এবং বয়ঃক্রম সমান তবে কেন লাভের এত বৈষম্য হয় কিন্তু ইহার বিচার করা আমার সাধ্য নহে রাজা বিক্রমাদিত্য বড় বুদ্ধিমান্ ইহারা তাঁহার নিকটে যাউক তিনি অবশ্য ইহার বিচার করিতে পারিবেন। এই বিবেচনা করিয়া আপনার লোকের সহিত দুই গণিকাকে রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে পাঠাইলেন। অনন্তর বিক্রমাদিত্য রাজা বেশ্যাদ্বয়ের বাক্য শুনিয়া এবং তাহাদিগকে কেলিগৃহে লইয়া ও তাহাদের গুণের পরীক্ষা লইয়া কহিলেন যে তোমাদিগের গুণের বৈষম্য তাদৃশ নাই কিন্তু আমি এই অনুভব করি যে কেতকী আপনার দুর্লভত্ব প্রকাশ করে এই কারণ নায়কের স্থানে লক্ষ মুদ্রা লয় জাতকী আপনার ব্যগ্রতা ও লোভ প্রকাশ করে এই প্রযুক্ত পাঁচ টাকাতে পুরুষের সুলভা হয় ইহাতে জাতকী সহস্র মুদ্রা লভেও করিতে পারে না লক্ষমুদ্রা কি প্রকারে পাইবে যে হেতুক উত্তম রূপ ও গুণ থাকাতেও যে স্ত্রী কামুকপুরুষদিগের দুর্লভা হয় সেই সুখ ভোগ করে জাতকী এই কথার উত্তর করিল হে মহারাজ আমি এই সকল ব্যাপার জানি এবং কামকলার কোন কার্য্যেতে অনভিজ্ঞা নহি আমার নিবেদন শ্রবণ করুন যে রতিকার্য্যেতে দূতীর বক্রোক্তি না থাকে এবং নায়িকার দুর্লভত্ব প্রকাশ না হয় সেই নায়িকা রতিকামুক পুরুষদিগের অধিক সুখদায়িনী হয় না তাহাতে নায়িকারো অধিক লাভ হইতে পারে না আমি এই সকল বিষয় জানি তথাপি কামুকেরা আমাকে অল্প দেয় কেতকীকে অধিক দেয়। রাজা বিক্রমাদিত্য জাতকীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনী হইয়া উত্তর করিলেন যে তোমাদিগের উপপত্তিদের নিকটে

এই লাভ-বৈষম্যের কারণ জানিতে পারিব। পরে জাতকী পুনশ্চ নিবেদন করিল হে মহারাজ আমি পূর্ব্বজন্মের পাপে পরিণত কামপীড়াতে কাতরা হইয়া পুরুষগামিনী বেশ্যা হইয়াছি এবং কামবাণে পীড়িত পুরুষসকল লজ্জারহিত হইয়া আমাতে উপগত হয় এইমাত্র ইহাতে তাহাদিগের নিকটে কারণ কি জানিতে পারিবেন আর যে ব্যাপারে অর্থলাভের ন্যূনতা হয় এমত কার্য্য অধম গণিকা করে কিন্তু উত্তম গণিকা সেইরূপ কার্য্য করে না। জাতকীর সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন ভাল আমি অবধারিত করিলাম এখন তোমরা আপন আপন স্থানে যাও আমি ভোজরাজার নিকটে তোমাদের গুণবৈষম্যের বিবরণ লিখিব ইহা কহিয়া আপন লোকদ্বারা ঐ দুই বেশ্যাকে ভোজরাজার নিকটে পাঠাইলেন। পশ্চাৎ বিক্রমাদিত্য নির্জ্জনেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ইহাদিগের গুণের তারতম্য বিবেচনা করা অতি দুরূহ ইহাদিগের গুণ ও রূপ এবং বয়ঃক্রম এই সকল সামগ্রীর তুল্যতা থাকিলে ধনলাভরূপ যে ফল তাহার এত বৈষম্য এ কি আশ্চর্য্য। কোন স্ত্রী যৌবনেতে পুরুষের মনোরমা হয় কেহ বা সৌন্দর্য্যদ্বারা নায়কের প্রিয়তমা হয় এবং কেহ কেহ বাক্যের কৌশলেতে এবং অন্য কোন যুবতী বাক্য ও সৌন্দর্য্য এই উভয় সামগ্রীতে পুরুষের রমণীয়া হয় সে যে হউক ইহাদের বিশেষ নিরূপণ করিব। ইহা ভাবিয়া অগ্নি এবং কোকিল নামে দুই বেতালের স্কন্ধারোহণ করিয়া ভোজরাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা প্রথমে সেই দুই বেশ্যার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে কেতকী উত্তম পট্টবস্ত্রপরিধানা এবং রত্নালঙ্কারভূষিতা ও তাহার গৃহের উপরে এক স্বর্ণময় কলস আছে আর জাতকী সামান্যশুক্লবস্ত্রপরিধানা এবং স্বর্ণালঙ্কারযুক্তা এবং তাহার গৃহোপরি এক মৃত্তিকার কলস ইহা দেখিয়া ভাবনা করিলেন যে ধনের ন্যূনাধিক এই মাত্র বিশেষ ইহাতে বেশ্যার গুণ ও দোষের নিশ্চয় হইতে পারে না কিন্তু অন্য প্রকারে ইহাদের দোষগুণের নিরূপণ করি। ইহা বিবেচনা করিয়া রাত্রিতে এক লক্ষ টাকা কেতকীকে দিয়া তাহার গৃহে গেলেন পশ্চাৎ রাজা বিক্রমাদিত্য কেতকীর সহিত নানা প্রকার পরিহাস ও বাক্যের কৌশল করিতে করিতে বিবেচনা করিলেন যে অন্য স্ত্রী নায়কের সহিত দীর্ঘকাল আলাপ করিয়া যে প্রীতি প্রকাশ করিতে না পারে এই কেতকী অর্দ্ধাস্তমিত লোচনের কটাক্ষে ও ভ্রূলতার ভঙ্গিতে নায়কের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতে পারে এই কারণ নায়কেরা ইহাকে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়। পরে কামকলাচতুর বিক্রমাদিত্য শিরোবেদনাচ্ছলেতে আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। কেতকী রাজাকে ঐ প্রকার পীড়িত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে নাগর তুমি কি কারণ মূর্চ্ছিত হইলা রাজা বিক্রমাদিত্য অচেতনের ন্যায় থাকিলেন এবং কেতকীর কথার কিছুই উত্তর করিলেন না। সেই কালে কেতকী কোন উত্তর না পাইয়া এবং রাজার ব্যামোহ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য কিঞ্চিৎ নেত্রোন্মীলন করিয়া কেতকীকে দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এ বড় আশ্চর্য্য বেশ্যাদের কেবল ধনের সহিত প্রীতি থাকে এই বেশ্যা আমার সহিত ক্ষণকাল আলাপ করিয়া এত প্রীতি প্রকাশ করিতেছে যেমত সতী স্ত্রী স্বামিশোকে কাতরা হইয়া রোদন করে তাহার মত গণিকা নায়কের নিমিত্তে রোদন করিতেছে পরে রাজা কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া কহিলেন যে হা নষ্ট হইলাম শূরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামস্থলে কিম্বা তীর্থে আমার মৃত্যু হইল না এখন বেশ্যার গৃহে মৃত্যু হইল। সেই সময় কেতকী নিবেদন করিল হে মহাশয় এই রোগের কি কোন প্রতীকার নাই। রাজা তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে ইহার এক প্রতীকার আছে কিন্তু তাহা তোমার

শক্তিতে হইবে না। কেতকী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল কি প্রতীকার। রাজা উত্তর করিলেন আমার মস্তকে যে বেদনা হইয়াছে সে অসাধ্য রোগ কিন্তু পূর্ব্বে যখন আমার এই রোগ উপস্থিত হইয়াছিল তখন এক বৈদ্য অষ্টাধিক শত গজমুক্তা পোট্‌লীতে বদ্ধ করিয়া এবং তাহা বারম্বার অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তাহার স্বেদ মস্তকে দিয়া এই রোগের প্রতীকার করিয়াছিল। কেতকী নরপতির রোগপ্রতীকারের কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিতা হইয়া কহিল হে নাথ আপনি চিন্তা করিবেন না আমার অষ্টোত্তর শত গজমুক্তার এক মালা আছে। রাজা উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে সেই মালা রাজার দুর্লভা এবং তাহার অনেক মূল্য আর তোমার অতিধন তাহা কেন বিদেশীয় লোকের নিমিত্তে অগ্নির স্বেদে নষ্ট করিবা। কেতকী রাজার কথার উত্তর করিল হে মহাশয় আমাকে এই প্রকার কহিবেন না আমি এক রাত্রির নিমিত্তে তোমার স্ত্রী হইয়াছি অতএব উত্তম স্ত্রীর উপযুক্ত যে কার্য্য তাহা আমি অবশ্য করিব হে নাথ কুলস্ত্রী স্বামীর প্রীতির নিমিত্তে সকল কার্য্য করেন এবং স্বামীর মরণেতে আপনার মৃত্যু স্বীকার করেন আমি অধমা স্ত্রী বটি কিন্তু নায়কের প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে কি ধন ব্যয় করিতে পারিব না। রাজা বেশ্যার কথা শুনিয়া কহিলেন যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। পরে বেশ্যা আপনার গজমুক্তার মালা আনিয়া পোট্‌লীর মধ্যে রাখিয়া এবং অগ্নিতে তপ্ত করিয়া নরপতির মস্তকে স্বেদ দিতে লাগিল। সেই স্বেদেতে রাজা কৃত্রিম বেদনার উপশম জানাইলেন তখন কেতকী রাজাকে নির্ব্যাধি দেখিয়া এবং সকল বিষাদ ত্যাগ করিয়া ও পূর্ব্বমত প্রফুল্লবদনা হইয়া পুনর্ব্বার ক্রীড়ারম্ভ করিল। তখন বিক্রমাদিত্য নরপতি বিবেচনা করিলেন যে এই গণিকা আমাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদ করিয়াছিল এখন আমাকে হর্ষযুক্ত দেখিয়া আপনি আহ্লাদিতা হইয়াছে অতএব যেমত কুলস্ত্রী স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাগিনী হয় এই গণিকাও সেইমত নায়কের সুখ-দুঃখের ভাগিনী হয় এবং এইপ্রকার উত্তম গুণেতেই অনেক অর্থ লাভ করে। রাজা সকল রাত্রি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া প্রভাতসময়ে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যপ্রকাশ দেখিয়া বেশ্যালয় হইতে বাহিরে গেলেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য সকল দিবস কোন স্থানে থাকিয়া রাত্রির প্রথম দণ্ডের মধ্যে জাতকীকে পাঁচ টাকা দিয়া জাতকীর গৃহে গেলেন এবং সেখানে বসিয়া কিঞ্চিৎ আলাপ করিলেন পরে অভিলষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোনক্রমে জাতকীর মুক্তামালা ছিন্ন করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ছিন্ন মালার মুক্তা সকল চতুর্দ্দিকে গেল। জাতকী তাহা দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়া এবং ক্রিয়মাণ কার্য্য ত্যাগ করিয়া ঐ মুক্তা সকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং এক এক মুক্তা আনিয়া একত্র রাখিয়া যখন গণনাতে সম্পূর্ণ হইল তখন জাতকী নরপতির নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার আলাপ করিতে ইচ্ছা করিল। রাজাও সেই কারণে রাগ প্রকাশ করিয়া সেই সময় গৃহের বাহিরে গেলেন। জাতকী তাহা দেখিয়া রাজাকে কিছুই কারণ কহিল না। ভূপতি আবাস স্থানে গিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই জাতকী অধমা বেশ্যা এই কারণ উত্তম নায়কেরা ইহার নিকটে যাইসে না এই জাতকী যখন আমার সহিত আলাপ ত্যাগ করিল তখনি ইহার যেমত রসজ্ঞতা ও সম্প্রীতি তাহা বুঝিয়াছি এবং মুক্তাগণনাতেই ইহার আশয় বুঝিয়াছি। হা বিধাতা এই বেশ্যার অন্তঃকরণ বজ্রের ন্যায় কঠিন করিয়াছেন তন্নিমিত্তে ইহার অধিক অর্থ লাভ হয় না কিন্তু কেতকী সর্ব্বোত্তোভাবে উত্তমা এই কারণ উত্তম লোকেরা ইহার নিকটে আসিয়া নানা প্রকারে তুষ্ট হইয়া কেতকীকে লক্ষ টাকা দেয়। অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য নিজ রাজধানীতে গিয়া ভোজরাজাকে ঐ দুই বেশ্যার দোষ ও গুণের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং কেতকী

বেশ্যাকে একসহস্র গজমুক্তা পাঠাইয়া দিলেন। কাব্য আর অর্থযুক্ত যে কবিতাসকল তাহার সদসদ্বিবেচনাতে এবং উত্তম স্তন ও সুকেশযুক্ত রমণীগণের ভদ্রাভদ্রবিচারেতে রাজা বিক্রমাদিত্য বিদগ্ধ ছিলেন সম্প্রতি শ্রীশিবসিংহ রাজা তাঁহার ন্যায় বিদগ্ধরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

ইতি বিদগ্ধনায়ককথা সমাপ্তা।

অথ ধূর্ত্ত নায়ক কথা।

যে পুরুষ কেবল নিজ প্রয়োজনসময়ে নায়িকার সহিত প্রীতি করে এবং কার্য্য সিদ্ধ হইলেই প্রীতিবিচ্ছেদ করে যুবতীরা সেই পুরুষকে ধূর্ত্ত নায়ক কহে। আর কোন স্ত্রী সেই ধূর্ত্তের প্রিয়া হয় না এবং ধূর্ত্তনায়কও কোন স্ত্রীর প্রিয় হয় না কিন্তু রমণীরা সেই অনুরক্ত ধূর্ত্তের বাক্য কৌশলে এবং নানা কৌতুকে এক সময় তাহার বশীভূতা হয় কোন সময়ে বা ঐ নায়কের কথা শুনিয়া হাস্যরসে মগ্না হয় কিন্তু ঐ ধূর্ত্তকে যুবতীরা নিতান্ত বিশ্বাস করে না এবং তাহাদিগের কুপ্রভু যে ধূর্ত্ত নায়ক তাহার সহিত যে প্রীতি হয় সে বিদ্যুতের মত অর্থাৎ যেমত বিদ্যুতের উৎপত্তি হইয়া শীঘ্র বিনাশ হয় সেই মত ধূর্ত্ত নায়কের যুবতীদের প্রীতি উৎপত্তি হইয়া শীঘ্র বিনাশ হয়। তাহার ইতিহাস এই।

পাটলিপুত্র নামে এক নগর তাহাতে খড়্গসর্ব্বস্ব নামে এক ক্ষত্রিয় বাস করেন তিনি এক সময়ে আপনার নিজ পত্নীকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেছেন। শশী নামে এক ধূর্ত্ত ঐ রমণীকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া মূলদেব নামে আপন সখাকে কহিল যে হে সখা মূল দেব আমি অদ্য এক নব যুবতীকে দেখিয়া কামশরেতে বিদ্ধ হইয়াছি তাহার সৌন্দর্য্যের কথা শুন। যেমত মুক্তাশ্রেণীতে যুক্তা হইলে পর চন্দ্রমণ্ডল সুশোভিত হয় তাহার ন্যায় স্বেদজলবিন্দুতে সুন্দরমুখী এবং সে দূরগমনের শ্রান্তিতে স্বামীর পশ্চাৎ মন্দ মন্দ গমন করিতেছে এক সময়ে বা স্বর্ণসদৃশ শরীরে যৌবনভারেতে অলসা হইয়া গজরাজের ন্যায় গমন করিতেছে আর মৃগলোচনের ন্যায় তাহার যে চক্ষু সে কটাক্ষ বিক্ষেপ বাণসন্ধানের ন্যায় সন্ধান করত প্রথমে অমৃতবর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ বিষ বর্ষণ করিতেছে সেই যুবতীর সংসর্গ-বাসনাতে আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে অতএব কি প্রকারে এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। হে কামকলাচতুর সখা মূলদেব তুমি কোন উপায় বল নতুবা আমি কন্দর্পবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব তাহাতেই তুমি মিত্রের মরণশোকেতে পশ্চাৎ নিতান্ত কাতর হইবা। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেমত ধূর্ত্ত লোক পরদ্রব্য হরণ করিয়াও তৃপ্ত হয় না সেই মত ধূর্ত্ত নায়ক সহস্র স্ত্রী গমন করিয়াও তৃপ্ত হয় না পুনশ্চ অন্যস্ত্রীসঙ্গ বাসনা করে। অনন্তর মূলদেব মিত্রের কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে মিত্র তুমি কিছু চিন্তা করিও না ইহার উপায় হইবে সম্প্রতি ঐ স্ত্রী ও পুরুষ কোন্ পথে যাইবে তাহা জানিয়া আমাকে সংবাদ কহ। শশী কহিল হে সখা আমি সেই পথ জানি। মূলদেব উত্তর করিল হে মিত্র তুমি সেই পথের অগ্রভাগে এক বস্ত্রগৃহ প্রস্তুত করিয়া আপনি স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া তাহার মধ্যে থাক আমিও শীঘ্র সেখানে যাইতেছি। শশী মূলদেবের পরামর্শে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সেই পথে এক বস্ত্রগৃহের মধ্যে থাকিল। পরে মূলদেব সেখানে গিয়া তাঁহার নিকটস্থ এক বৃক্ষছায়াতে বসিয়া মিথ্যা চিন্তাতে অধোবদন হইয়া থাকিল। পরে সেই খড়্গসর্ব্বস্ব পরিশ্রান্ত প্রিয়ার অনুরোধে আপনি মন্দ মন্দ গমন করত ঐ প্রিয়ার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বৃক্ষছায়াতে উপবিষ্ট মূলদেবকে ব্যাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে মহাশয় তুমি কি হেতু উদ্বিগ্ন হইয়াছ। মূলদেব উত্তর করিল হে মহাশয় আমার উদ্বেগের কারণ তাহা কহিতে অতিশয় লজ্জা হয় আপনি মান্য লোক কি প্রকারে আপনার সাক্ষাতে সে কথা কহিব যদি না কহি তবে

তাহার কোন উপায়ও হইবে না সাধুলোক আপনার শক্ত্যনুসারে অবশ্য পরের বিপদুদ্ধার করেন সাধু ব্যতিরেকে অন্য লোক পরোপকার করিতে উদ্যত হন না। পরে খড়্গসর্ব্বস্ব এই কথা শুনিয়া সদয় হইয়া কহিলেন যে তোমার কি চিন্তা এবং তাহার কি উপায় কর্ত্তব্য হয় তাহা কহ। তাহা শুনিয়া মূলদেব কহিল হে কৃপাসাগর এই বস্ত্রগৃহ দেখুন। খড়্গসর্ব্বস্ব সেই বস্ত্রের ঘর দেখিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার মধ্যে কি আছে। তখন মূলদেব কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিল হে দয়াসাগর ইহার বৃত্তান্ত শুন আমার স্ত্রী পূর্ণগর্ভা ছিল এবং আমার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক নাই স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রসবকার্য্য জানে না এই কারণ ইহাকে ইহার পিতৃগৃহে লইয়া যাইতেছিলাম হঠাৎ পথিমধ্যে স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল এখন আমি কি করিব ইহা কহিয়া রোদনকরিয়া ভূমেতে পড়িল। খড়্গসর্ব্বস্ব মূলদেবকে অতি কাতর দেখিয়া এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া কহিলেন হে মহাশয় তুমি রোদন করিও না সম্প্রতি আমার স্ত্রী ঐ বস্ত্রগৃহের মধ্যে গিয়া এবং তোমার পরিজনকে দেখিয়া উপযুক্ত কার্য্য করিবে স্ত্রীলোকের প্রসবোচিত কার্য্য প্রায় সকল স্ত্রীই জানে। তাহা শুনিয়া মূলদেব গাত্রোত্থান করিয়া কহিল যে আমি বুঝিলাম আপনকার অনুগ্রহে আমার সকল বিপদ্ দূর হইবে অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। অনন্তর খড়্গসর্ব্বস্ব স্ত্রীকে বস্ত্রগৃহে যাইতে কহিলেন। পরে পতির আজ্ঞাতে ঐ স্ত্রী বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ স্ত্রীবেশধারীর নিকটে গেলেন। তখন স্ত্রীবেশধারী শশী ঐ মনোহরা যুবতীকে পাইয়া আপন অভিলাষ পূর্ণ করিল। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা পার্ব্বতীর অভিশাপেতে সর্ব্বদা পুরুষসমভিব্যাহার বাসনা করে কিন্তু পুরুষের বাসনা ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধ হয় না ইহাতে সুতরাং স্ত্রীলোকের সহিষ্ণুতাধর্ম্ম প্রকাশ হয় পুরুষের কোন সময় স্ত্রীর প্রতি ইচ্ছা হয় কখন বা অনিচ্ছা হয় কিন্তু পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের যে বাসনা কখন তাহার বিরাম নাই যে হেতুক স্ত্রীলোকের কাম পুরুষ হইতে অষ্টগুণ অধিক হয়। সেই সময় মূলদেব খড়্গসর্ব্বস্বের সহিত এই প্রকার আলাপ করিতে আরম্ভ করিল রৌদ্রসেবাতে নির্গত যে স্বেদবিন্দু তাহাতে শোভিত মুখ ও স্থূল স্তন ও মৃদু স্বরসহিত কথা আর ঈষৎ লজ্জা ও হাস্যেতে যুক্ত ওষ্ঠ এবং অল্পোন্মীলিত নেত্রদ্বয় যুবতীদিগের যে এই সকল সামগ্রী তাহা কামুক পুরুষদের সুখের নিমিত্তে হউক। মূলদেবের এই সকল কথা খড়্গসর্ব্বস্বের কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে বস্ত্রগৃহের কোন সংবাদ তাহার অনুভব হইল না। পশ্চাৎ শশী ঐ যুবতীর সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে ঐ রমণী বস্ত্রগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই দুই ধূর্ত্তের চাতুর্য্যেতে আমার এই গতি হইল ইহাতে হাস্য করিতে করিতে স্বামীর নিকটে গেলেন। সেই সময় খড়্গসর্ব্বস্ব ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়ে ঐ স্ত্রীর কি সন্তান হইল, পুত্র কিম্বা কন্যা। তদনন্তর ঐ স্ত্রী স্বামীর কথা শুনিয়া এবং আপনার বৃত্তান্ত মনে করিয়া লজ্জা প্রযুক্ত হাসিতে হাসিতে অধোমুখী হইলেন। তদনন্তর মূলদেব কহিতে লাগিল হে মহাশয়! আর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই তোমার ভার্য্যার হাস্যেতেই বোধ হইতেছে যে আমার স্ত্রীর পুত্র জন্মিয়াছে। প্রবীণেরা কহিয়াছেন যে, কুটোপায়েতে প্রবীণ এবং হাস্যরসে যে লোক নিপুণ হয় তাহার হৃদয়ে লজ্জা ও ভয় থাকে না। অনন্তর সকলে স্ব স্ব স্থানে গেলেন কিন্তু শশী নামে ঐ ধূর্ত্ত স্তনভারেতে মন্থরগতি এবং পথিগমনে পরিশ্রান্তা এমত যুবতী স্ত্রীকে দূতী দ্বারা বশীভূত না করিয়া এবং মিষ্টবাক্যেতে প্রেম-যুক্ত না করিয়া ও ধনদানে তুষ্ট না করিয়া কেবল মূলদেবের বুদ্ধিদ্বারা হঠাৎ সম্ভোগ করিল।

ইতি ধূর্ত্তনায়ককথা সমাপ্তা।

অথ ষণ্মরনায়ক-কথা।

যে পুরুষ শূর এবং বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়া কামিনীর ভ্রূভঙ্গিরূপ শৃঙ্খলাতে বদ্ধ হয় সেই লোক ষণ্মরনায়করূপে খ্যাত হয়। তাহার ইতিহাস এই।

কান্যকুব্জ নগরে জয়চন্দ্র নামে কাশীপুরীর এক রাজা ছিলেন। তিনি সকল দিগ্বিজয় করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর করগ্রহণেতে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া সকল রাজার প্রধান হইয়াছিলেন এবং শুভদেবী নামে নিজ পত্নীতে অনুরাগী হইয়া তাহার অতিশয় বশীভূত হইলেন এবং সেই স্ত্রীর সহিত নিরন্তর ক্রীড়া করেন। প্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে পুরুষ যাবৎ মৃগনয়না রমণীর কটাক্ষের লক্ষ্য না হয় তাবৎ পুরুষের মতি নীতিপথানুগামিনী থাকে অপর শাস্ত্রবেত্তা এবং ধীর ও শুদ্ধচিত্ত এবং সংসার-বাসনাতে রহিত এমন পুরুষেরাও কামিনীর কটাক্ষেতে মোহিত হইয়া কন্দর্পের দাস হন।

এক সময় শহাবুদ্দীন নামে যবনরাজ চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া যোগিনীপুর হইতে আসিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে কান্যকুব্জ নগরে উপস্থিত হইল। পরে উভয় পক্ষের সৈন্যেতে অনেক কাল যুদ্ধ হইল ও তাহাতে অনেক সৈন্য নষ্ট হইলে কবন্ধ ও ভূত এবং বেতালেরা নৃত্য করিতে লাগিল। পশ্চাৎ যবনরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল এবং ঐ প্রকারে যবনরাজ যুদ্ধ-স্থান হইতে অনেকবার পলায়ন করিল। রাজা জয়চন্দ্র বিজয়ী হইয়া যবনরাজের প্রতি অনেক অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন। যবনরাজ আপনার মান-ভঙ্গেতে দুঃখিত ছিল। পরে রাজা জয়চন্দ্রের অহঙ্কারবাক্য শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া শত্রুপ্রতীকারের প্রতিজ্ঞা করিল। পশ্চাৎ যব-নেশ্বর এই চিন্তা করিল যে এই জয়চন্দ্র রাজাকে কেবল সৈন্যদ্বারা সংগ্রাম করিয়া জয় করিতে পারিব না অতএব উপায়ান্তর চেষ্টা করি যেহেতুক প্রবল শত্রু হইতে পরাজিত যে রাজা সে একবার যুদ্ধ ত্যাগ করিয়াও জয়ী হইবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবেক ও সেই শত্রুর সেনা ভেদ করিতে যত্ন করিবেক অতএব প্রথমে জয়চন্দ্র রাজার এবং তাহার সৈন্যের তত্ত্ব জানিব এবং উৎকৃষ্ট মন্ত্রণাপূর্ব্বক চেষ্টা দ্বারা যে সংবাদ জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান রাজাদিগের উত্তম ফলদায়ক হয় সম্প্রতি রাজা জয়চন্দ্রের রাজ্যে অধ্যক্ষ কে আছে ইহা জানিতে হয় অপ্রধানের অনুসন্ধানে কিছু ফল নাই। যবনরাজ এই পরামর্শ করিয়া জয়চন্দ্র রাজার নগরে এক লোক পাঠাইল সেই লোক কান্যকুব্জের সংবাদ জানিয়া জবনেশ্বরের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ রাজা জয়চন্দ্রের অনেক সেনা আছে এবং সকল ভৃত্য প্রভুভক্ত এবং রাজার জ্ঞান অতি নির্ম্মল। যব-নেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া চারকে জিজ্ঞাসা করিল যে রাজা জয়চন্দ্র কাহার পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করেন। চার নিবেদন করিল রাজা জয়চন্দ্র বিদ্যাধর মন্ত্রীর ও শুভদেবী রাণীর মন্ত্রণা শুনিয়া সকল কার্য্য করেন। জবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল কি রাজা জয়চন্দ্র রাণীর পরা-মর্শ শুনেন। পরে চার নিবেদন করিল হে রাজন্ রাজা জয়চন্দ্র রাণীর পরামর্শ শুনিয়া সকল কার্য্য করেন এবং রাণীর আজ্ঞার বহি-র্ভূত হন না। যবনরাজ ঐ কথা শুনিয়া প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া কহিল যে রাজা জয়চন্দ্র স্ত্রীর বশী-ভূত হইয়াছে তবে সেই মূর্খ অবশ্য আমার হস্তগত হইবে অতএব প্রথমে সেই স্ত্রীকে বশ করি যেহেতুক তরঙ্গ ও ভ্রমি এবং বেগ এই সকলেতে যুক্ত যে জল আর যৌবন-রূপ তরঙ্গ ও ললিত বিভ্রম এই সকলেতে যুক্তা যে যুবতী এই দুইকে নানা যত্ন করিলেও ইহারা উচ্চ স্থানে যায় না সর্ব্বদাই নীচ পথেই যায়। অপর সংসারযন্ত্রণার মূল স্থান এবং কন্দ-র্পের বাসস্থান অথচ পরবুদ্ধির বশীভূত এমত যে রমণীগণ তাহারা উৎসাহযুক্ত হইয়া কি কার্য্য না করিতে পারে অর্থাৎ সকল কুকর্ম্ম করিতে পারে। আর ভূষণেতে ও উত্তম বস্ত্রেতে

আর ফলেতে এবং পুষ্পেতে স্ত্রীলোকদিগের লোভ জন্মে অতএব এই সকল সামগ্রী দিলে রাণী অবশ্য আমার বশীভূতা হইয়া আমার কার্য্য সিদ্ধ করিবে কিন্তু বিদ্যাধর মন্ত্রী সেখানকার পরামর্শকর্ত্তা সে আমার কার্য্যের বিঘ্ন করিবে তথাপি আমি অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আপনার উদ্‌যোগ ত্যাগ না করিয়া মানস সিদ্ধির যত্ন করিব সম্প্রতি বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল আছেন এমত বুঝা যাইতেছে এবং যেমত বিধাতা নীতিকার্য্যেতে মনুষ্যের অনুকূল হন সেইমত স্ত্রীলোকও ধনলোভেতে মনুষ্যের প্রতি অনুকূল হয়। পরে যবনরাজ এই বিবেচনা করিলেন যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারেন। এই কারণ চতুর্ব্বেদবেত্তা এবং সকল ভাষাতে চতুর চতুর্ভুজনামা ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন হে চতুর্ভুজ তুমি দশলক্ষ টাকা লইয়া এবং কান্যকুব্জ নগরে কিছুকাল থাকিয়া ঐ ধন ব্যয়েতে আর আপনার চতুরতাতে শুভদেবী রাণীকে আমার বশীভূতা করিয়া দেও এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমি তোমার পূজা করিব। চতুর্ভুজ যবনরাজের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি এবং প্রভুর প্রতাপেতে কার্য্য সিদ্ধ হইবে তন্নিমিত্তে আমি উপযুক্ত চেষ্টা করিব কিন্তু কি প্রকারে এত ধন সেখানে লইয়া যাইব। পরে যবনরাজ কহিল যে দশ জন বণিক্ এক এক লক্ষ টাকা লইয়া বাণিজ্যের ছলেতে সেখানে যাউক এবং তাহারা তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া সেখানে থাকুক তুমি ভিক্ষুকরূপে সেখানে গিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার কার্য্যসিদ্ধি কর। পশ্চাৎ চতুর্ভুজ ঐ প্রকারে দশলক্ষ টাকা লইয়া জয়চন্দ্র রাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। পরে নানা প্রকার চেষ্টাতে রাজসভায় গমনাগমন করিয়া রাজার দেবার্চ্চনসময়ে বেদপাঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমেতে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাণী ব্রাহ্মণের মিষ্ট বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মণও রাণীর সাক্ষাৎ নানা প্রকার ইতিহাস কহেন। অনন্তর চতুর্ভুজ কোন সময়ে অবকাশ পাইয়া রাণীকে কহিতে লাগিলেন হে রাজমহিষি পৃথিবীর মধ্যে তুমি ধন্যা শহাবুদ্দিন যবনেশ্বর সর্ব্বদা তোমার গুণ ও রূপের প্রশংসা করেন। রাণী ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন যে যবনরাজ কি আমাকে জানেন। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে দেবি যবনেশ্বর তোমাকে জানেন এবং তোমার সৌন্দর্য্যের সকল কথা শুনিয়াছেন কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কথা কহিতে আমি অত্যন্ত ভীত হই। রাণী তাহা শুনিয়া কহিলেন হে বিপ্র তুমি কিছু ভয় করিও না যে বক্তব্য হয় তাহা বল। পরে চতুর্ভুজ রাণীকে ঐ কথা শুনিতে সন্তুষ্ট জানিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সময়ে যবনেশ্বর এক রত্নময় অঙ্গুরীয় পাইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন হা বিধাতা এমত রত্নাঙ্গুরীয় আমাকে দিলেন কিন্তু শুভদেবীকে আমারে দিলেন না যদি সেই স্ত্রীরত্নকে আমাকে দিতেন তবে এই রত্নাঙ্গুরীয় তাঁহার হস্তে দিয়া আমি আপনার জন্ম সার্থক করিতাম আমি সামান্য স্ত্রীর হস্তে এ অঙ্গুরীয় দিব না। এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন যে রাজা জয়চন্দ্র শুভদেবীকে পাইয়াছেন অতএব পৃথিবীর মধ্যে রাজা জয়চন্দ্রই ধন্য। যবনরাজ এইরূপ কহিয়া ঐ অঙ্গুরীয় আপন নিকটে রাখিয়াছেন। হে দেবি যদি আপনি আজ্ঞা করেন তবে সেই অঙ্গুরীয় আনিয়া তোমাকে দিতে পারি। রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে আমারে সেই অঙ্গুরীয় দিলে তোমাদের কি ফল হইবে। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে তুমি স্ত্রীরত্ন সে রত্নাঙ্গুরীয় তুমি হস্তে দিলেই উপযুক্ত হয় অতএব তুমি যদি আজ্ঞা কর তবে সেই অঙ্গুরীয় আনিয়া কল্য তোমাকে দিতে পারি। রাণী ঐ সকল কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। ব্রাহ্মণ পরদিনে সেই অঙ্গুরীয় রাণীকে দিলেন। রাণী পরপুরুষের প্রতি ও পরদ্রব্যেতে কখনও দৃষ্টি

করেন নাই কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া পরম সন্তুষ্টা হইলেন। তখন চতুর্ভুজ রাণীকে সন্তুষ্টা দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে সম্প্রতি আমার পরিশ্রম সফল হইল এবং যবনেশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হইবে এমত বুঝা যাইতেছে। পরে ব্রাহ্মণের অনেক পরিশ্রমে ও নানা কৌশলে এবং যত্নপূর্ব্বক নানা দ্রব্য দানেতে রাণীর সহিত ব্রাহ্মণের অধিক সদ্ভাব হইল। অনন্তর চতুর্ভুজ ব্রাহ্মণ এক দিন নিবেদন করিলেন যে হে রাজমহিষি তুমি রাজার ধর্ম্মপত্নী এবং অতিপ্রিয়তমা ইহাতে তোমার পিতা ও ভ্রাতা সকল অগণ্যরূপে আছেন কিন্তু কেবল বিদ্যাধর মন্ত্রী সকল কর্ম্মাধিকারী হইয়া রাজ্যের সকল সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন ইহাতে তোমার মর্য্যাদা-হানি হইতেছে। রাণী এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমি কি করিব। ব্রাহ্মণ-পুনশ্চ নিবেদন করিলেন যে রাজা এখন তোমার অত্যন্ত বশীভূত অতএব তোমার শক্তিতে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ না হইতে পারে তুমি চেষ্টা করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে তন্নিমিত্তে আমি উপায় কহিতেছি শ্রবণ করুন যে যে কর্ম্মে রাজা যত টাকা পাইতেছেন সেই সেই কার্য্যের তিন কিম্বা চারি কার্য্য তুমি আপন হস্তে আনিয়া আপনার পিতাকে ও ভ্রাতৃবর্গকে তাহাতে নিযুক্ত কর এবং সেই সেই বিষয়ে পূর্ব্বে যে লাভ হইত তাহার দ্বিগুণ টাকা তুমি রাজাকে দেও কিঞ্চিৎ কাল এইরূপ করিলে রাজা অধিক লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তোমার সকল কথায় অধিক বিশ্বাস করিবেন এবং সমুদায় কার্য্য তোমাকে সমর্পণ করিবেন তাহাতেই মন্ত্রী অপদস্থ হইবেন আর সর্ব্বত্র তোমার অধিকার হইবে তাহার পর তুমি যাহা ইচ্ছা করিবা তাহাই করিতে পারিবা। রাজারা লাভ-প্রিয় হন এবং যে কার্য্যকর্ত্তার দ্বারা অধিক ধনাগম হয় সেই কর্ম্মকর্ত্তার বশীভূত হন। রাণী এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমি এত টাকা কোথা পাইব। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে রাজমহিষি তুমি যত টাকা চাহিবা আমি তৎক্ষণে তত টাকা তোমাকে দিব। অনন্তর শুভদেবী ব্রাহ্মণের পরামর্শে সেইরূপ কার্য্য করিয়া রাজকীয় সকল ব্যাপার আপন হস্তবশ করিলেন এবং চতুর্ভুজ ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্টা হইলেন আর রাণীর স্বজনেরা কার্য্যকর্ত্তা হইয়া রাণীর পক্ষপাতী হইল। পশ্চাৎ বিদ্যা-ধর মন্ত্রীর প্রতি রাজার অবিশ্বাস জন্মিল। রাণীও ঐ ব্রাহ্মণের বাক্যেতে ক্রমে ক্রমে যবনরাজের সহবাস বাসনা করিতে লাগিলেন। পরে যবনেশ্বর ঐ সকল সংবাদ শুনিয়া আপ-নার সকল সৈন্যের সহিত কান্যকুব্জ নগরের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সেই কালে বিদ্যা-ধর মন্ত্রী জানিলেন যে রাজ্যেতে অনর্থ উপ-স্থিত হইল। কিন্তু জয়চন্দ্র রাজা বিদ্যাধর মন্ত্রীর কোন কার্য্যে এবং কোন কথায় বিশ্বাস করেন না এই কারণ মন্ত্রী জবনেশ্বরের আগ-মনের সংবাদ জানিয়াও রাজাকে কোন পরামর্শ কহিতে পারিলেন না। যবনরাজ চতুর্ভুজ ব্রাহ্মণের কার্য্যের এবং রাজা জয়চন্দ্রের সৈন্যের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্তে অনপশাহ নামে নিজ মন্ত্রীকে কান্যকুব্জ নগরের মধ্যে পাঠাইল। অনপশাহ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া সেখানে গিয়া এক হটের মধ্যে এক মেষকে নৃত্য করা-ইতে লাগিল। সেই সময় বিদ্যাধর মন্ত্রী রাজা জয়চন্দ্রের বাটী হইতে আগমন করত ঐ যব-নকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই মনু-ষ্যের প্রসন্ন ললাট এবং রক্তলোচন ও দীর্ঘহস্ত এই সকল উত্তম লক্ষণ আছে অতএব এই লোক ভিক্ষুক নহে এ যবনেশ্বরের দূত হইতে পারে কিন্তু মেষের নৃত্যদর্শনচ্ছলেতে ইহাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া নিরূপণ করি। মন্ত্রী ইহা ভাবিয়া ঐ লোককে নিজ গৃহে আনিয়া নির্জ্জনেতে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যবন তুমি কে। যবন উত্তর করিল আমি ভিক্ষুক। বিদ্যাধর মন্ত্রী কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন যে আমার নিকটে মিথ্যা কহিও না এবং কিছু ভয় করিও না বিশিষ্ট লোকের নিকটে সাধু লোকের কি ভয় অতএব আমার সাক্ষাতে

সত্য কথা কহ আমি অনুভব করি যে তুমি অনপশাহ যবন। অনপশাহ ঐ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি কি প্রকারে জানিলেন। পরে বিদ্যাধর মন্ত্রী এক চিত্রিত পট বাহির করিলেন তাহাতে অনপশাহ যবনের মূর্ত্তি লেখা আছে সেই পট দেখাইয়া কহিলেন হে যবন এই যে পট ইহার মধ্যে তোমাদিগের রাজ্যের সকল স্ত্রীর ও সমুদায় পুরুষের মূর্ত্তি চিত্রিতা আছে। যবন সেই পট দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন যে সাধু মন্ত্রিরাজ সাধু তুমি কালোপযুক্ত কার্য্যে বড় সাবধান তবে তোমার প্রভু কি প্রকারে রাজ্যচ্যুত হইবেন। পশ্চাৎ বিদ্যাধর মন্ত্রী উত্তর করিলেন যে রাজা আমার কথা শুনেন না। পরে অনপশাহ কহিল তবে এ রাজার রাজলক্ষ্মী থাকিবে না। পুনশ্চ বিদ্যাধর মন্ত্রী কহিলেন যে আমার প্রভু সকল কার্য্যে চতুর নহেন এবং স্বামিগুণসমুদায়েতে যুক্ত নহেন কেবল স্ত্রীর বাধ্য হইয়া আপনার অমঙ্গল উপস্থিত করিলেন। যবন এই সংবাদ শুনিয়া কহিল যে ইহাতেই বুঝিলাম যে রাজা জয়চন্দ্র নিতান্ত মূর্খ কিন্তু মন্ত্রীর প্রতি প্রভুর যদি বিশ্বাস থাকে তবে মন্ত্রী অনেক কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে পারে যদি প্রভুর বিশ্বাস না থাকে তবে মন্ত্রী কি করিতে পারে অপর প্রভু যদি বিশ্বাসকর্ত্তা না হন তবে সকল ভৃত্য প্রতিকূল হয় এবং যদি কোন সময় ভৃত্যেরা সেই রাজাকে হিতোপদেশ করে তবে সেই রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া সেই ভৃত্যদের অহিত করেন অতএব আপনি যদি আমার কথা স্বীকার করেন তবে যবনেশ্বরের নিকটে আপনাকে লইয়া যাইতে পারি। পশ্চাৎ রাজার প্রধান মন্ত্রী করিতে পারি। মন্ত্রী বিদ্যাধর এই সকল কথা শুনিয়া দুই হস্তে আপনার কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন হে মিত্র তুমি পুনর্ব্বার এমন কথা আমাকে কহিবা না যে সকল লোকেরা পরমার্থ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কখনও প্রভুর শত্রুকে আশ্রয় করেন না আর বিপৎসময়ে স্বামীকে ত্যাগ করেন না বরং আপনারা নষ্ট হন তথাপি আপনাদের ধর্ম্ম নষ্ট করেন না। যবনরাজের মন্ত্রী কহিল হে বিদ্যাধর তুমি আমাদের শত্রুর পক্ষপাতী বট ইহা জানিলাম কিন্তু তুমি আমাদিগের অনিষ্টকার্য্যে বৃথা নিযুক্ত হইবা আমরা তোমাকে নিষ্ক্রিয় করিব। বিদ্যাধর মন্ত্রী ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন হে যবন তোমাদিগের অনিষ্ট হইবে এই নিমিত্তে কি প্রভুর হিত কার্য্য করিব না আমি অবশ্য স্বামীর হিতচেষ্টা করিব তাহাতে যদি তোমরা আমাকে নিষ্ক্রিয় করিতে পার তবে আমিও সময়োপযুক্ত কার্য্য করিতে পারিব যখন তোমরা আমাদের দুর্গ রোধ করিবা তখন আমি দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে থাকিব এবং আমার সহিত পাঁচ শত অশ্বারোহ থাকিবে আমি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া এই বিরক্ত স্বামীর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব সেই সময় যদি তোমাদের প্রধান যে শহাবুদ্দীন তিনি আসিয়া আমার প্রতিযোদ্ধা হন তবে আমি যুদ্ধেতে যশোলাভ করিব। অনন্তর অনপশাহ বিদ্যাধর মন্ত্রীর কথা শুনিয়া আপন স্বামির নিকটে গিয়া সমস্ত সংবাদ কহিল। পশ্চাৎ উভয় রাজার যুদ্ধারম্ভ হইলে বিদ্যাধর মন্ত্রী আপনার বংশ রক্ষার নিমিত্তে আপন পুত্রকে দুর্গের বাহিরে পাঠাইলেন আপনি পাঁচ শত অশ্বারোহের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গ রোধসময়ে দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পরে সেনাসমূহেতে বেষ্টিত শহাবুদ্দীন যখন সম্মুখবর্ত্তী হইল তখন বিদ্যাধর মন্ত্রী সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করিয়া এবং শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে খড়্গাঘাতে বিপক্ষের বহুতর সেনা বিনাশ করিয়া এবং বিপক্ষের বাণাঘাতে আপনি স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ শরীর হইয়া ঐ দেহ ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে লীন হইলেন। পরে শহাবুদ্দীন যবনরাজ ঐ যুদ্ধে

রাজা জয়চন্দ্রকে জয় করিয়া তাঁহার দুর্গ গ্রহণ করিল এবং সমুদায় রাজ্য অধিকার করিল আর কোষের সমস্ত ধন দিয়া আপনার সেনাগণের পরিতোষ করিল কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জয়চন্দ্র রাজাকে পাইল না। রাজা জয়চন্দ্র কোন স্থানে গিয়াছেন কিম্বা তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিয়াছে ইহার কোন সংবাদ জানিতে পারিল না। অনন্তর যবনরাজ রাজা জয়চন্দ্রের রাণী শুভদেবীকে আপনার নিকটে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে রাজ্ঞি তুমি রাজা জয়চন্দ্রের কি প্রকার পত্নী। পরে শুভদেবী উত্তর করিলেন যে আমি রাজার প্রথম বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী অতি প্রিয়তমা ছিলাম সম্প্রতি তোমার অনুরাগ শুনিয়া তোমার ভার্য্যা হইলাম। যবনেশ্বর ঐ কথা শুনিয়া কহিল ওরে পাপিনি রাজা জয়চন্দ্র তোর উত্তম স্বামী তুই তাহার হিতচেষ্টা না করিয়া তাহাকেই নষ্ট করিলি ইহাতে বুঝি যে তুই আমার নিকটে থাকিলে আমাকে নষ্ট করিবি তুই স্বামিঘাতিনী তোকে নষ্ট করা উপযুক্ত। ইহা কহিয়া খড়্গেতে ঐ স্ত্রীর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষেপণ করিল ও কহিল যে পুরুষেরা কেবল সুখভোগের নিমিত্তে স্ত্রীতে প্রীতি করেন কিন্তু সেই স্ত্রীর বশীভূত হন না তাঁহারাই উত্তম। যে লোক কন্দর্পবাণে বিদ্ধ হইয়া কামিনীর শরণাগত হইয়া ঐ স্ত্রীর নিতান্ত দাস হয় সে কালবিশেষে অতি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ইতি যবনরাজকথা সমাপ্তা।

অধম স্ত্রীর নায়কদের এবং বৃষলীপতি পুরুষদের লক্ষণ গ্রন্থবাহুল্যভয়ে কহিলাম না।

অথ মোক্ষকথা।

কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন নিত্য ও নিরতিশয় সুখানুভবরূপ মোক্ষ। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুরুষেরা সেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ যে মোক্ষ তাহাই বাসনা করেন। কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে এবং আত্মসাক্ষাৎকার করিলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এবং ঈশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তি করিলে সেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে তত্ত্বজ্ঞানেতেই মোক্ষ হয় কিন্তু কাশীতে মরিলে এবং ঈশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তি করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতেই জীবের মুক্তি হয়। সম্প্রতি তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্যদিগের কথাপ্রসঙ্গ হইতেছে।

নির্ব্বন্ধী এবং নিস্পৃহ ও লব্ধসিদ্ধি এই তিন প্রকার মোক্ষাকাঙ্ক্ষা তত্ত্বজ্ঞানী। তাহাদিগের মধ্যে প্রথমতো নির্ব্বন্ধীর কথা কহিতেছি।

অথ নির্ব্বন্ধিকথা।

যে সৎ পুরুষ সংসার বাসনা ত্যাগ করেন এবং গুরুবাক্যেতে প্রত্যয় করেন ও দুঃতত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্তে দৃঢ়তর আগ্রহ করেন এমত যে ব্যক্তি তিনি নির্ব্বন্ধিরূপে খ্যাত হন। তাঁহার ইতিহাস এই।

দ্বারকাপুরীতে শুদ্ধযশা নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন। কোন সময়ে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল ঐ পুত্রের নাম বিবেকশর্ম্মা সেই শিশু শৈশবকালাবধি সংসারসুখে বিরক্ত ও তিনি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারেতেই সংসারকে নিতান্ত অস্থির করিয়া জানেন যেমত পক্ষিশাবকেরা জাতিস্বভাব প্রযুক্ত শস্যাদি ভক্ষণ করে এবং মৃগশাবকেরা জাতিস্বভাবেতে তৃণাদি ভক্ষণ করে ও মনুষ্য বালকেরা জাতমাত্রে দুগ্ধ পান করে সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিপুরুষেরা জাতমাত্রে সংসারসুখে বিরক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করেন। ঐ বালক বিদ্যাভ্যাসে শৈশব কাল যাপন করিয়া আপনার যৌবনসময়ের প্রথমে উদাসীন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্তে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে পিতঃ আমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু গুরুর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না তুমি আমার পিতা এবং তত্ত্ববেত্তা অতএব তোমার

নিকটে তত্ত্বজ্ঞান যাচ্ঞা করি যে হেতুক কোন লোক যদি বৃক্ষের মূলেতে ফল প্রাপ্ত হয় তবে সে বৃক্ষের শাখাতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে না সেইরূপ গৃহেতে যদি বিদ্যা থাকে তবে বিদ্যার্থী লোক দূর দেশ গমন করিয়া বিদ্যা লাভ করিতে ইচ্ছা করে না অতএব আমি অন্যত্র যাইতে বাসনা করি না আপনি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করাউন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্র তুমি যুবা পুরুষ সম্প্রতি গৃহাশ্রমে থাকিয়া সাংসারিক সুখ ভোগ কর পশ্চাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবা। পরে সন্ন্যাসী হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করিলেই তত্ত্বজ্ঞান পাইবা। যেমত মনুষ্য বৃক্ষের উচ্চশাখারোহণেচ্ছা করিয়া প্রথমেই বৃক্ষের সেই উচ্চ শাখা গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যথাক্রমে গ্রহণ করিতে পারে সেই মত সংসারী লোক নানা শ্রম করিয়া ও নানা যত্ন করিয়া ক্রমেতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বিবেকশর্ম্মা পিতার বাক্য শুনিয়া নিবেদন করিলেন হে পিতঃ আমার দীর্ঘকাল জীবনের যদি কেহ প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন হয় তবে আমি ক্রমেতে সকল শ্রম করিয়া পশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞান পাইতে পারি যদি শীঘ্র আমার মৃত্যু হয় তবে আমি সকলশ্রম করিতে পারিব না এবং আমার তত্ত্বজ্ঞানও হইবে না অতএব অবিলম্বে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ কর্ত্তব্য যে হেতুক সংসার অত্যন্ত অস্থির আর পুত্র পীড়িত হইলে স্নেহযুক্ত পিতাও পুত্রের পীড়ার অংশী হইতে পারেন না এবং যমদূতকর্ত্তৃক নীয়মান পরিজনকেও স্বামী রক্ষা করিতে পারেন না আর জননী উদরস্থ বালকের পীড়ায় কাতরা হন না এবং ব্যাধিতে বিকৃত হয় যে নিজ শরীর সেও মনুষ্যের স্ববশ থাকে না অতএব কেহ কাহারো সুখ দুঃখের অংশী হন না ও কেহ কাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না এবং পরক্ষণে কি হইবে তাহাও পূর্ব্বে কেহ জানিতে পারেন না। আমার মন এই সকল নিশ্চয় করিয়া সাংসারিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না এই কারণ উত্তম পুরুষার্থ যে মোক্ষ আমি তাহাই সাধন করিতে ইচ্ছা করি। অর্থ আর কাম এই দুই পুরুষার্থ নহে যে হেতুক ধন সুখজনক হয় না তাহার কারণ এই যে ধনব্যয় না করিলে সুখভোগ হয় না যদি ধন ব্যয় করে তবে সেই লোক নির্ধন হয় কিন্তু মনুষ্য প্রথমে ধনবান হইয়া এবং ঐ ধনব্যয়েতে নানা সুখভোগ করিয়া পশ্চাৎ নির্ধন হইয়া ধনব্যয় করিতে অশক্ত হয় তাহাতে অনুভূত সেই সকল সুখেতে স্মৃত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখানুভব করে সেই দুঃখানুভবের কারণ কেবল পূর্ব্বের ধনাগম অতএব ধন সুখজনকে না হইয়া দুঃখজনক হয়। আর ধন কাহারো প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না কোটীশ্বর পুরুষেরাও মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে এবং সঞ্চিত ধনও মনুষ্যের তৃপ্তিজনক হয় না কোটীশ্বর পুরুষেরও প্রাপ্ত ধন হইতে অধিকাধিক লাভেচ্ছা হয় অতএব ধন পুরুষার্থ নহে। কামও পুরুষার্থ নহে তাহার কারণ এই নিরন্তর সেব্যমান যে কাম অর্থাৎ ক্রিয়মাণ যে কামজ ব্যাপার সে পুরুষকে সম্যক্ প্রকারে তৃপ্ত করে না অর্থাৎ তদুত্তরকালে পুরুষের তৃপ্তিজনক হয় না অতএব কামও পুরুষার্থ নহে। অপর ধর্ম্মও ভোগেতে নষ্ট হন এই কারণ ধর্ম্মও পুরুষার্থ হন না। হে পিতঃ আমি এই সকল বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে মোক্ষই উত্তম পুরুষার্থ তাহা যেরূপে সিদ্ধ হয় আপনি আমাকে সেইরূপ আজ্ঞা করুন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ আপন পুত্রের বাক্য শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া উত্তর করিলেন হে পুত্র সংসার অস্থিরতর অত্যন্ত বিরস তুমি যে ইহা জানিয়াছ সে যথার্থ বটে এখন বুঝিলাম যে তুমি নিতান্ত মোক্ষাকাঙ্ক্ষী বট এবং মোক্ষপ্রাপ্তির যে উপায় জানিতে ইচ্ছা করিতেছ আমিও তাহার উপায় কহিতেছি কিন্তু! উপায়জ্ঞানমাত্রই প্রয়োজন নহে যদি উপায়জ্ঞানমাত্রই প্রয়োজন হইত এবং

কেবল উপায়জ্ঞানেতেই ফল সিদ্ধ হইত তবে আমি মোক্ষের উপায় জানি আমার কেন মুক্তি না হইল অতএব উপায় কেবল পথ সেই পথে গমন করে এমত লোক অতিদুর্লভ অপর শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে উপায়রূপ পথবেত্তা অনেক লোক আছেন কিন্তু যে সৎপুরুষ সেই পথে গমন করেন তিনিই পদপ্রাপ্ত হন। শুদ্ধযশা ব্রাহ্মণ এই সকল কথা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন হে পুত্র মোক্ষসাধনের যে উপায় কহিতেছি তুমি তাহাতে মনোযোগ কর গুরুপ্রমুখাৎ সর্ব্বদা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র শুনিয়া আত্মতত্ত্ব জানিবা এবং আত্মতত্ত্ব জানিয়া যুক্তিতে তাহার নিশ্চয় করিবা ও সেই নিশ্চিত আত্মতত্ত্বে একচিত্ত হইবা এইরূপ করিলেই তোমার মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরেতে সংযুক্ত হইবে ঈশ্বরেতে নিরন্তর মনঃসংযোগ হইলেই তোমার মুক্তি হইবে। পরন্তু মন দুইপ্রকার শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। তাহার বিবরণ এই। শব্দ এবং রূপ ও রস আর গন্ধ এবং স্পর্শ এই পাঁচপ্রকার বিষয়। এই সকল বিষয়েতে যে স্পৃহা তাহার নাম কামনা। সেই কামনা-রহিত যে মন সেই শুদ্ধ ঐ কামনাযুক্ত যে মন সে অশুদ্ধ। পরন্তু মন নির্ব্বিষয় হইলেই অর্থাৎ শুদ্ধ হইলেই মুক্তি হওয়া অতি সুগম কিন্তু মন নির্ব্বিষয় হওয়া অতি কঠিন যে হেতুক আশারূপা যে ব্যাঘ্রী সে প্রচুরৈশ্বর্য্য গ্রাস করিয়াও তৃপ্তা হয় না আর যেমত দণ্ডনায় বদ্ধ চোর অস্ত্রাঘাতেতে নষ্ট হয় সেইরূপ কামী পুরুষ কামরূপ পাশে বদ্ধ হইয়া কামিনীর দৃষ্টিরূপ বাণেতে নষ্ট হইতেছে এই সকল কারণেতে মুক্তির পথ অতি দুর্গম হইয়াছে কিন্তু নানা প্রকার ধ্যান-ধারণাদিতে যোগ সিদ্ধ হয়। হে পুত্র তুমি সেই যোগাবলম্বন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে নির্ব্বন্ধী হও অর্থাৎ তত্ত্বৈকচিত্ত হও তাহাতেই তোমার মোক্ষ হইবে। ব্রাহ্মণের পুত্র এই সমুদায় বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে তাত আমি তোমার অনুগ্রহেতে এই উপদেশানুসারে তত্ত্বজ্ঞানেতে নির্ব্বন্ধী হইলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন হে পুত্র তবে তোমার মুক্তি হইবে। তত্ত্ববোধে নির্ব্বন্ধী হইলে জীব সংসার পারাবারোত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং বনজ মত্ত হস্তীর ন্যায় যে মন তাহা বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারেন আর সকল বিদ্যার পারগত হইয়া কর্ম্মরূপ যে পাশবন্ধন তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন এবং সেইহেতুক মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারেন। ব্রাহ্মণের পুত্র পিতার আজ্ঞানুসারে যোগাবলম্বন করিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ করিয়া মুক্ত হইলেন।

ইতি নির্ব্বন্ধিকথা সমাপ্তা।

অথ নিস্পৃহ কথা।

যিনি রাগদ্বেষাদি দোষেতে রহিত হন এবং দয়া দান প্রভৃতি গুণেতে যুক্ত হন ও বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্ত হন এমন যে মুনি তিনি নিস্পৃহরূপে খ্যাত হন। তাহার বিবরণ এই।

বারাণসীতে বামন নামে এক মুনি থাকেন তিনি বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগাভ্যাসে নির্ব্বন্ধী হইলেন। পরে ক্রমেতে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া শান্তান্তঃকরণ হইয়া শত্রুতে ও মিত্রেতে সমান দৃষ্টি করেন এবং লাভেতে সন্তুষ্ট হন না ও অলাভে বিষণ্ণ হন না আর কোন সুখেচ্ছা করেন না এবং দুঃখেতে কাতর হন না। জগদীশ্বর বামন মুনিকে ঐ প্রকার নিস্পৃহ দেখিয়া কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া আশ্বাসবাক্য কহিলেন। বামন মুনি জগদীশ্বরের বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে ঈশ্বরদর্শনে অভিলাষ করিয়া তাঁহাকে এই নিবেদন করিলেন যে হে পরমেশ্বর তোমার চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বত্র আছে এবং তুমি সকলের আন্তরিক ভাব জান আর তুমি ভক্তবৎসল এবং আমি নিতান্ত তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী অতএব আমাকে দর্শন দেও। পরে জগদীশ্বর ঐ কথা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন হে বামন পর জন্মে যখন তোমার মন বিষয়বাসনারহিত হইবে তখন আমি তোমাকে দর্শন দিব। বামন

মুনি পরমেশ্বরকে পুনশ্চ নিবেদন করিলেন যে হে জগন্নাথ সকলাকাঙ্ক্ষাতে রহিত এমত পবিত্র যে আমি আমার মন কি বিষয় বাসনা করে। তদনন্তর পরমেশ্বর আজ্ঞা করিলেন ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করিবা না যেহেতুক বিষয় সকল নিকটে উপস্থিত হইলে যাহার মন বিষয়েচ্ছা না করে তাহাকেই নিস্পৃহ বলা যায়। সম্প্রতি সে প্রকার নিস্পৃহ কৃষ্ণচৈতন্য নামে এক সন্ন্যাসী আছেন তিনি দণ্ডকারণ্যের মধ্যে তপস্যা করিতেছেন কিন্তু তিনি এই জন্মেতেই আমাকে দর্শন করিবেন এবং সেই দর্শনক্ষণে মুক্ত হইবেন। পশ্চাৎ বামন মুনি ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমা হইতেও অধিক নিস্পৃহ কেহ আছেন এ বড় আশ্চর্য্য আমি সেখানে গিয়া অবশ্য তাঁহাকে দেখিব। ইহা স্থির করিয়া দণ্ডকারণ্যেতে গেলেন এবং সেখানে দেখিলেন যে এক অপূর্ব্ব শিবমন্দিরের মধ্যে ঈশ্বরপ্রতিমার সন্নিধানে কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিয়া আছেন তিনি ভিক্ষার্থে নগর প্রবেশ করেন না এবং কাহারও স্থানে কিছু যাচ্ঞা করেন না। বামন মুনি ইহা দেখিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে আপন হইতে অধিক নিস্পৃহ জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহার নিকটে থাকিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই সন্ন্যাসী কি পর্য্যন্ত নিস্পৃহ হইয়াছেন তাহা নিরূপণ করিব। কিন্তু অনেক কাল সহবাস করিলে এবং অনেক ব্যবহার পরীক্ষা করিলে মনুষ্যের স্বভাব বুঝা যায় অতএব অধিক দিন এখানে থাকিব। এই পরামর্শ করিয়া বামন মুনি সেই স্থানে থাকিলেন। এক রাত্রিতে সেখানকার নরপতি অন্যস্ত্রীসম্ভোগে উৎসুক হওয়াতে রাজপত্নী কোপবতী হইয়া আপন সখীকে কহিতেছে হে সখি তুমি আমার প্রাণতুল্যা সম্প্রতি আমার দুঃখেতে মনোযোগ কর রাজা আমার প্রভু তিনি আপনার কামপীড়া বুঝিতে পারেন কিন্তু আমার কামবেদনা বুঝিতে পারেন না এবং আমাকে বঞ্চনা করিয়া অন্য স্ত্রীর নিকটে গমন করিয়াছেন আমি এই সুখ রাত্রিতে যদি অন্যপুরুষসঙ্গ করিতে না পারি তবে আমার যৌবন এবং জীবনে কিছু প্রয়োজন নাই। সখী ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিল হে কর্ত্রি আমি দিবসে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারি নাই যদি জানিতে পারিতাম তবে কোন যুবা পুরুষের সহিত কথা স্থির করিয়া এখন তাহাকে আনিতে পারিতাম সম্প্রতি রাত্রি অধিক হইয়াছে এখন যুবা পুরুষেরা উপযুক্ত স্থানে নিযুক্ত হইয়াছে তন্নিমিত্তে উত্তম পুরুষকে পাইতে পারি না অতএব বুঝি যে এখন আপনকার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না। আর আমি অদ্য দিবসে দেখিয়াছি যে এক যুবা পুরুষ নির্জ্জন স্থানে আছেন কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী। পরে রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কোথায় আছেন। সখী উত্তর করিল তিনি শিবালয়ের মধ্যে আছেন। রাণী সেই কথা শুনিয়া হর্ষযুক্তা হইয়া কহিল হে সখি আইস শীঘ্র সেখানে যাইব। সখী পুনশ্চ কহিল হে কর্ত্রি সেখানে গেলে কিছু ফল হইবে না। তিনি জিতেন্দ্রিয় অতএব তিনি এ রসে রসিক হইবেন না পরে রাণী কহিলেন তিনি যুবা পুরুষ হইয়া যে এ রসে রসিক হইবেন না এ বড় আশ্চর্য্য ভাল তাহা নিরূপণ করিব। হে সখি শুন মহাদেব যেমত কাম জয় করিয়াছেন তাঁহার তুল্য কামজয়েতে প্রবীণ অন্য পুরুষ ভুবনত্রয়ের মধ্যে দৃশ্য হয় না কিন্তু সেই মহাদেবও সময়বিশেষে প্রীতিপ্রযুক্ত পার্ব্বতীকে অর্দ্ধাঙ্গ দান করিয়াছেন এবং গণেশের পিতা হইয়াছেন অতএব কোন পুরুষ নিতান্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। সখী ঐ কথা শুনিয়া কহিল হে রাজমহিষি আপনি উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন। কোন্ পুরুষ অধিক রাত্রিতে নির্জ্জনে উত্তম স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিতে পারে অতএব সেখানে অবশ্য তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে আইস সেখানে যাই কিন্তু আমি তাঁহাকে বড় দরিদ্র দেখিয়াছি তাঁহার পরিতোষের কারণ কিছু ধন লও দরিদ্রেরা পাইলে বড় সন্তুষ্ট হয়। রাণী সখীর কথা শুনিয়া

কহিলেন তাহার আটক কি অনেক ধন লই- তেছি। ইহা বলিয়া শিবপূজার কিঞ্চিৎ সামগ্রী লইয়া এবং আপনার সম্ভোগের জন্যে পুষ্প ও চন্দন এবং তাম্বূল ও আর আর উত্তম সামগ্রী লইয়া এবং ভিক্ষুকের সন্তোষার্থে অনেক রত্ন লইয়া শিবপূজার ছলেতে সখীকে সঙ্গে লইয়া সেই শিবালয়েতে গেল এবং সেই স্থানে উপ- স্থিত হইয়া নির্জ্জনেতে সেই অতি সুন্দর যুবা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বড় হর্ষযুক্তা হইল। পরে শিবপূজার ছলেতে ঐ সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাণী যে প্রকারে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিল তাহার বিবরণ এই। নূপুরের শব্দসহিত পাদ- বিক্ষেপ এবং বাহুলতার চালন ও বারম্বার দৃষ্টি- পাত ও মন্দমন্দ হাস্য এই প্রকার অনেক অনেক চেষ্টা করিল। সেইরূপ চেষ্টাতে নিদ্রিত কন্দর্প জাগ্রত হইয়া অন্য মনুষ্যের হৃদয়ারোহণ করিতে পারেন কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীর চিত্তে কিছু বিকার জন্মাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী রাণীর নানাপ্রকার চেষ্টাতে কিছু মোহিত হইলেন না এবং রাণীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন না। সেই সময়ে সখী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া রাণীকে কহিল হে কর্ত্রি তোমার চেষ্টাতে কিছুই হইল না সন্ন্যাসী তোমাকে একবার অবলোকন করিলেন না তবে এখন কি কর্ত্তব্য হয় কি স্পষ্ট করিয়া সন্ন্যা- সীকে কহিব। তখন রাণী কিঞ্চিৎ বিরসবদনা হইয়া সখীকে কহিল যে সুতরাং কহিতেই হইল। অনন্তর সখী সন্ন্যাসীকে নিবেদন করিল যে হে মহাশয় এই পরম সুন্দরী রাজ- মহিষী তোমার উদ্দেশে রাজমন্দির হইতে এখানে আসিয়া আপনার অভিমত প্রকাশ করিলেন তুমি ইহাকে দেখিয়া একবার সম্ভাষ করিলা না সম্প্রতি রাণীর অভিমতে সম্মতি করিয়া উপযুক্ত ব্যবহার কর আর রাণী তোমার নিমিত্তে এই সকল রত্ন আনিয়াছেন তাহা লও। কৃষ্ণচৈতন্য সংন্যাসী সখীর কথা শুনিয়া কিছু উত্তর করিলেন না। পরে রাণীর সহিত সখী সন্ন্যাসীর নিকটে বসিয়া পুনশ্চ

ঐরূপ কহিতে আরম্ভ করিল হে মহাপুরুষ আমরা বুঝিলাম যে তোমার হৃদয়ে কামাবেশ নাই কিন্তু শরণাগত স্ত্রীর প্রতি তোমার করুণা কর্ত্তব্য হয় এই রাজপত্নী কন্দর্পবাণেতে অতি পীড়িতা হইয়া তোমার শরণাপন্না হইয়াছেন ইহার প্রতি একবার অবলোকন কর। পরে কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী সখীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন হে সখি রাজপত্নীর যে অভিপ্রায় তাহা আমার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না আমি নিতান্ত অযোগ্য এবং আমি কাষ্ঠ ও পাষাণের ন্যায় কঠিন হৃদয় আমার হৃদয়ে দয়া নাই কেন তোমরা আমার উপাসনা করিতে আসিয়াছ এবং রাজ- মহিষী অনেক ব্যামোহ স্বীকার করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন আমি তাঁহার মনোনীত কর্ম্ম করিতে পারিলাম না ইহাতে আমি সাপ- রাধ হইলাম সম্প্রতি তোমরা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অন্য কোন পুরুষের নিকটে যাও তাহাতেই রাণী কৃতার্থা হইবেন আর তোমা দিগের দত্ত এই সকল রত্নও তোমরা লইয়া যাও আমি সন্ন্যাসী রত্নেতে আর স্ত্রীতে আমার কি প্রয়োজন। হে সখি শাস্ত্রে যে প্রকার লিখন আছে তাহা শুন যে পুরুষ সাংসারিক সুখভোগ ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া পুনর্ব্বার ধনাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার সন্ন্যাসিত্বে কিছু ফল হয় না এইহেতু আমি ধনকে লোষ্ট্রজ্ঞান করি এবং স্ত্রীগণকে মাতৃজ্ঞান করি আর সকল জীবকে মিত্র বোধ করি এবং কোন জীবেতে আমার পরবুদ্ধি নাই। রাণী ও সখী এই সকল কথা শুনিয়া আপনাদিগের উদ্‌যোগ হইতে পরাস্ত হইয়া গৃহে গমনের ইচ্ছা করিতেছে সেই সময় কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর ব্যবহারপরীক্ষার্থ আগত যে বামন মুনি তিনি ঐ সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই পরম সুন্দরী কুলজা যুবতী স্ত্রী এ পুরুষের অনুষ্ঠানে নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছে ইহাকে ত্যাগ করা কি পাণ্ডিত্য অথবা এই মৃগলোচনার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্যাভিলাষ করিলে কি সুখভোগ

হইতে পারে শুভাদৃষ্ট প্রযুক্ত এমত স্ত্রীর সঙ্গ মিলিতে পারে আর ইহা হইতেই বা তপস্যার ফল কি অধিক হইতে পারে অতএব এই স্ত্রীকে গ্রহণ করি। ইহা স্থির করিয়া বামন মুনি ঐ স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সেই কালে জগদীশ্বর কহিলেন হে বামন তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলা যে আমি নিতান্ত নিস্পৃহ এখন তোমার এ কি ব্যবহার এই নিমিত্তে আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করিবা না। বামন মুনি পরমেশ্বরের বাক্যেতে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর জগদীশ্বর নিতান্ত নিস্পৃহ কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীকে আত্মসন্দর্শন দিলেন। কৃষ্ণচৈতন্য পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইলেন।

ইতি নিস্পৃহ কথা।

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনরহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন। যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ লব্ধসিদ্ধি-কথা।

উজ্জয়িনী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যহেতুক [illegible]বেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তাস্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্যবাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রীদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমাদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎকাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখ ভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতিশাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া যেরূপ সুখ ভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামী বৎসরে সেইসকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্ত ভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমন স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রীদিগের ঐ সকল কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্তবিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময়বিশেষের যে যে সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেই সেই সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। অপর ভোজ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়া যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের

চিকিৎসাও হয় না। অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্যবাসনা করিব না। রাজা ভর্তৃহরি মন্ত্রীদিগের নিকটে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া রাজ্য ও সমুদায় সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভর্তৃহরি সর্ব্বদা যোগাবলম্বন করিয়া ঈশ্বরেতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন। এক সময়ে রাজা ঐ তপস্যা হইতে কিঞ্চিৎকাল নিবৃত্ত হইয়া আপনার এক জীর্ণ বস্ত্র সীবন করিতে অর্থাৎ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীমন্নারায়ণ ভর্তৃহরিকে অবকাশপ্রাপ্ত দেখিয়া এই আজ্ঞা করিলেন হে ভর্তৃহরি তুমি আমার প্রধান ভক্ত এবং অতিপ্রিয় পাত্র সম্প্রতি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম তুমি আমার নিকটে বাঞ্ছিত বর প্রর্থনা করহ। রাজা ভর্তৃহরি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক এই নিবেদন করিলেন হে জগদীশ্বর আমি সসাগরা পৃথিবী কামনা করি না এবং ইন্দ্রের অমরাবতী ইচ্ছা করি না ও প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পরমায়ু বাসনা করি না আর কোন সুখাভিলাষ করি না এবং দিব্যাঙ্গনা কামনা করি না আমি নিতান্ত কামনারহিত হইয়াছি। আমার বাঞ্ছামাত্র নাই আমাকে বর দান করিলে কি হইবে। আপনি ত্রিলোকের কর্ত্তা যদি বরদানোৎসুক হইয়াছেন তবে কোন যাচক ব্যক্তিকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করুন। পশ্চাৎ জগদীশ্বর আজ্ঞা করিলেন ভর্তৃহরি তুমি নিতান্ত বাসনারহিত হইয়াছ কিন্তু আমি জগতের কর্ত্তা, আমার দর্শন বিফল হয় না অতএব কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা কর। পরে ভর্তৃহরি জগদীশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া এই নিবেদন করিলেন হে জগন্নাথ আমি পুনঃপুনঃ হেলন করিতে পারি না তন্নিমিত্তে এই বর প্রার্থনা করিতেছি আমি সম্প্রতি যে সূচীতে বস্ত্র সীবন করিতেছি তাহার ছিদ্রেতে শীঘ্র সূত্র প্রবেশ করুক আমাকে এই বর দিন। জগদীশ্বর ভর্তৃহরির কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া মনোমনো এই বিবেচনা করিলেন যে আমি সংসারের কর্ত্তা এবং এই সংসারের মধ্যে এত উত্তম দ্রব্য থাকিতে তাহা যাচ্ঞা না করিয়া ভর্তৃহরি কেবল আমার আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্তে অতি সামান্য বিষয় প্রার্থনা করিল ইহাতে বুঝিলাম যে ভর্তৃহরি নিতান্ত বিষয়বাসনারহিত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া কহিলেন সাধু ভর্তৃহরি তুমি তঙ্কাবিজয়বীর আইস। আমার এই তেজোময় শরীরে প্রবেশ কর। রাজা ভর্তৃহরি জগদীশ্বরের আজ্ঞাতে তাঁহার তেজোময় শরীরে লীন হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

যে পরমেশ্বর হইতে সংসার উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে সেই পরমেশ্বরেতে লীন হয় আর যাহার তুল্য বস্তু আর কিছুই নাই এমত পরমেশ্বরে রাজা ভর্তৃহরি লীন হইলেন।

ইতি লব্ধসিদ্ধি-কথা সমাপ্তা।

এবং মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহ দেব যুদ্ধেতে সকল শত্রু জয় করিয়া এবং সাংসারিক তাবৎ সুখ ভোগ করিয়া শ্রীমন্মহাদেবের সাক্ষাৎকারে দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন।

এইসমস্ত প্রকরণে বিরাজমান এবং নারায়ণতুল্য শিবভক্তিপরায়ণ মহারাজাধিরাজ যে শ্রীশিবসিংহ রাজা তাঁহার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি পাণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে পুরুষতত্ত্বফলপরিচায়ক চতুর্থ পরিচ্ছেদ॥ ৪॥

ইতি পুরুষপরীক্ষা সমাপ্ত।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি

	বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাঃ	ভিঃপিঃ
১নং কৌটা	১৮	।৵০	০	৶০	৴০
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	।০	৶০	৴০
৩নং কৌটা	৫৪	১৷৵০	।০	৶০	৴০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ					
৪নং কৌটা	১৪৪	৪।০	।০	৶০	৴০

বিজয়া বটিকার পাইকারী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা লইলে, কমিশন একটাকা অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র, ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড়টাকা অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃপিঃ কমিশন চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কি পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, জাপানে এবং লণ্ডন মহা-নগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে; রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে আজ বিজয়াবটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড-বিজয় করিতে বসিয়াছে

ইংরেজ-রমণীকুলের বিজয়াবটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে বিজয়াবটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপানদেশে বিজয়াবটিকার বড় আদর

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা-পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া-বটিকা-সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ অতিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া-বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব—এই খানেই গুণপণা, এই খানেই অলৌকিকত্ব।

বিজয়া বটিকার অলৌকিকত্ব

রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত মুখ পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে—চক্ষুঃ হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে, —এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া-বটিকা-সেবনে আরোগ্য হইতেছেন ;—অথচ এদিকে আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই,—প্লীহা যকৃৎ নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া-বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধা-বৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূত-পূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে ?

৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

৭৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বি. বসু এণ্ড কোম্পানীর

ফুলেলা।

ভারতবর্ষ ফুলের ভাণ্ডার। ভারতকুসুম অমূল্য রত্ন। এ ফুলের তুলনা নাই। সাতটী সদ্গন্ধযুক্ত ফুলের সার রস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্র মিলাইয়া (আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানা মসলার সহিত) এই ফুলেলা তৈয়ারি হইয়াছে।

ফুলেলা ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয়। চুল কাল এবং চিক্কণ হয়। ফুলেলায় চুল-উঠা দোষ দূর হইয়া চুল বৃদ্ধি পায়। বহুদিন ধরিয়া ফুলেলা মাখিলে টাক রোগ নষ্ট হয়। হাত পা জ্বালা ও গাত্রজ্বালা দূর হয়, মাথার খুস্কি এবং চুলকানি নষ্ট হয়। পেটে মাখিলে পেট ঠাণ্ডা হয়।

প্রতি শিশি ফুলেলার মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুলাদি ৸৹ বার আনা। একত্র ১২ শিশি ফুলেলা হইলে ১০৲ দশ টাকাতেই পাইবেন। একত্র ১২ বার শিশি ফুলেলা লইলে ডাকমাশুলাদি ২৷৹ আড়াই টাকা মাত্র। একত্রে ৬ ছয় শিশি ফুলেলা লইলে পাঁচ টাকাতেই পাইবেন। ইহার ডাক মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। ছয় শিশির কম লইলে কেহই কমিসন পাইবেন না।

ফুলেলার প্রশংসা-পত্র।

১ম পত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহোদয় লিখিতেছেন,—

"আমি ফুলেলা ব্যবহার করিয়াছি। মস্তিষ্ক শীতল রাখার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট তৈল। ইহার সৌরভও অতিমনোহর।"

২য় পত্র।

আপনার 'ফুলেলা' মাখিয়া স্নান করিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। ইহার সুমিষ্ট সৌরভ ও স্নিগ্ধকারিতা শক্তি আছে বলিয়াই পুরুষ এবং রমনী সকলেই ফুলেলাকে সমধিক পছন্দ করেন। স্নানের পরও ইহার মনোহর গন্ধ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, রাবেন্‌শ কলেজ, কটক। উড়িষ্যা।

৩য় পত্র।

মহাশয়! আপনার প্রেরিত এক শিশি 'ফুলেলা' ব্যবহারে অত্যন্ত আরাম বোধ করিতেছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক আর এক শিশি 'ফুলেলা' ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার 'ফুলেলা' অতি চমৎকার হইয়াছে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত মুন্সেফ, লক্ষ্মীপুর। জেলা নোয়াখালী।

৪র্থ পত্র।

আপনার "ফুলেলা" অতি সুন্দর তৈল। ইহা ব্যবহারে আমি অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়াছি। এমন কি এই তৈল মাথার বেদনার অতি মহৌষধ। ফুলেলার গন্ধ অতি চমৎকার, স্নানের পরও ইহা অনেকক্ষণ স্থায়ী।

শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস।

মথুরাপুর গ্রাম ঠাকুরগঞ্জ পোঃ আঃ (দিনাজপুর)।

৫ম পত্র।

ভীষণ প্রতারণা,—প্রবঞ্চনা।

কলিকাতা বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশের সুদক্ষ ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের এই পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেই কুন্তলীন সম্বন্ধে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।—

কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু—কুন্তলীনের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তাহাতে অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র দেখিয়া কলিকাতার মুর্গিহাটার কোন দোকান হইতে আমি এক শিশি কুন্তলীন কিনিয়াছিলাম কিন্তু কুন্তলীনের শিশির কর্ক খুলিয়া দেখি ইহা দুর্গন্ধময় তৈল; এত দুর্গন্ধ যে শিশি ফেলিয়া দিতে বাধ্য হই। কিছুদিন পরে কোন এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে বলি কুন্তলীনওয়ালারা আমাকে বড়ই ঠকাইয়াছে। কুন্তলীনে বড় দুর্গন্ধ। বন্ধু বলেন—"সে কি কথা? আমার বাড়ীতে প্রায়ই কুন্তলীন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাথা ধরিলে গা জ্বালা করিলে, আমিও সময়ে সময়ে কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি। বিশেষতঃ কুন্তলীনের সৌরভ অতি মনোহর। এইরূপ নানা কথার পর, বন্ধু আরও বলেন, কুন্তলীন বড় জাল হইতেছে। বোধ হয় তুমি জাল কুন্তলীন কিনিয়া ঠকিয়া থাকিবে। তুমি এইবার একটা কুন্তলীন কলিকাতা ৭৯নং হ্যারিসন রোড ভবনে বি, বসু কোম্পানীর নিকটে কিনিয়া দেখ। এই বি, বসু কোম্পানীর দ্বারা কুন্তলীন প্রস্তুত হয়। বন্ধুর কথায় আমি বি, বসু কোম্পানীর নিকট হইতে কুন্তলীন কিনিলাম; একটা কুন্তলীন নহে, এক মাসের মধ্যে চারিটা কুন্তলীন কিনিয়া আনিলাম। দেখিলাম কুন্তলীন সত্য সত্যই সৌরভময়ী; এবং ইহা শিরোবেদনা ও গাত্রজ্বালা দূর করিতে বিশেষ সক্ষম। এক্ষণে আমার মত সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি না জানিয়া কুন্তলীনের নিন্দা বহুলোকের নিকটে করিয়াছিলাম। এখন দ্বিগুণ উৎসাহে বহুলোকের কাছে তাহার প্রশংসা করিতেছি। কুন্তলীন যে জাল হইতেছে, ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্তব্য।

৬ষ্ঠ পত্র।

কলিকাতা ষ্টারথিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,—"আপনাদের এ কোন্ ফুলের 'কুন্তলীন'? মন্মথের কলধনু হইতে চারিটী পাপড়ি চুরি করিয়া স্নিগ্ধ স্নেহরসে দি...ছেন কি? নচেৎ সুবাসের কোমলতার মধ্যে এমন মধুর মোহিনী শক্তিটুকু আইল কোথা হ'তে? ঘ্রাণে কত হারাণ কথা প্রাণ যেন আবার কুড়াইয়া পায়। গৃহলক্ষ্মীর অলকায় একটু কুন্তলীন দিলে বোধ হয় তাঁহার পায়ে বেশী তৈল দিবার প্রয়োজন হয় না।

৭ম পত্র।

শকুন্তলাতত্ত্ব-গ্রন্থের প্রণেতা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, কলিকাতা ৫নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের গলি হইতে লিখিয়াছেন,—আমার এক পুত্র কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া উহার খুব সুখ্যাতি করিল। বা... তৈল মাখিবার পর শরীর অনেকক্ষণ বেশ ... থাকে। আমি নিজে প্রায় ত্রিশ বৎসর কোন তৈল ব্যবহার করি নাই। সুতরাং সাহস করিয়া কুন্তলীন ব্যবহার করিতে পারিলাম না। কিন্তু কুন্তলীনের গন্ধ এত মনোহর যে, উহা ব্যবহার করিতে না পারিয়া অসুখী হইলাম।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী।

৭৯ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।